বেড

জেমস হেডলি চেজ

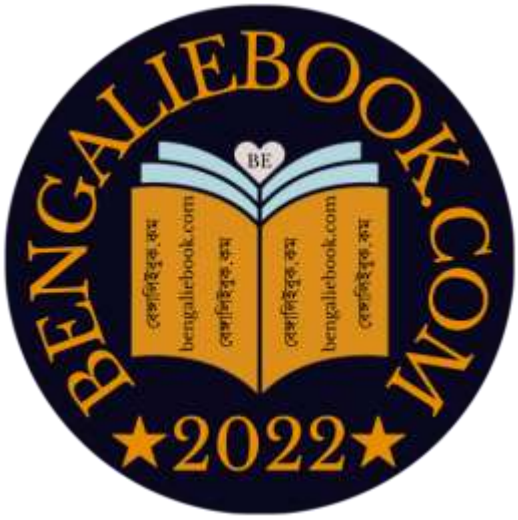

সূচিপত্র

শ্মশানের ধোঁয়া 2

পেড্রো ডিয়াজ 63

নিউইয়র্ক সান.....121

সরকারী হাসপাতালের সিঁড়ি 172

শ্মশানের ধোঁয়া

০১.

অ্যারোপ্লেনটা ইস্টনভিল পাক দিয়ে ঘুরতেই কেড দেখতে পেল শহরের উত্তর দিকটা যেন শ্মশানের ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে। কে জানত এখানকার পরিস্থিতি খুবই খারাপ, কিন্তু এতটা ভাবেনি। সারা প্লেনে একটা ভয় তাকে কুরে কুরে খেয়েছে। এখন তার হাত-পা কাঁপতে লাগল, হৃৎপিণ্ড ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। আর একটু মদ তাকে খেতেই হবে।

মাথার ওপর আলোর সঙ্কেত যাত্রীদের বলে দিচ্ছে সীটবেল্ট পরে নিতে। সিগারেট খাওয়া এখন চলবেনা। নাঃ, এয়ারহোস্টেস ওকে এখন আর মদ দেবে না। ইতিমধ্যে কেড আটটা ডাবল হুইস্কি শেষ করেছে। এয়ারহোস্টেসটা বিরক্ত হয়ে উঠেছিল শেষের দিকে। হৃৎপিণ্ড যতই লাফাতে থাক কেড বুঝল প্লেন না থামা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

প্লেনে সে ছাড়া আর মোটে দুজন যাত্রী আছে। ইস্টনভিলের পরিস্থিতি এখন যেরকম, একান্ত বাধ্য না হলে কেড এখানে আসে না।

কেডের সঙ্গে নিউইয়র্কে যে জনাবিশেক যাত্রী উঠেছিল তারা সব অ্যাটলান্টায় নেমে গেল। এরা দুজন উঠল। লম্বা, পেশীবহুল দেহ লোকদুটোর মুখ টকটকে লাল। মাথায় পানামা টুপি, ধুলিধূসরিত স্যুট। কেডের একসারি সীট পেছনে ওরা বসেছিল। কেড যখন

একের পর এক মদের গ্লাস গিলছিল, ওরা নিজেদের মধ্যে নীচুস্বরে কি যেন বলছিল। নামবার আগে প্লেনটা যখন পাক। খাচ্ছে ওদের একজন বলে উঠল, দেখ জ্যাক, কি ধোঁয়া দেখেছ? মজা জমে উঠেছে।

বেজন্মা নিগারগুলো। অন্য লোকটা ঘোৎ ঘোঁৎ করে বলল পুড়ে মরুক ব্যাটারা।

কেড শিউরে উঠল। পাশের সীটে রাখা পুরনো প্যানঅ্যাম ওভারনাইট ব্যাগটার দিকে ও চোরা চাহনিতে চাইল। ওতে ক্যামেরা আর আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম আছে। ক্যামেরা না আনাই ঠিক ছিল। ইস্টনভিল এখন আগ্নেয়গিরি হয়ে আছে, বিস্ফোরণ ঘটবেযখন তখন। এরকম অবস্থায় কেড ছবি তুলতে আসছে ব্যাপারটা জানাজানি হলে মারাত্মক হবে।

জ্যাক নামে লোকটা বলল, মিলিটারি এসেছে মনে হচ্ছে।

আর না না, এর সঙ্গী বলল।

ফ্রেডকে চিনি না আমি? নেহাত বাধ্য না হলে ও ওই স্কুলের ছোকরাগুলোকে আমাদের মজা নষ্ট করতে দেবে না।

হয়তো কোন নিগার ভয়ের চোটে খবর পাঠিয়েছে।

না না। ফ্রেড বলেছিল ও প্রতিটি টেলিফোনের কল চেক করবে। নিশ্চয় করছে। বুঝবে ব্রিক! আমরা নিগারগুলোকে উচিতমত শিক্ষা দেব। এবার কাউকে আর বাইরে থেকে এসে বাধা দিতে দিচ্ছি না।

কেড রুমাল বার করে মুখ মুছল। ম্যাথিসন যখন ওকে ডেকে পাঠাল, তখনি ও বুঝেছিল এবার ও ফাঁদে পড়েছে। ম্যাথিসনের ছোট অগোছালো অফিসে ঢুকতেই ও টের পেয়েছিল ম্যাথিসন ওকে এবার মরণ ছোবল দেবে। কেড দোষ দিচ্ছে না তাকে। হেনরি ম্যাথিসনের মত ভাল বার্তা সম্পাদক আর হয় না। দুঃস্বপ্নভরা তিন তিনটে সপ্তাহ সে কেডকে পরপর সুযোগ দিয়েছে।

এড বার্ডিক ম্যাথিসনকে বলেছে সুযোগ দিলে কেড প্রমাণ করে দেবে যে সে পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল ফটোগ্রাফার। কে সে সুযোগ পেয়েছিল কিন্তু কি লাভ হল?

লজ্জায় ঘামতে ঘামতে কেড তার কাঁপা কাঁপা আঙ্গুলগুলো দিয়ে তার প্যানঅ্যাম ব্যাগটা আঁকড়ে ধরল।

ম্যাথিসন লোকটা কড়া। পাঁচমাস ধরে কেড প্রমাণ করছিল যে বার্ডিক ওর সম্বন্ধে ঠিকই বলেছে। কেড যখন ডেস্কের ওপর ফটোগুলোনামিয়ে রাখত, ম্যাথিসনের চোখে সে খুশীর ছোঁয়া দেখেছে। পাঁচমাস ধরে সব ঠিকই চলছিল, কিন্তু কেড আবার মদ খাওয়া শুরু করল। কারণ ছিল, খুবই সংগত কারণ। কিন্তু ম্যাথিসনকে জুয়ানার কথা বলে কোন লাভ হত না। মেয়েরা তুচ্ছ ম্যাথিসনের কাছে।

তারপর তিন হপ্তায় চারটে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কেড নষ্ট করে ফেলে। তাই ম্যাথিসন যখন তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, কেড ভেবেছিল এবার ও ওকে সিধে দরজা দেখিয়ে দেবে। তখন কেডের খুবই দুরবস্থা। রাতের পর রাত ঘুমোতে পারে না। রোজ এক পাঁইট হুইস্কি খেতে হয়। আরো খেতে পারে ও, তবে প্রাণে টিকতে হবে তো। হাতের টাকা

ফুরিয়েছে। গাড়ির বাকি টাকা দেওয়ার জন্য চাপ আসছে সমানে। বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে। কেডের কাছে দামী জিনিষ বলতে তখন ওই ক্যামেরা আর যন্ত্রপাতিগুলো। ওগুলো হাতছাড়া করলে কেড মরে যাবে।

বস, ভ্যাল। ম্যাথিসন বলল। লোকটা ছোটখাট, কেডের থেকে দশবছরের বড়, সাতচল্লিশ বছর ওর।

তেমন সুবিধে করতে পারছ না, তাই না?

কেডের হাত কাঁপছে। চেয়ারটায় ভর করে ও দাঁড়িয়েছে। নেশা কেটে গিয়েছে তখন। মুখ গরম হয়ে উঠেছে। মাথা দপদপ করছে, পেটে একটা ব্যথা অনুভব করছে সে।

লেকচার রাখ, কেড বলল, তোমার সঙ্গে পরিচয়ের পর আমি...

বাজে বোক না। চুপ করে থাক, ম্যাথিসন গলার স্বর নামিয়ে বলল। তারপর ডেস্কের দেরাজ থেকে একটা স্কচের বোতল আর দুটো গ্লাস বার করে কেডের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, ঢাল।

কেড নিজের সঙ্গে খানিক যুদ্ধ করে সতৃষ্ণভাবে গ্লাসে চুমুক দিল। তারপর ধীরে ধীরে বসে পড়ে মদটা শেষ করল।

একটা কাজের কথা আছে, ভ্যাল। একমাত্র তুমিই পারবে। ম্যাথিসন সহানুভূতির দৃষ্টিতে কেডের দিকে তাকাল। তারপর বোতলটা ঠেলে দিয়ে বলল, নাও, চালাও। মনে হচ্ছে তোমার আরো দরকার।

কেড ভান করল মদটা তুচ্ছ। তারপর বলল, কি কাজ?

এস সিন্ডিকেট একটা দারুণ কাজের খবর এনেছে। ওরা চায় তুমিই ছবিগুলো তোল।

সিন্ডিকেটের কাজ মানেই মোটা টাকা। একাজে ফটোগ্রাফার ছবি তোলে, সিন্ডিকেট সারা বিশ্বে সে ছবি ছাপায়, আধাআধি বখরা হয়।

বিষয়টা কি? কেড ভাবছে যদি কিছুদিন মদ বন্ধ করে সে একাজটা শেষ করতে পারে, তাহলে তার অর্থকষ্ট খানিকটা কমবে। এদিকে ম্যাথিসনের দিকে না তাকিয়ে সে গ্লাস ভরে নিয়েছে। ম্যাথিসন সেদিকে লক্ষ্য না করে বলল, আজ রাতে ইস্টনভিলে একটা সিভিল রাইট অভিযান শুরু হচ্ছে। কাল দুপুরের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়ে যাবে। সিন্ডিকেট চায় তুমি কাল সকাল নটার প্লেনে ওখানে যাও।

কেড আস্তে আস্তে বোতল বন্ধ করল। তার মেরুদণ্ড শিরশির করছে।

আজ রাত্রে গেলেও তো হয়, সে প্রায় হতাশ স্বরে বলল।

না অত তাড়াতাড়ি যাবার দরকার নেই। তুমি ঝট করে যাবে আর ঝটপট কাজটা শেষ করে চলে আসবে।

যদি বেরিয়ে না আসতে পারি? কম্পিত স্বরে কেড বলল।

ম্যাথিসন গ্লাসে চুমুক দিয়ে চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ দুজনে নীরব থাকল। কেড শেষে মরিয়া হয়ে বলল, সেবার নিউইয়র্কে ঠিক এইরকম ব্যাপারের ছবি তুলতে গিয়ে তিনজন ফটোগ্রাফারকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল, পাঁচটা ক্যামেরা ভাঙ্গে। কেড ছবি তুলতে পারেনি।

সেইজন্যেই এস্ এই ছবিগুলো চায়।

কেড ম্যাথিসনের দিকে তাকিয়ে বলল তুমিও তাই চাও?

হ্যাঁ, চাই! এ-এর বক্তব্য হল ছবিগুলো ভাল হলে লাইফ-এর সঙ্গে কথাবার্তায় আসা যাবে। একটু থেমে ম্যাথিসন বলল, জি, এমের এজেন্ট ফোন করেছিল। জানতে চাইছিল আমরা তোমার গাড়ির টাকা মিটিয়ে দেব কিনা। আমার বলতে হল কনট্রাক্টে তোমার গাড়ির টাকা দেবার কোন কথা নেই। আবার একটু থেমে ম্যাথিসন বলল তুমি ভাবনা চিন্তা করে বল। অ্যালিস তোমার টিকিট জোগাড় করে দেবে। খরচ খরচার জন্য একশো ডলার তোমাকে দিচ্ছি। তুমি চাইলে আরো দেব। কি করবে এখন বল।

মানে কাজটা ঝামেলার, বলতে গিয়ে কেডের মনে হল ভয় যেন তাকে খামচে ধরেছে। আর কে যাচ্ছে?

কেড না। আর কেড জানেই না। যদি কাজটা হাসিল করতে পার, তোমার কপাল ফিরে যাবে।

রুমাল দিয়ে মুখ ঘষতে ঘষতে কেড বলল, আর যদি না পারি? আমার কপালে কি থাকবে?

ম্যাথিসন ওর দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল। তারপর একটা নীল পেনসিল তুলে নিয়ে ডেস্কের উপর একটা বিজ্ঞাপনের কপি দাগ দিতে লাগল। এটা ম্যাথিসনের পরিচিত ইঙ্গিত যে কথাবার্তা শেষ হয়ে গিয়েছে।

একটা দীর্ঘ মুহূর্ত কেড চুপ করে রইল। একেই বলে মরণ ছোর্বল। কিন্তু তার আত্মসম্মান এখনো শেষ হয়ে যায়নি। হুইস্কির ঘোরে তা আবার জ্বলে উঠল।

ঠিক আছে। টিকিটের বন্দোবস্ত কর। আমি কাল তৈরী থাকব। পা টললেও অন্তত মাথা উঁচু করে ও অফিস থেকে বেরিয়ে এল।

.

ইস্টনভিলের এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের দিকে যেতে যেতে কেড দেখল দূরে মেঘহীন আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। এয়ারপোর্টের আলোটাও কেমন ভুতুড়ে, গা ছম ছম করা।

ওর সঙ্গে যে দুজন যাত্রী এসেছে, ওরা সামনে হাঁটছে। ওরা খুব দ্রুত হাঁটছে, ওদের উদ্দেশ্য ওদের জানা। চওড়া হাতগুলো দুলছে উত্তেজনায়।

কেড তাড়াহুড়ো করল না। ভ্যাপসা গরম, তার ওপর ব্যাগটাও ভারী। এয়ারপোর্টের বাইরে পা রাখতে তার ভয় হচ্ছিল। এখন ও হোটেলে যাবে, শহরের অবস্থাটা কি বুঝতে হবে। তাছাড়া ওর এখন একটু মদ চাই।

এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের নিস্তেজ লবিতে মিটমিটে আলো জ্বলছে। লবিটা জনশূন্য। শুধু লবির মুখে প্লেনের ওই যাত্রীদুজন কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। লোকটা লম্বা, বলিষ্ঠ দেহ, পরনে খাটো হাতা গলা-খোলা স্পোর্টস শার্ট আর রং-জ্বলা খাকি প্যান্ট।

কেড বাঁদিকের বারের দিকে সরে গেল। বারও খালি। কেবল টেকো, মাঝবয়সী বারম্যান খবরের কাগজ পড়ছিল।

উত্তেজনা যথাসম্ভব চেপে কেড নির্জলা স্কচ চাইল। বারম্যান একবার ওর দিকে কৌতূহলী চোখে চেয়ে তারপর হোয়াইট হর্স লেবেল আটা বোতল থেকে হুইস্কি ঢেলে গ্লাসটা কেডের দিকে ঠেলে দিল।

কেড ওভারনাইট ব্যাগটা মেঝেতে রেখে একটা সিগারেট ধরাল। ওর হাতটা কাঁপছিল। তবে সঙ্গে সঙ্গে মদটা তুলল না। এইটুকু আত্মসংযম দেখাতে গিয়ে ওর শরীরে খুব কষ্ট হতে লাগল। দরদর করে ঘামছিল ও। তবু জোর করে নিজেকে সংযত করে ধীরেসুস্থে সিগারেটে টান দিল কেড। তারপর যেন কিছুই হয়নি এরকম ভাব দেখিয়ে মদের গ্লাসে চুমুক দিল।

এই আসছেন? বারম্যান শুধোল।

কেড ভেতরে কুঁকড়ে গেল যেন। মদটা শেষ করে বলল, হ্যাঁ।

বারম্যান বলল, আপনাকে দেখে অবাক হয়েছি যাদের বুদ্ধি আছে তারা এই শহরে আসার আগে দুবার ভাববে। বাইরের লোক এই শহরে এখন আসুক কেড চায় না।

কেডের আরেকটু মদ দরকার। কিন্তু বারম্যানটাকে সামলাতে হবে। অত্যন্ত অনিচ্ছায় ও বারের কাউন্টারে পয়সা রেখে ব্যাগটা তুলে বেরোবার জন্য দরজার দিকে হাঁটতে লাগল।

দরজায় সেই স্পোর্টস শার্ট পরা লোকটা যেন ওর জন্যেই দাঁড়িয়ে আছে। কেডের বুক ধড়ফড় করে উঠল।

লোকটা কেডের বয়সীই হবে। মুখটা কঠিন লাল মাংসল। শার্টের বুকপকেটে একটা পাঁচফলা রুপোর তারা।

কেড দরজার কাছে পৌঁছতে লোকটা একটুও পথ দিল না। কেডের মুখের ভেতর শুকিয়ে গেছে।

লোকটা এবার নীচু গলায়, বলল আমি ডেপুটি শেরিফ জো স্লাইডার। তোমার নাম কেড?

হ্যাঁ। কেড সভয়ে বলে উঠল।

শোন তোমার শ্রেণীর লোকেরা যখন আমার সঙ্গে কথা বলে, আমাকে ডেপুটি বলে। আমি তাই চাই।

কেড নিশ্চুপ থাকল। অথচ একবছর আগে হলে ও অনায়াসে এরকম একটা পরিস্থিতি সামলাতে পারত। কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে নিজে, কেড অনুভব করল। এত ভয় পেয়েছে যে কি বলবে খুঁজে পাচ্ছে না। আত্মগ্লানিতে কেড জর্জরিত হতে লাগল।

ভ্যাল কেড। নিউইয়র্ক সানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ফটোগ্রাফার ঠিক বলেছি? স্লাইডার ঘৃণা আর তাচ্ছিল্যের সাথে বলল।

ঠিকই আমারই নাম ভ্যাল কেড, ডেপুটি।

ইস্টনভিলে দরকারটা কি তোমার, কর্কশ স্বরে স্লাইডার বলল।

কেড নিজেকে গালাগালি দিল। কি করবে তোমার ও কেড, নিজেই নিজেকে মনে মনে বলল। ও শুধু তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে। বল বল...

কিন্তু আসলে যা বলল তাতে নিজেই ঘৃণায় স্তম্ভিত হয়ে গেল।

আমায় আসতে বলা হয়েছে, তাই এখানে এসেছি, ডেপুটি। আপনি ভাববেন না। আমি কোন ঝামেলাতে যেতে চাই না... ।

স্লাইডার ঘাড়টা একদিকে ঝাঁকাল। বটে, আমি কিন্তু শুনেছি দি সানঝামেলা পাকাতে চায়।

–হয়তো চায়। কিন্তু আমি ওসবের মধ্যে নেই।

স্লাইডার ওর দিকে চেয়ে রইল। একটা কথা কেড, ওরা তোমার মতন মেরুদণ্ডহীন একটা মাতালকে এখানে পাঠিয়েছে কেন, বলতে পার? বল তো, আমি জানতে চাই।

কেডের মনে হল ওর এখনি আরেকটা হুইস্কি দরকার। এখনই।

বল কেড... স্লাইডার একটু ঝুঁকে কেডের বুকে মৃদু ধাক্কা মারল। কেড ছিটকে দুপা পিছিয়ে গেল। তারপর শুকনো ঠোঁট দুটো একটু মুছে বলল, আমি কোন ছবি তুলব না, ডেপুটি। আপনি দেখবেন।

স্লাইডার ওর দিকে তাকিয়ে দেখছিল। আমি কি ভাবছি তা তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি কোথায় উঠছ?

হোটেল সেনট্রাল মোটর।

যাচ্ছ কখন?

পরের প্লেনে...কাল সকাল এগারটায়।

স্লাইডার বেশ কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, তাহলে আমরা দেরী করছি কেন? চল কেড, তোমার থাকার বন্দোবস্ত দেখি।

লবিতে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ স্লাইডার জিজ্ঞেস করল ব্যাগে কি আছে কেড?

আমার জিনিষ।

ক্যামেরা আছে কি?

কেড থমকে দাঁড়াল। স্লাইডারের দিকে চাইল, ওর চোখের দৃষ্টি কেমন উন্মত্তর মতন। তা দেখে স্লাইডার এত চমকে গেল যে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল।

আমার ক্যামেরায় হাত দিয়ে দেখ। দেখ একবার? হিস্টিরিয়াগ্রস্ত লোকের মতন কেড বলে, উঠল।

তোমার ক্যামেরায় কে হাত দিচ্ছে? স্লাইডারের হাতটা ততক্ষণ বন্দুকের বাঁটের উপর চলে গেছে। আমি বলিনি। চাচাচ্ছ কেন?

ক্যামেরা ছুঁয়ো না...ব্যস। কেড এবার একটু সংযত স্বরে বলল।

–চল, দেরী করছি কেন আমরা।

কেড, এলোমেলো পায়ে গেটের দিকে চলতে লাগল। বমি পাচ্ছে ওর, মনে হচ্ছে এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে। এক মুহূর্তের মধ্যে ও দপ করে জ্বলে উঠেছিল। ভাবলেই ভয় করে।

বাইরেটা ভ্যাপসা গরম, বাতাসে ধোঁয়া। বাইরে ছায়ায় একটা ধুলোমাখা শেভ্রলে দাঁড়িয়ে ছিল। স্লাইডার ইশারা করে গাড়িতে উঠতে বলল। গাড়ির ড্রাইভার ঠিক স্লাইডারের মতন পোশাকপরা। শার্টের পকেটে স্লাইডারের মত রুপোর তারা লাগানো খুব ছটফটে আর সতর্ক। সরু মতন মুখটা রোদে পোড়া, ঘোট ঘোট চোখদুটো ভিজে পাথরের নুড়ির মত ভাবলেশহীন।

রন, এই হচ্ছে কেড। এক সময়কার নামকরা ফটোগ্রাফার, হয়তো তুমি ওর নাম শুনে থাকবে। ও কোন ঝামেলা চাইছে না। ওকে হোটেলে নিয়ে যাও। কাল সকাল এগারটার প্লেনে ও ফেরত যাবে। যতক্ষণ না রওনা হয়, ওর সাথে সাথে থেক।

কেডকে স্লাইডার বলল, এহচ্ছে রন মিচেল। নিগ্রোপ্রেমিকদের ও ঘৃণা করে, ঝামেলাবাজদের ঘৃণা করে, আর সবচেয়ে ঘেন্না করে মাতালদের। স্লাইডার একটু হেসে বলল ওকে চটিও না। চটালে ও রেগে যায়।

মিচেল সামনে ঝুঁকে খোলা জানলা দিয়ে কেডকে একবার ভাবলেশহীন চোখে দেখল। তারপর স্লাইডারের দিকে চেয়ে চোখ গরম করে বলল, তুমি যদি ভেবে থাক আমি সকাল থেকে এই বদমাতালটাকে পাহারা দেব, তোমার মাথা পরীক্ষা করাও।

স্লাইডার হাত নেড়ে বলল আরে না, না, ওকে পাহারা দিতে হবে না। চাও তো ওকে ঘরে বন্ধ করে রাখ। মোটামুটি আমি ঝামেলা চাই না।

গজর গজর করতে করতে মিচেল শেভ্রলের দরজাটা খুলে কেডকে বলল, উঠে পড়। আর ঝামেলা করলে দেখিয়ে দেব।

কেড গাড়িতে উঠে হাঁটুর ওপর ব্যাগটা রাখল। নির্জন রাস্তা দিয়ে হাইওয়ের দিকে গাড়ি ছুটে চলল। হাইওয়েতে যখন পৌঁছল তখন গাড়ির স্পীড ঘন্টায় সত্তর মাইল।

কেড জানলা দিয়ে বাইরে দেখছিল। পথে কোন গাড়ি নেই। এ যাবৎ শুধু একটা পুলিশের গাড়ি চোখে পড়েছে। গাড়ি চালাতে চালাতে মিচেল নীচুস্বরে কেডকে গালি দিচ্ছিল।

শহরের বাইরে পৌঁছে মিচেল গাড়ির স্পিড কমাল। ওদের গাড়ি এখন মেন স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার দুধারে দোকান–পাট সব বন্ধ। ফুটপাত দিয়ে কেড হাঁটছে না। একটা বড় মোড়ে পৌঁছতেই কেড দেখল পথের ধারে একদল জোয়ান ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা মুগুর দোলাচ্ছে আর ওদের কোমরে বন্দুক।

একটা ছোট রাস্তায় ঢুকে মিচেল হোটেলের সামনে গাড়ি থামাল।

সেন্ট্রাল মোটর হোটেল একটা আধুনিক ধরনের দশতলা বাড়ি। সামনে লন তাতে একটা ফোয়ারা। প্রতিটা ঘরের সামনে বারান্দা। একদম রাস্তার ওপরে।

ওরা দুজন সিঁড়ি দিয়ে হোটেলের দরজার দিকে এগোল। দারোয়ান মিচেলকে দেখে ঘাড় নাড়াল। আর কেডের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাল। সুইংডোর ঠেলে ওরা হোটেলের রিসেপশনের দিকে এগোল।

রিসেপশনের কেরানীটি কেডের হাতে একটা রেজিস্ট্রেশন কার্ড আর কলম দিল। কেডের হাত এত কাঁপছে যে সে অতিকষ্টে প্রয়োজনীয় কথাগুলো লিখল।

কেরানীটি বলল, ৪৫৮ নম্বর ঘর বলে চাবি দিল। কেরানীটিকে খুব বিব্রত দেখাল যেন কোন ভিখারীর সাথে তাকে কথা বলতে হচ্ছে।

মিচেলই চাবিটা নিল। তারপর হোটেলের ছোকরা বেয়ারাটাকে আসতে মানা করে স্বয়ংক্রিয় লিফটের দিকে এগোল।

চারতলার লম্বা টানা বারান্দা পেরিয়ে ওরা দুজন ৪৫৮ নম্বর ঘরে এসে পৌঁছল। মিচেল দরজা খুলল। ঘরটা বেশ বড় আর সুসজ্জিত। দরজা খুলে মিচেল ঝুলবারান্দায় গিয়ে রাস্তার দিকে দেখল। বুঝল ওদিক দিয়ে কেড পালাতে পারবে না। তারপর খুশী হয়ে ও ঘরে ফিরে এল।

কেড ব্যাগটা বিছানার উপর রাখল। অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে ওর। পা-টাও ব্যথা করছে। কিন্তু মিচেল না যাওয়া পর্যন্ত ও বসতেও পারছে না।

ওকে মিচেল বলল। যাওয়ার সময় পর্যন্ত তুমি এখানেই থাকবে। আমি কাছাকাছিই থাকব। কিছু চাই তোমার?

কেড সামান্য ইতস্ততঃ করল। গত সন্ধ্যা থেকে তার পেটে কিছু পড়েনি। কিন্তু তার ক্ষিধেও তেমন পাচ্ছিল না। কেড খায় খুব কম। সে মিচেলের দিকে না চেয়ে বলল, এক বোতল স্কচ আর বরফ।

-দাম দিতে পারবে?

-হ্যাঁ।

দরজা টেনে দিয়ে মিচেল চলে গেল। কেড বুঝতে পারল দরজার চাবি যোরাচ্ছে মিচেল। জ্যাকেটটা খুলে ও বড় ইজিচেয়ারে বসল। ওর হাত দুটো এখনও কাঁপছে।

প্রায় দশ মিনিট বাদে একজন ওয়েটার একটা স্কচের বোতল একটা গ্লাস আর বরফ দিয়ে গেল। কেড ওয়েটারের দিকে চাইল না, টিপসও দিল না। মিচেল ওয়েটারের সঙ্গে ঘরে ঢুকেছিল এবার বেরিয়ে দরজায় ফের তালা লাগাল।

কেড কান পেতে শুনল ওরা চলে গেছে কিনা। তারপর গ্লাসে একটা বড় পেগ ঢালল। একটু চুমুক দিয়েই ও টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভার তুলল।

একটা মেয়ে উত্তর দিল। কেড নিউইয়র্ক সানের কানেকশানে চাইল। এক মিনিট মেয়েটি বলল।

কেড শুনতে লাগল। মেয়েটি কথা বলছে কিন্তু কি বলছে শোনা যাচ্ছে না। কয়েক মিনিট বাদে মেয়েটি কাটাকাটা গলায় বলল, আজ নিউইয়র্কের কোন কল নেওয়া হচ্ছে না।

কেড রিসিভার নামিয়ে রাখল। কার্পেটের দিকে খানিক শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল তারপর ওদিকে গিয়ে মদের গ্লাস তুলে নিল।

.

মিস্টার কেড। উঠুন। মিস্টার কেড!

কেডের মনে হল স্বপ্নের মধ্যে ওকে কে ডাকছে। সে প্রায় যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে চোখ মেলল। বারান্দার দিকের খোলা জানালা দিয়ে কড়া রোদ আসছে, তার চোখ যেন পুড়ে যাচ্ছে।

মিস্টার কেড, প্লিজ...আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।

কেড কোনমতে বিছানা ছেড়ে মাটিতে নামল। ঘরটা এখনও আবছা ক্রমে স্পষ্ট হল। যেই বুঝল একটা লোক ওর খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে ও সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে ফেলল।

মিস্টার কেড, প্লিজ।

কেড এবার চোখ খুলে দেখল একজন নিগ্রো ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল ওর।

মিস্টার কেড। আধঘণ্টার মধ্যে মার্চ শুরু হচ্ছে। আপনার শরীর ভাল আছে তো? নিগ্রোটি জিজ্ঞেস করল। কেড ভালভাবে তাকাল। লম্বা, রোগা তরুণ এক যুবক। পরনে গলা খোলা সাদা শার্ট, ইস্ত্রি করা কালো প্যান্ট।

এখানে তুমি কি করছ। কেড চাপা কর্কশ স্বরে বলল, কেমন করে ভেতরে এলে?

সরি, মিঃ কেড। আপনাকে ঘাবড়ে দিতে চাইনি। আমি সানি স্মল। আমি সিভিল রাইটস কমিটির সেক্রেটারী।

কেড ওর দিকে তাকিয়েই থাকল। তার মুখ ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য।

আমার গার্লফ্রেন্ড এই হোটেলে কাজ করে। ওই বলল আপনি আপনার কাগজের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ওরা দেয়নি। আর আপনাকে বন্ধ করে রেখেছে। শোনামাত্রই আমি এখানে চলে এসেছি। এই আমাকে চাবি দিল। আমরা চাকর সুইপার আসবার লিফটে যেতে পারি। ওদিকে কেড নজর দেয় না।

সাংঘাতিক এক আশঙ্কায় কেডের মন অন্ধকার হয়ে গেল। তার মাথায় কিছুই খেলছিল না। সে একদৃষ্টিতে স্মলের দিকে চেয়ে রইল।

বেশী সময় নেই, মিঃ কেড। নিন আপনার ক্যামেরা আমি ঠিক করেই রেখেছি। ও ক্যামেরাটা কেডের হাতে দিল। কেডের হাত কাঁপতেই লাগল। কিন্তু ক্যামেরার ধাতব স্পর্শটা হাতে লাগতেই ওর স্তম্ভিত ভাবটা কেটে গেল। কেড কর্কশ গলায় বলল, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। ওর চোখ জ্বলতে লাগল। আমাকে একা ছেড়ে দাও। বেরোও।

মিঃ কেড। আপনার কি শরীর ভাল নেই, স্মল হতচকিত ভাবে বলল।

বেরোও। কেডের গলা চড়তে লাগল।

কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি তো আমাদের সাহায্য করতেই এসেছেন। আসেননি? আজই আমরা টেলিগ্রাম পেয়েছি যে আপনি আসছেন। কি হয়েছে মিঃ কেড? আমরা সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছি যে। মার্চ তিনটের সময় শুরু হবে।

বেরোও। কেড উঠে দাঁড়াল। ডানহাতে মিনোল্টাটা আঁকড়ে ধরে ও বাঁ হাত দিয়ে দরজা দেখাল।

বেরোও, কখন মার্চ শুরু হবে তাতে আমার কিছু এসে যায় না। বেরোও।

স্মল যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল।

এ নিশ্চয় আপনার মনের কথা নয় মিঃ কেড, আস্তে কোমল গলায় স্মল বলল। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কেডের ভেতর অবধি শিউরে উঠল। দয়া করে আমার কথাটা শুনুন মিঃ কেড। আপনি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফটোগ্রাফার। আমি, আমার বন্ধুরা অনেক বছর ধরে আপনার তোলা ছবি দেখে আসছি। আপনার ছবি আমরা জমাই, মিঃ কেড। সেই রাশিয়ানরা যখন যায় তখনকার হাঙ্গেরীর সেইসব অপূর্ব ছবি, ভারতে দুর্ভিক্ষের ছবি, হংকঙে দুর্ভিক্ষের ছবি, মানুষের দুঃখ কষ্টের অনবদ্য সেইসব দলিল। আপনার মতন অদ্ভুত প্রতিভা আর মানুষের প্রতি দরদী অনুভূতি আর কজনের আছে, মিঃ কেড।

আমরা তিনটের সময় মার্চ শুরু করছি। পাঁচশোর বেশি লোক মুগুর, বন্দুক আর টিয়ার গ্যাস নিয়ে অপেক্ষা করছে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পরার জন্য। তা সত্ত্বেও আমরা মার্চ করছি। আজ রাতের মধ্যে আমাদের শরীর দিয়ে রক্ত ঝরবে, কতজন যে হাসপাতালে যাবে। তা সত্ত্বেও আমরা মার্চ করতে চাই কারণ এই শহরে আমরা আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চাই। আমাদের মধ্যে অনেকেই মার্চে যেতে ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু যেই শুনল আপনি আমাদের মার্চের ছবি তুলবেন, তাদের ভয় কমে গেল। অদ্ভুত এক উদ্দীপনা দেখা দিল। আমরা জেনে গেছি আজ আমাদের কপালে যাই ঘটুক সারা

পৃথিবীতে তার প্রমাণ থেকে যাবে। সারা পৃথিবী বুঝবে আমরা কি চাই। আমাদের একমাত্র আশা পৃথিবীর মানুষকে বোঝানো আমরা কি চাই, আমাদের নৈতিক দাবি তাদের কাছে জানান। আপনি আমাদের হয়ে এই বার্তা পৃথিবীর কাছে পৌঁছে দিতে পারেন।

স্মল একটু থামল, আপনি ভয় পেয়েছেন নিশ্চয়? আমরা সবাই ভয় পেয়েছি। কিন্তু আমি ভাবতেও পারছি না আপনার মতন সৎ, গুণী মানুষ আমাদের মিছিলে আজকে থাকবেন না।

কেড পা টেনে টেনে রাইটিং ডেস্কের দিকে গেল। ক্যামেরাটা টেবিলের উপর রেখে সে গ্লাসে হুইস্কি ঢালল।

ভুল লোককে ওরা হিরো বানিয়েছিল এখন বেরোও নিগার বেরিয়ে যাও, স্মলের দিকে পেছন ফিরে কেড বলল।

ঘরের মধ্যে কয়েক মুহূর্তের নীরবতা নেমে এলো। আবেগঘন, টানটান অনুভূতিতে মন্থর এক দীর্ঘ নীরবতা। তারপর স্মল বলল, আমার দুঃখ হচ্ছে মিঃ কেড আমাদের জন্য নয়, আপনার জন্য।

আস্তে দরজা বন্ধ হয়ে গেল, চাবি বন্ধ হল। কেড কিছুক্ষণ হাতের গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর ঘৃণায় যেন শিউরে উঠল। সামনের দেয়ালে গ্লাসটা ছুঁড়ে মারল। দেয়াল থেকে ছিটকে আসা হুইস্কিতে তার শার্ট ভিজে গেল। কিছুক্ষণ ও কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইল, মন থেকে সমস্ত চিন্তা প্রাণপণে সরিয়ে দিতে চাইল। হঠাৎ বন্ধ জানালার

ওপার থেকে এক তীব্র বুক কাঁপানো নারীকণ্ঠের আর্তনাদ ক্ষীণ হয়ে ভেসে এল। কেড উঠে দাঁড়াল। তার বুক ধকধক করতে লাগল। আবার সেই আর্তনাদ ভেসে আসল।

কাঁপতে কাঁপতে কেড দরজা খুলে ঝুলবারান্দাটায় গিয়ে দাঁড়াল।

ঘরে ছিল শীততাপ–নিয়ন্ত্রিত শীতলতা। এখন রাস্তা থেকে ঝাপসা শ্বাসরোধকারী গরম উঠে এসে যেন তাকে ধাক্কা দিল। কেড বারান্দার রেলিং আঁকড়ে ধরে সামনে ঝুঁকে রাস্তার দিকে চাইল।

সানি স্মল ঠিক রাস্তার মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে। তার হাত দুটো উত্তেজনায় টানটান, মুঠো পাকানো। দুপুরের কড়া রোদে ওর আবলুশ কালো শরীরের ওপরে শার্টটা অসম্ভব সাদা দেখাচ্ছে। প্রথমে ডান দিকে চাইল ও, তারপর বাঁ দিকে। কার দিকে হাত নাড়িয়ে স্মল তীক্ষ্ণ, তীব্র গলায় বলল, এস না, টেসা। আমার কাছে এস না। ওর গলার স্বর কেডের কানে বাজল।

কেড রাস্তার ডানদিকে চাইল। তিনজন শ্বেতাঙ্গ উন্মত্তের মতন স্মলের দিকে ছুটে আসছে। বিশাল দেহ, বলিষ্ঠ তিন শ্বেতাঙ্গ ওদের হাতে মুগুর। বাঁ দিকে তাকাতেই কেড দেখল ওদিক দিয়ে দুজন শ্বেতাঙ্গ ধীরে ধীরে স্মলের দিকে এগোচ্ছে। ওদের হাতেও মুগুর। আক্রান্ত আর আক্রমণকারীদের এ ছবি চিরকালের, চিরপরিচিত। স্মলের পালানোর কোন উপায়ই নেই।

বোঁ করে ঘুরে কেড প্রায় হাতড়ে হাতড়ে ঘরে চলে এল। ক্যামেরাটা ঝটিতি তুলে নিল। ঝটপট ৫৮ সি. এম. লেন্সটা খুলে ফেলে, ওভারনাইট ব্যাগটা উপুড় করে বিছানায়

ঢালল। তারপর ২০ সি. এম. টেলিফোটো লেন্স নিয়ে প্রায় টলতে টলতে ব্যালকনিতে চলে এল। বহু বছর ধরে ক্যামেরা ব্যবহার করছে কেড, ওর এখন প্রতিটি গতিবিধি এমন নিশ্চিত ও দ্রুত যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতন। ক্যামেরার লেন্সমাউন্ট খট করে বসে গেল। ১/১২৫-য়ে সাটার আর এফ ১৬-য় অ্যাপারচার দিল কেড। ভিউফাইন্ডার দিয়ে দেখে নিল। নিঃসহায় নিরস্ত্র নিগ্রোটি আর তার চারিদিক থেকে ঘিরে আসা আততায়ীদের চেহারা, এক ভয়ংকর হিংস্রতার ছবি

যেন কোন অলৌকিক উপায়ে কেডের হাতের কাঁপুনি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। ও সাটার টিপতে থাকল।

নিচে, পথে একটা লোক ছুটতে ছুটতে বলল, এই কুত্তীর বাচ্চা নিগারটা সেই স্মল! মার ব্যাটাকে তার গলায় পৈশাচিক উল্লাস যেন।

লোকগুলো যখন স্মলকে ঘিরে ফেলল তখন স্মল কুঁকড়ে গিয়ে হাতদুটো আড়াআড়ি করে মাথা ঢাকল। ওর হাতের উপর একটা মুগুরের বাড়ি পড়ল। স্মল হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। রোদে আরেকটা মুগুর ঝলসে উঠল। ছবি তুলতে তুলতে কেড স্পষ্ট শুনতে পেল মুগুরের আঘাতে হার ফেটে যাওয়ার আওয়াজ।

নিগ্রোটি রাস্তায় পড়ে গেল। পাঁচটা লোক ওকে বিজয় উল্লাসে যেন ঘিরে ফেলল। দশটা ধুলোমাখা, ভারি বুটজুতোর ফাঁকে ফাঁকে উজ্জ্বল লাল রক্ত গড়িয়ে রাস্তায় যেন নক্সা কাটতে লাগল।

পাঁজরায় মুগুরের আঘাত পরতেই স্মলের শরীরটা ছটফট করে উঠল। একটা লোক আরেকটা লোককে ঠেলে সরিয়ে নিগ্রোটির কাছে গিয়ে ওর গালের হাড়ের ওপর ধাঁই করে বুট দিয়ে লাথি মারল। ফিনকি দিয়ে রক্ত উঠে লোকটার জুতো আর প্যান্ট ভিজিয়ে দিল।

চারতলা থেকে ক্যামেরার সাটার নির্ভুল ভাবে তার কাজ করে চলল।

এই সময় হোটেল থেকে একটা পাতলা, ছিপছিপে নিগ্রো মেয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এল। মেয়েটি লম্বা, ওর কোকড়া চুলগুলো এলোমেলো, গায়ে একটা সাদা পোষাক, খালি পা। সাংঘাতিক জোরে মেয়েটি ছুটছে।

কেডের ২০ সি. এম. লেসে স্পষ্টভাবে মেয়েটি ধরা পড়ল। ওর মুখের আতঙ্ক, বিস্ফোরিত চোখ সংকল্পে কঠিন ওষ্ঠাধর....সব।

মেয়েটি যখন স্মলের কাছে গিয়ে পৌঁছাল তখন একটা লোক স্মলকে আবার মুখে লাথি মারতে যাচ্ছে। মেয়েটি হিংস্র নখ দিয়ে লোকটার মুখ ছিঁড়ে দিল। তারপর, ও স্মলকে আড়াল করে লোকগুলির মুখোমুখি দাঁড়াল।

লোকগুলি প্রথমে একটু পিছিয়ে গেল। উত্তেজনাভরা সন্ত্রস্ত এক মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই যে লোকটার মুখ নখে আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে সে একটা পৈশাচিক চীৎকার করে মুগুর ওঠাল। মেয়েটা মাথা বাঁচাতে হাত তুলল। মুগুরটা হাতের ওপর গিয়ে পড়ল। হাতটা অচল হয়ে গিয়ে পাশে ঝুলে পড়ল। কালো মাংসের ভেতর দিয়ে সাদা দাঁতের মতন সাদা হাড় ভেঙ্গে বেরিয়ে এল।

মার মার কালা কুত্তীটাকে। লোকগুলি চেঁচাল। এরপর অনেকগুলি মুগুর উঠে মেয়েটির মাথার ওপর গিয়ে পড়ল। মেয়েটি স্মলের ওপর পড়ে গেল। ওর সাদা পোষাক কোমর অবধি গুটিয়ে গেল। লম্বা, কালো পাতলা পা দুটো ছড়িয়ে পড়ল।

রাস্তার অন্যপ্রান্ত থেকে এবার পুলিশের গাড়ির তীক্ষ্ণ হুইল শোনা গেল।

পাঁচজন লোক ঝট করে ঘাড় তুলল। দুজন ডেপুটি ওদের দিকে দেখছে। রোদে ঝকঝক করছে বুকের ব্যাজ। মুখের এদিক থেকে ওদিক অবধি হাসি ছড়িয়ে আছে। খুব ধীরে ধীরে ওরা এগোল। যে লোকটার মুখ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, সে মুগুরটা ধরে বাটটা দিয়ে মেয়েটির ফাঁক করা দুপায়ের মাঝখানে চালিয়ে দিল। ওর একজন সঙ্গী ওকে ধরে টেনে নিয়ে গেল।

ওদিকে ডেপুটিরা ধীর পায়ে প্রায় থেমে থেমে এগোচ্ছিল। পাঁচজন লোক এবার পেছোতে লাগল। অচৈতন্য রক্তাক্ত নিগ্রো দুটির কাছে ডেপুটিরা যখন পৌঁছল, পাঁচজন লোক তখন হাওয়া।

কেড ব্যালকনি থেকে সরে এল, ক্যামেরা নামাল। ওর কাপনি আবার শুরু হয়েছে বটে তবে কেড বুঝল ফ্রিডম মার্চের চেয়ে এ ছবির বক্তব্যে অনেক জোর থাকবে।

এখন তার চাই একটা ড্রিংক।

টলতে টলতে ও ঘরের ভেতর এল, তারপরেই ওর পা দুটো মেঝেতে আটকে গেল। মেরুদণ্ড দিয়ে ভয়ের একটা তুষারশীতল স্রোত নামতে লাগল।

খোলা দরজায় মিচেল দাঁড়িয়ে, ওর চোখ দুটো পাথরের মতন। দুজন দুজনের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর মিচেল ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজায় চাবি দিল।

ক্যামেরাটা আমায় দে, কুত্তার বাচ্চা। হিংস্র স্বরে মিচেল বলল।

কেড মনে মনে বলল, এও কি সম্ভব? আমি এক বছরে নিজের শরীর মন এত নষ্ট করে ফেলেছি যে এই খেলো গুণ্ডাটাকে দেখে আজ আমি ভয় পাচ্ছি। লোকটার গায়ে খুব জোর। ও ঝট করে আক্রমণ করলে আমি কিছুই করতে পারব না। ও আমায় তুলোধোনা করে ছাড়বে। ক্যামেরাটাও নিয়ে নেবে।

ক্যামেরাটা দে, কি বলছি শুনছিস?

কেড পিছোতে লাগল। ক্যামেরা থেকে কাঁপা হাত দিয়ে সে ২০ সি. এম. লেন্সটা খুলে ফেলল। তারপর বিছানার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল লেটা। তারপর পেছোতে পেছোতে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল। মিচেল আস্তে আস্তে এগোল।

আমি ছবি তুলতে দেখেছি তোমাকে। তোমাকে আমি সাবধান করে দিইনি আগে? দাও, ক্যামেরা দাও।

ক্যামেরা নাও, কেড রুদ্ধশাসে বলল, শুধু আমার গায়ে হাত দিও না। ও গলা থেকে ক্যামেরার স্ট্র্যাপ খুলল।

মিচেল একটু দাঁড়াল। মুখে তাচ্ছিল্য আর ঘৃণার হাসি।

কেডের ডান হাতে ক্যামেরার স্ট্র্যাপ। মুখ রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে। গলা দিয়ে ঘরঘর করে নিঃশ্বাস বেরোচ্ছে। ওর মুখে তীব্র আতঙ্ক। কেডকে এখন এমন একটা তুচ্ছ ঘৃণ্য পোকার মতন দেখাচ্ছে, যে মিচেল চালে ভুল করে বসল। সে একটু অসতর্ক হয়ে পড়ল। আঙ্গুল মটকাতে মটকাতে ভাবতে লাগল ওর আতঙ্কগ্রস্ত মুখের ওপর ও কখন ঘুষিটা বসাবে।

দাও, ও হাত বাড়াল।

সেই মুহূর্তে কেডের মধ্যে কি যেন একটা ওলোটপালট হয়ে গেল। চিরকাল ও ওর ক্যামেরাটাকে সমস্ত দুর্ঘটনা থেকে বাঁচিয়ে এসেছে। কেড ওর ক্যামেরায় আঁচড় বসাতে পারেনি। ওর সমস্ত অনুভূতি এক মুহূর্তে প্রখর হয়ে উঠল। অজান্তেই ডানহাতটা শক্ত করে বাগিয়ে ও বিদ্যুৎবেগে হাতটা দোলাল। স্ট্র্যাপে বাঁধা ক্যামেরাটা গুলতির মতন ছুটে গিয়ে মিচেলের তাচ্ছিল্যমাখা হাসি মুখটার উপর ঠাস করে লাগল। মিচেল মুখ সরাবার একটু সুযোগও পেল না। ভারি ধাতব ক্যামেরার কোনটা ওর কপালের রগে গিয়ে লাগল। চামড়া কেটে গেল। মিচেল হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। চোখ ভাসিয়ে রক্ত পড়ছে। আধো অচৈতন্য হয়ে মিচেল কেডের সামনে বসে পড়ল হাঁটুতে ভর দিয়ে। চোখ দুটো রক্তে প্রায় বুজে গেছে।

কেড স্তব্ধভাবে ভয়ার্ত অবিশ্বাস্য চোখে মিচেলের দিকে তাকিয়ে থাকল। ক্যামেরাটা মিচেলকে আঘাত করে ফিরে এসে কেডের হাঁটুতে সজোরে মারল, কেড টেরই পেল না। ওর

অবশ আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে স্ট্রাপটা পিছলে গেল। ক্যামেরাটা পড়ে গেল মাটিতে।

মিচেল মাথাটা একটু ঝাঁকাল। ব্যথায় কাতরে উঠল। তারপর অতিকষ্টে বাঁ হাতের উপরে শরীরের ভর রাখল। ডানহাতটা কোমরের কাছে নিয়ে এল। ৪৫ রিভলবারের বাঁটটা খুঁজতে লাগল।

কেড ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অজান্তেই ২০ সি. এম. লেন্সটা তুলে নিল। মিচেল যেই পিস্তলটা টেনে বার করতে যাবে, অমনি কেড ওর কাছে গিয়ে লম্বা লেন্সটা দিয়ে প্রাণপণে ওর মাথার ওপর মারল। মিচেলের শরীরটা প্রথমে একটু দুলে উঠল তারপরেই অচল হয়ে কার্পেটের ওপর এলিয়ে পড়ে গেল।

ভীষণ শরীর খারাপ লাগছে কেডের। মনে হচ্ছে নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে যাবে এক্ষুনি। বুকের ভেতর যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে। দু হাতে মাথা টিপে কেড অনেকক্ষণ বিছানার উপর বসে থাকল, জোর করে শরীরের ঝিমঝিম ভাবটা কাটাবার চেষ্টা করল। তারপর প্রায় অমানুষিক শক্তিতে নিজেকে সামলে উঠে দাঁড়াল। ক্যামেরাটা তুলে নিয়ে ফিল্ম গোটাতে লাগল। এত হাত কাঁপছে যে বেশ খানিকক্ষণ সময় গেল। শেষ পর্যন্ত ও ক্যামেরা থেকে ফিমের কাট্রিজটা বের করল।

মিচেল একটু নড়ে উঠল। কেড টলমল পায়ে জ্যাকেট গায়ে গলিয়ে নিল। ডান পকেটে কাট্রিজটা রাখল। ক্যামেরাটা সঙ্গে নেবে ভাবতে গিয়ে ইতস্ততও করল বটে, কিন্তু এও বুঝল যে ইস্টনভিলের রাস্তা দিয়ে ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু ডেকে আনা।

হোটেলের করিডরটা একদম নির্জন। কি করবে ভাবল কেড। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল স্মল বলেছিল চাকর ও সুইপারদের লিফটের ওপর কেড নজর রাখেনা। দ্রুত হেঁটে ও সার্ভিস লেখা দরজাটা ঠেলে একটা লবিতে ঢুকল। ওঃ সে যদি আধখালি হুইস্কির বোতলটা এখন আনত। ফিরে যেতে লোভ হল ওর। নিজেকে প্রাণপণে সংযত করল কেড।

লিফটের বোম টিপল কেড। ঘড় ঘড় করে নিঃশ্বাস পড়ছে তার। যদি এখন একটু মাথা ঠাণ্ডা করে সব গুছিয়ে ভাবতে পারত। কেমন করে সে ইভিল থেকে পালাবে? কাল সকালের আগে প্লেন নেই। সবচেয়ে ভাল হোত যদি ও কোন মোটর ভাড়া করতে পারত। কিন্তু মিচেল পুলিশকে ঠিকই খবর দেবে আর ওরা ওর মোটর আটকাবেই। যদি কেড ট্রেনে করে পালাতে পারত।

লিফটের দরজা খুলে গেল। ঘড়ির দিকে তাকাল কেড। তিনটে বেজে দশ। ফ্রীডম মার্চ শুরু হয়েছে। তাই এই সময়ে কেড একটা পালাবার সুযোগ পেলেও পেতে পারে। পুলিশ আর ডেপুটিরা মিছিল পণ্ড করতেই ভয়ানক ব্যস্ত থাকবে।

লিফট থামল। সামনে একটা প্যাসেজ। তারপর একটা খোলা দরজা। কেড তাড়াতাড়ি প্যাসেজটা পেরিয়ে দরজা দিয়ে একটা সরু গলিতে এসে পড়ল। গলিটা হোটেলের পেছন বরাবর চলে গেছে। একটা লোকও নেই গলিতে।

কেডের পা কাঁপছে। কিন্তু যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে সে হাঁটতে লাগল। বড় রাস্তায় পড়বার আগেই ওরই একটা সমান্তরাল সরু গলিতে ঢুকে পড়ল কেড।

নিয়ন আলোতে লেখা গ্যারাজ লাইনটা চোখে পড়ল হঠাৎ। শ্বাস প্রায় বন্ধ করে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে কেড গ্যারাজে এসে ঢুকল।

একটা মোটা লোক একটা পন্টিয়াক গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। কেড এগিয়ে আসতেই ও সোজা হয়ে দাঁড়াল।

কেড যথাসম্ভব শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করল, আমি একটা গাড়ি ভাড়া করতে চাই।

বেনসন মোটা লোকটা স্যাঁতসেঁতে হাতটা এগিয়ে দিল। অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও কেড হাতটা ধরে আঁকাল।

গাড়ি ভাড়া করতে চান। কোন ঝামেলা নেই। আমার অনেক গাড়ি আছে। কতক্ষণের জন্যে?

কেডের হঠাৎ মনে পড়ল ম্যাথিসন যে তাকে একশো ডলার দিয়েছে তার থেকে মোটে আশি ডলার আর কয়েকটা সেন্ট পড়ে আছে। এত মদ খেয়েছে বলে তার আফশোষ হল। অথচ ওর এখন মদ দরকার।

কেড গলাটা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে বলল, দু ঘণ্টার জন্য। এই কাছাকাছি ঘুরে আসব। যা গরম।

কুড়ি ডলার। বেনসন চটপট বলল, ডিপোজিট আর ইনসিওরেন্সের জন্য নব্বই ডলার দিতে হবে, তবে ওটা ফেরত পাওয়া যাবে।

এই সময় কেড মারাত্মক ভুল করে বসল। অতিরিক্ত মদ্যপানে তার চিন্তাশক্তি এতই ভোতা হয়ে গিয়েছে যে সে বলে বসল, দেখুন, হার্টজ-য়ে আমার ক্রেডিট কার্ড আছে। আমি বিশ ডলার এখনি দিচ্ছি। তবে ডিপোজিট দিতে পারব না। বলে কার্ডটা বেনসনের হাতে দিল।

যেই লোকটা কার্ডটা দেখতে লাগল, কেড নিজের ভুল বুঝতে পারল। কিন্তু ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে। লোকটা কুৎসিত থমথমে মুখে বলল নিগ্রোপ্রেমীদের আমরা গাড়ি ভাড়া দিই না। যাও, ভাগো। বলে কার্ডটা ফিরিয়ে দিল।

কেড মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে লাগল। ওর ছুটতে ইচ্ছে করল। রাস্তাটার শেষপ্রান্তে এসে বাঁ দিকে ঘুরে ও একটা নোংরা গলির ভেতর ঢুকে পড়ল। গলিটার সামনেই বড় রাস্তা। গলির মাঝামাঝি জ্যাকস বার লেখা একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে। প্রথমে কেড জোর করে এগিয়ে গেল। কিন্তু কয়েক গজ এগিয়েই সে থমকে দাঁড়াল। তার মদ এখন ভীষণ

প্রয়োজন। কেড জানে এক মিনিট সময়ও তার নষ্ট করা উচিৎ নয়। কিন্তু তার মদ চাই–ই। নইলে ও আর হাঁটতে পারবে না। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে বারের সুইংডোরটা ঠেলে ও ভেতরে ঢুকে পড়ল। একটা ঘিঞ্জী নোংরা বার।

একটা বুড়ো নিগ্রো বারম্যান ছাড়া বারটা একদম ফাঁকা। কেডকে দেখে বারম্যানটা ভয়ে যেন জমে গেল।

আমায় ভয় পাবার দরকার নেই। কেড বলল, হোয়াইট হর্স আর বরফ। এখনই চাই।

বুড়ো নিগ্রোটি একটা বোতল, একটা গ্লাস আর এক বাটি বরফ কেডের সামনে রেখে অপর প্রান্তে চলে গেল।

দ্বিতীয় পেগের পর কে একটু সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারল। গলিটা কি চুপচাপ। ফ্রীডম মার্চের এখন কি হচ্ছে কে জানে।

বলতে পার কেমন করে আমি একটা গাড়ি পেতে পারি। কেড হঠাৎ বেপোয়রায়া হয়ে বলল, আমাকে শহর থেকে পালাতে হবে।

বৃদ্ধ নিগ্রোটি দু কঁধ সঙ্কুচিত করল, যেন কেড তাকে মারতে যাচ্ছে।

সে মুখ না ফিরিয়ে বলল, আমি গাড়ি টাড়ির খবর রাখি না।

সেন্ট্রাল মোটর হোটেলের সামনে তোমাদের দুজন আজকে খুব মার খেয়েছে। সাংঘাতিক আহত। শুনেছ?

বৃদ্ধ নিগ্রোটি বলল এ শহরে কে কি বলে আমি জানি না।

তোমার স্বজাতি সম্পর্কে ওভাবে বোল না। আমি নিউইয়র্কের একজন সাংবাদিক। তোমার সাহায্য চাই।

বৃদ্ধ নিগ্রোটি এবার ঘুরে কেডের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকাল। তারপর সতর্ক গলায় বলল, আপনি বোধহয় মিথ্যে বলছেন।

কেড ওর মানিব্যাগ বার করে প্রেস কার্ডটা রাখল।

বৃদ্ধ নিগ্রোটি এবার সামনে এগিয়ে এল। তারপর নিকেলের তোবড়ানো চশমা বার করে পরল। একবার কার্ডের দিকে তাকায়, আরেকবার কেডের দিকে চায়। হঠাৎ ও বলে, উঠল আমি আপনার কথা শুনেছি। ওরা ভেবেছিল আপনি ওদের সঙ্গে মার্চ করবেন।

জানি, ওরা আমাকে হোটেলে বন্ধ করে রেখেছিল। অনেক কষ্টে বেরিয়ে এসেছি।

যে দুজনকে ওরা হোটেলের বাইরে মেরেছিল, ওরা মারা গেছে।

কেড নিঃশ্বাস টানল। ঠিক জান?

জানি। আপনার এখান থেকে এখনি চলে যাওয়া উচিৎ। ওরা যদি আপনাকে এখানে দেখে, আমাকেও মেরে ফেলবে।

আমি ছবি তুলেছি। যে পাঁচটা লোক ওদের মেরেছে, ওদের আমি কঁসিকাঠে ঝোলাব। তুমি আমাকে একটা গাড়ি যোগাড় করে দিতে পার।

আমার গাড়ি নেই।

সহসা বাইরে পুলিশের গাড়ির তীক্ষ্ণ ইসলে বাতাস দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে গেল। দুজনেই চমকে গেল। কেড তাড়াতাড়ি আরেকটা ড্রিংক ঢেলে নিল। এখন তার মাথা খুব পরিষ্কার কাজ করছে। মদটা গলায় ঢেলে ও মানিব্যাগ থেকে পাঁচ ডলারের একটা নোট একটা নামলেখা কার্ড আর ফিলমের কাট্রিজটা বার করে।

ওরা হয়তো আমাকে ধরবে, কেড বলে। কিন্তু এ ছবি ওদের হাতে কিছুতে দেওয়া চলবে না। তোমাকে এগুলো নিউইয়র্কে সানের অফিসে পাঠাতে হবে বুঝেছ? তুমি বুড়ো হয়েছ, তুমি গরীব, তুমি খুবই ভয় পেয়েছে আমি জানি। কিন্তু যে দুজনকে ওরা আজ মেরে ফেলল, তাদের দিকে তাকিয়ে তোমাকে এটুকু করতেই হবে। এই ফিল্ম আর আমার কার্ডটা নিউইয়র্ক সান-এ তোমায় পাঠাতেই হবে।

তাড়াতাড়ি কেড দরজার কাছে চলে যায়, সুইংডোরটা ঠেলে ও গলিতে পা দিল।

আবার পুলিশের হুইল বেজে উঠল। গলিটা এখন জনমানব শূন্য। কেড মোড়ের দিকে হাঁটতে থাকল। বুকের হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস ধড়াস করে লাফাচ্ছে। তবু ওর একটা আশ্চর্য আনন্দ হচ্ছিল। ও বুঝেছে নিগ্রো বৃদ্ধ যেমন করেই হোক ম্যাথিসনকে ছবিগুলো পৌঁছে দেবে। কেডের এখন যাই হোকনা কেন, ওর এসে যায় না। তার সব গ্লানি ধুয়েমুছে গেছে। সে নিজেকে অনেক হাল্কা মনে করছে।

তিনটে লোক রাস্তার কোণ থেকে এসে মুগুর হাতে ওকে ঘিরে ফেলল। কিন্তু কেড. ওর চলার গতি থামাল না।

.

০২.

ইস্টনভিলে আসার চোদ্দ মাস আগে কেড মেক্সিকোর সমুদ্রতটে শৌখিন রঙ্গভূমি অ্যাকাপুলকোতে স্যানডে টাইমসের রঙিন ক্রোড়পত্রের জন্য ছবি তুলছিল।

তখন কেডের অসাধারণ ফটোগ্রাফার হিসেবে খুব নামডাক। সম্পূর্ণ ফ্রি-লান্স কাজ করে ও, ছবিগুলো এক কথায় অসাধারণ। নিউইয়র্কে ওর এজেন্ট স্যাম ওয়াল্ড সেগুলি নিমেষে বিক্রী করে দেয়। কেডের ব্যাঙ্কের একাউন্টে টাকা জমতেই থাকে।

কেডের জীবনে সে এক মহাসৌভাগ্যের সময়। সে বিখ্যাত, ধনী। সবাই তাকে এক ডাকে চেনে। তার স্বাস্থ্য ভাল। অথচ খ্যাতি ওর চরিত্র নষ্ট করেনি। সাফল্য ওর মাথা ঘোরায়নি। তবুও অনন্য প্রতিভাবানদের মতনই তার চরিত্রে কিছু পরস্পর বিরোধী বৈশিষ্ট্য ছিল। সে ছিল বেহিসেবী, বড্ড বেশী মদ খেত, সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গ কামনা করত। অপরদিকে সে ছিল দয়ালু কোমল প্রকৃতির। নিপীড়িত সর্বহারাদের একরকম সে যেন মুখপাত্র ছিল। স্ত্রী বা সংসার না থাকায় সে নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করত। মানুষটা ছিল সাধাসিধে সাধারণ। ওর প্রতিভাই ছিল অসাধারণ। সারা পৃথিবীটা সে ঘুরে ঘুরে

মানবদরদী ফটোগ্রাফার হিসেবে অসহায়দের ওপর অত্যাচার, তাদের দুঃখ দুর্দশার ছবি তুলত। তার সারা সময়টা কাটত ট্রেনে, প্লেনে নয়তো গাড়িতে।

রেডইন্ডিয়ানদের জীবনযাত্রার কয়েকটি সূক্ষ্ম, খুবই অনুভূতি প্রবণ ছবি তুলে ও তখন সবে অ্যাটিটলান হ্রদের তীরে সান্টিয়াগো থেকে ফিরছে। ছবিগুলোতে রেডইন্ডিয়ানদের জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত, ধুলো ময়লার গন্ধও যেন পাওয়া যায়। বোঝা যায় শুধু অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে রেডইন্ডিয়ানরা কি অমানুষিক সংগ্রাম করছে।

এই ছবিগুলোর বিপরীত জীবনের বিষয়বস্তু তখন খুঁজছিল কেড। তাতে রেড ইন্ডিয়ানদের ওপর তোলা ছবিগুলি আরো মর্মস্পর্শী হবে। সাদায়-কালোয় মেশানো বিপরীত একটা এফেক্ট।

তাই ওর অ্যাকাপুলকোয় আসা। যেসব অলস, বিলাসী মোটা মাংসল উচ্ছৃংখল নরনারী শবদেহের মতো সী বীচে পড়েছিল তাদের ছবি সে তার ২০ সি. এম. টেলিফোটো লেনসে তুলছিল।

কেড তখন হিলটন হোটেলে আছে। ওর ভোলা ছবিগুলো স্যাম ওয়াল্ডের কাছে রওনা হয়ে গেছে। একটা শক্ত কাজ করবার পর ভেতরটা যেমন হালকা হয়ে যায়, সেরকমই হয়েছিল কেডের। সে সুইমিং পুলটার পাশে ক্যাম্বিসের আরামচেয়ারে এক গ্লাস টেকুইলা কলিন্স হাতে নিয়ে বসে তার ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্পর্কে ভাবছিল।

সামনে একেবারে অসভ্য প্রায় নগ্ন কতগুলো আমেরিকান টুরিস্টবর্বরোচিত ভাবে হইচই করতে করতে জলে ঝাপাঝাপি করছিল। কেড ওদের বিতৃষ্ণার সঙ্গে দেখছিল। এই

বুড়োদের হাতে এত টাকা? অথচ কত যোগ্য তরুণদের কোন টাকাই নেই, এইভেবে তার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।

পানীয়টা শেষ করে ব্রীজ পার হয়ে ও সমুদ্রতটের দিকে এগিয়ে গেল।

সেদিন নিয়তি ওর সঙ্গে এক ভয়ংকর খেলা খেলল। ওর জীবন, ওর মৃত্যু সব যেন নির্ধারিত করে দিল সেই সর্বনাশা নিয়তি। সেই রোদজ্বলা মধ্যাহ্নে ও দেখা পেল জুয়ানা রোকাকে। এই জুয়ানা রোকাই কেডকে ধ্বংস করতে করতে সর্বনাশের শেষ কিনারায় নিয়ে এসে দাঁড়। করিয়েছিল। তার ভেতরকার চমৎকার মানুষটাকে শেষ করে দিয়েছিল পুরোপুরি। শোচনীয় পরিণতির শেষ অবস্থায় পৌঁছে একদিন ইস্টনভিলে বর্ণবিদ্বেষী কিছু মানুষের হাতে ওর প্রাণটাই প্রায় চলে গিয়েছিল।

মেক্সিকোর মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়, খুব অল্প সংখ্যক মেয়েরাই শরীরের যত্ন নেয়। যারা নেয় না তারা হয়ে পড়ে মোটা আর কুৎসিত। জুয়ানা রোকা মেক্সিকান, ওর বয়েস এখন সতেরো। গড়পড়তা আমেরিকান মেয়েদের ছাব্বিশ বছর বয়সে শরীরে যে পূর্ণতা আসে জুয়ানার এখনই তা এসে গেছে। রেশমের মতন চুলের ঢল কোমর অবধি নেমেছে। চোখদুটো গভীর কালো, নাকটা ছোট কিন্তু যেন পাথর থেকে কুঁদে তোলা। ঠোঁট দুটোতে যেন মধুর স্বপ্নের প্রতিশ্রুতি। পুরুষকে পাগল করে দেওয়ার মতন তার শরীরে মদির যৌনাকর্ষণ রয়েছে।

বালির উপর চিৎ হয়ে শুয়েছিল জুয়ানা। ওর কোঁকড়া চুল ঘেরা মুখখানা যেন একটা ছবির মতন। চোখদুটো বোজা। অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে হাঁটতে কেড জুয়ানার কাছে এসে

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ওর নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। কেড জীবনে যত নারী দেখেছে জুয়ানা নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে সুন্দরতম। যেন রক্তমাংসের মানবী নয় জুয়ানা। যেন একটা শিল্প যা চোখ ভরে দেখা যায়। আর কেড অনুভব করল ওর শরীরের টানও দুর্বার।

কেডের নিস্পন্দ ছায়া জুয়ানার মুখের ওপর পড়েছিল। জুয়ানা চোখ খুলল। তারপর পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এবার হাসল জুয়ানা। তার মুক্তোর মতন দাঁতের সারি দেখে কেডের ভেতরটা কেমন শিরশির করে উঠল।

একেবারে একা? কেড বলল।

কেন, তুমিই তো আছ, মোহিনীর ভঙ্গিতে জুয়ানা বলল।

আমি তোমাকে কাল রাতেই দেখেছি। তুমি হিলটন হোটেলে আছ না?

হ্যাঁ।

জুয়ানা উঠে বসল। তার চুলের কালো রাশ গলায় পেঁচিয়ে বলল, তুমি তো কেড। বিশ্ববিখ্যাত ফটোগ্রাফার।

–কেমন করে জানলে? কেড হেসে বলল।

–আমি অনেক কিছুই জানি। সে খুব আন্তরিক সুন্দর চাহনীতে কেডের দিকে তাকাল। কেড তোমার অনেক ছবি আমি দেখেছি। মাঝে মাঝে তুমি খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়, না?

কেড ওঁর পাশে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল।

এ কথা বলছ কেন?

বল, আমি সত্যি বলিনি?

কেডের অস্বস্তি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল জুয়ানা যেন তার ভেতর অবধি দেখতে পাচ্ছে।

আমার কথা থাক। তোমার কথা বল। তোমার নাম কি?

জুয়ানা রোকা।

তুমি কি ছুটি কাটাতে এসেছ?

সেরকমই।

কোথায় উঠেছ?

৫৭৭ নম্বর ঘর, হিলটন হোটেলে।

মুহূর্তের জন্য বোবা হয়ে গেল কেড। আমি তো ৫৭৯ নম্বর ঘরে আছি।

জানি, আজ সকালেই ঘর বদলেছি।

জুয়ানাকে শুধু সুন্দর লাগেনি সেই মুহূর্তে ওর শরীরের অমোঘ সর্বনাশা আকর্ষণের কথাই ভেবেছে কেড। বুঝতে পারল সে নিজের বশে আর নেই। রক্ত দ্রুততালে বইছে, বুক ধড়াস ধড়াস করছে।

জুয়ানা নীল প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে তাকিয়ে দুর্বোধ্য হাসি হাসল। কটা বাজে?

নির্বোধের মতন তাকিয়েছিল কেড। হঠাৎ সম্বিত পেয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, দুটো বেজে কুড়ি।

— ইস্। তাড়াতাড়ি উঠে জুয়ানা ভিজে ভোয়ালে কোমরে জড়িয়ে নিল। আমাকে যেতেই হবে। দেরি করলে ও ভারি রেগে যাবে।

–কে? শোন, যেওনা।

জুয়ানা কিন্তু ততক্ষণে বালি দিয়ে ছুটতে শুরু করেছে। স্বচ্ছল গতিভঙ্গী ওর। মেক্সিকান মেয়েদের গড়ন এত সুন্দর। কেড বালির উপর বসেই রইল। অনেক মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছে, তাদের মোহিনীমায়ার জাল কেটে বেরিয়েও এসেছে। কিন্তু এ যেন অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা। তার যেমন আনন্দ হচ্ছে, তেমনি যন্ত্রণাও হচ্ছে সমানে। ঘর বদলিয়েছে, জুয়ানা ওর সঙ্গে ঠাট্টা করছিল নাকি।

ক্যামেরা তুলে নিয়ে ও হোটেলে ফিরে এল। ব্রিজের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খড়ের চালার নীচে ওপেনএয়ার রেস্টুরেন্টের দিকে চেয়ে দেখল।

প্রায় প্রতিটা টেবিলই ভর্তি। স্থূলকায় আমেরিকান মহিলারা কিন্তু বড় রকমের ফুলকাটা টুপি আর সুইমিং স্যুট পরে চেয়ার মুড়ে বসে আছে। রোমশ শরীর বুড়োরা সাঁতারের পোষাক পরে বসে আছে। ওদের ভুড়ি হাঁটুর ওপর থলথল করছে।

হঠাৎ ও জুয়ানাকে দেখতে পেল। একটা টেবিলে একজন দীর্ঘকায়, পাতলা চেহারার মেক্সিকানের সঙ্গে বসে আছে। বয়স পঁয়ষট্টি হবে। পাতলা মুখে আভিজাত্যের চিহ্, সাদা চুল, নীল চোখের দৃষ্টি কঠোর। চমৎকার নিখুঁত ব্লেজার, সাদা ফ্লানেলের প্যান্ট, সাদা সিল্কের শার্ট আর টাই ওর পরনে। চারিদিকে কুৎসিত প্রায় নগ্ন চেহারার মাঝে লোকটি যেন একটা ব্যতিক্রম। লর দিকে তাকিয়ে কেডের সব উৎসাহ যেন নিভে গেল। টেবিলটার থেকে অনেক দূরত্ব রেখে অনেকটা ঘুরে ও চলে গেল নিজের ঘরে। ঘরে ঢুকে এই প্রথম খেয়াল করল ওর আর পাশের ঘরটার মধ্যে একটা দরজা আছে। ওর দরজাটা খিল দেওয়া। নিশ্চয় দরজাটা ওদিক থেকেও বন্ধ থাকবে।

জুয়ানা বলেছে ও ওই ঘরে এসেছে আজ। তাহলে আজ রাতে যে কোন সময়ে জুয়ানার ইচ্ছে থাকলে ওরা যোগাযোগ করতে পারে। বিছানায় শুয়ে পড়ে কেড। অস্থির এক উত্তেজনায় সে ছটফট করতে লাগল।

জুয়ানার সঙ্গী পুরুষটি কে? ওর বাবা? স্বামী? প্রণয়ী? হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। নিউইয়র্ক থেকে স্যাম ওয়াল্ড কথা বলতে চায়। জুয়ানার মুখ ভাসছিল কেডের চোখের সামনে। প্লিজ বলে দেবেন আমি এক সপ্তাহের জন্য বাইরে গেছি কোন ঠিকানা রেখে যাইনি। এইটুকু করবেন দয়া করে?

বিখ্যাত কেড অমন অনুনয় বিনয় করে কথা বলছে যে অপারেটর মেয়েটি গলে গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় একটা ভাড়া করা জীপে করে কেড এমোররা উপকূলে লা গামা রেস্টুরেন্টে গেল। অ্যাকাপুলকো নিউজকাগজের সাংবাদিক রিকার্ডো ওরোসিওর সঙ্গে ওর ডিনার খাবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

রেস্টুরেন্টে ওরোসিও ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। ওরোসিও মেক্সিকান, ছোটখাট চেহারা, দড়ি পাকানো শরীর। কালো মুখ থেকে ওর হাসি কখনও মেলায় না। পোষাকও খুব কায়দা করে পরে।

খেতে খেতে এটা সেটা বিষয়ে কথা বলতে লাগল ওরা দুজনে। হঠাৎ কেড মনে করল ওরোসিও ওকে সাহায্য করতে পারে।

চামচ দিয়ে কফি নাড়তে নাড়তে কেড বলল, হিলটনে একজন মেক্সিকান আছে। লম্বা, পাতলা চেহারা, বয়স বছর পয়ষট্টি। মাথায় ঘন সাদা চুল, চোখের রঙ নীল। আমি যখন দেখি, ওর পরনে...

আমি জানি উনি কে। ওরোসিওর মুখে কৌতুকের হাসি। ওর কথা জানতে চাও, অ্যামিগো। আরে বলনা ওর তরুণী সঙ্গিনীটিকে তোমার মনে ধরেছে।

কেড হেসে ফেলল। ধরে ফেলেছ দেখছি...যাকগে ভদ্রলোকটি কে?

ওর নাম ম্যানুয়েল ব্যারেডা। ওর জাহাজের ব্যবসা আছে। ব্যবসা কেন্দ্র হচ্ছে ভেরাক্রুজ। ভদ্রলোক বিরাট ধনী। ওর স্ত্রী শয্যাশায়ী, অসুস্থ। তিনটি ছেলে ব্যবসা দেখে। একটি মেয়ে আছে, ব্যাঙ্ক অফ যুকাতানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে।

কেড বিস্মিত হল। এসব খবর ধীরে ধীরে হজম করতে লাগল।

ওর সঙ্গে...ওর কি মেয়ে? শেষ অবধি প্রশ্নটা করেই ফেলল কেড।

ওর প্রশ্ন শুনে ওরোসিও নিঃশব্দে হেসে গড়িয়ে পড়ল। ওর হাসি আর থামেনা। কেড ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল।

হাসি থামিয়ে ওরোসিও বলল, মাপ কর ভাই। ও ওর মেয়ে নয়। ওর মেয়ে এক বিশালাকার মহিলা। ওর....

ওর মেয়ের কথা থাক। সঙ্গের মেয়েটি কে?

ইস যতবার এ প্রশ্ন শুনেছি ততবার যদি কেড দশটা করে ডলার আমাকে দিত, আমি সেই মার্সিডিজটা কিনে ফেলতাম। ও আসার পর থেকে প্রত্যেকদিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমাকে এ প্রশ্নটার জবাব দিতে হয়।

এটা কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব হল না।

মেয়েটির নাম জুয়ানা রোকা।

জানি, ও কে? কি করে?

ও বর্তমানে সিনর ব্যারেডার নমসহচরী সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু ও যে কে তা বলা কঠিন। শুনেছি ব্যারেডের সঙ্গে দেখা হবার আগে ও মেক্সিকোয় সান ডিয়েগো ক্লাবে নর্তকী ছিল। শোনা যায়, বুলফাইটারদের সঙ্গে ওর বেজায় দোস্তি। কিম্বাবলা যায় বুলফাইটাররাই ওর সঙ্গে দোস্তি করতে ব্যস্ত। তবে ওদের উদ্দেশ্য খুব একটা সফল হয়নি। ওরা ওকে কায়দা করতে পারেনি।

এখন বলতে একজন ব্রিলিয়ান্ট ফটোগ্রাফার যে নাকি জুয়ানা রোকার সম্পর্কে আগ্রহী, তার মনের কথাটা কি?

আরেকটু কফি নেওয়া যাক। কেড বলল, মেক্সিকান কফি সত্যিই চমৎকার।

কিছুক্ষণ চুপ করার পর কেড বলল, সিনর ব্যারেডার মতন ব্যস্ত মানুষ অ্যাকাপুলকোয় কি করছেন?

শুনেছি সম্প্রতি ওর একটা হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। এখানে এসেছেন রোদ পোহাতে ডাক্তারের পরামর্শে।

হার্ট অ্যাটাক?

ওয়োসিও কেডের মনের কথা আঁচ করে বলল, তুমি হয়তো ভাবছ হার্টের রুগী এক বৃদ্ধ হিলটন হোটেলে কেমন করে জুয়ানা রোকোর মত একটি প্রাণবন্ত মেয়ের সঙ্গে সহবাস করছেন, তাই না?

বলতে পার। কেড হেসে বলল।

মেয়েরা যখন এত সুন্দরী হয় তাদের সঙ্গে মিশলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে বই কি। সিনর ব্যারেডা আকাপুলকোতে প্রেম করলে কেড অত মাথা ঘামাবে না। সেই জন্যেই ঝুঁকি নিয়ে উনি মাথা ঘামাচ্ছেন না।

হয়তো তাই। কেড নিস্তেজ গলায় বলল।

কেডের মনে হয়েছে জুয়ানা হয়তো স্বেচ্ছায় তার পাশের ঘরে এসেছে। কিন্তু সিনর ব্যারেডা যদি তার জীবন, স্বাস্থ্য জুয়ানার জন্য সবকিছুই পণ রাখতে পারেন, এ ব্যাপারে ওর মাথা গলানো ঠিক হবে না। সে সিনর ব্যারেডার প্রশংসা করছিল মনে মনে।

যাক গিয়ে, সিনর ব্যারেডা আর তার প্রণয়নীর কথা থাক। চল পাহাড়ের দিকে ঘুরে আসা যাক।

ওরোসিও বিল চাইল। বলল অসম্ভব, আমাকে অফিসে ফিরতেই হবে। মিঃ কেড একটা উপদেশ দিই যদিও উপদেশ দেওয়া আমি পছন্দ করি না। আমার কথা হল মেক্সিকোতে তুমি মজা-টজা করার জন্য অনেক মেয়ে পাবে। মেক্সিকোতে একটা কথা প্রচলিত আছে জুয়ানা রোকা পুরুষদের কাছে মৃত্যু স্বরূপ। ও আমাদের আধুনিক কারমেন। ওর জন্য

দুজন বুলফাইটার প্রাণ হারিয়েছে। এখন থেকেই সাবধান হও। আগামীকাল বা আগামী পরশু সাবধান হয়ে লাভ নেই। এই কথা কটি বলেই আমি যাব। মনে রেখ মেয়েদের সৌন্দর্য খুব লোভনীয়, কিন্তু সৌন্দর্যটার আড়ালে হয়তো ধারালো ছুরি ঢাকা থাকে। তোমার অসম্ভব ভক্ত আমি, জান তো? কেডের হাত ঝাঁকিয়ে ওরোসিও চলে গেল।

কেড রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল। জীপের পাশে দাঁড়িয়ে ও তারাভরা আকাশটার দিকে তাকাল। নরম কালো ভেলভেটের ওপর তারাগুলো যেন হীরের দ্যুতির মতন জ্বলছে। বাতাস গরম। বালির ওপর ঢেউ আছড়ে পড়ছে ফিরে যাচ্ছে আবার। সমুদ্রের কল্লোল শোনা যাচ্ছে। দুরে দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে আলো জ্বলছে। মনে হচ্ছে একটা বৃহৎ সরীসৃপ যেন এলিয়ে শুয়ে আছে। ছুটন্ত গাড়ির আলোগুলো মনে হচ্ছে উড়ন্ত জোনাকির ঝাক।

হোটেলে ফিরে কেড ব্যারের কথাই ভাবতে লাগল। ঠিক করেছে স্যাম ফোন করলে ওর কি কাজের কথা জেনে নেবে। আর কাল সকালেই ও অ্যাকাপুলকো ছেড়ে চলে যাবে। কাজে জড়িয়ে পড়লে ও জুয়ানাকে নিশ্চয়ই ভুলতে পারবে। সিনর ব্যারেডার মধুচন্দ্রিমাকে নষ্ট করবার কোন অধিকার নেই তার। প্রাণান্ত ভাল না বাসলে ব্যারেডা এমন ভাবে জীবনের সঙ্গে জুয়ো খেলতে পারত না।

ওর ঘর থেকে ওয়ান্ডকে ফোন করল ও। তারপর বিছানায় বসে সমুদ্রের বুকে চাঁদের প্রতিচ্ছবি দেখতে লাগল। বিশ মিনিট পরে ও কানেকশান পেল। ওরা বলল যে তুমি এক সপ্তাহের জন্য বাইরে গেছ। ওয়ান্ড গাঁ গাঁ করে চেঁচাচ্ছিল।

কানের পর্দা ফাটাবে নাকি? নাঃ শেষ অবধি মত বদলাল স্যাম। কি কাজের কথা বলছিলে বলতো?

কি ব্যাপার। মেয়েটি রাজী হচ্ছে না নাকি?

বাজে কথা ছাড়। ফোনের বিল চড়ছে। কি কাজ বল?

ষাঁড়ের লড়াই। আগামী মাসে আমাদের কাগজে একটা নতুন ন্যাকামি শুরু হচ্ছে। নাম হল নিজেই দেখুন। পরিকল্পনাটা, নীতিবাগিশ, আদর্শবাদী। ওদের ধারণা তোমার ছাপানো ছবি দিয়ে শুরু করলে ষাঁড়ের লড়াইয়ের মতন অনৈতিক ব্যাপার বন্ধ করা যায়। আমেরিকার বাইরে যদি ছবিগুলো ভোলা যায়, তাহলে ওরা ক্যাশ তিন হাজার ডলার আর পঁচিশ পার্সেন্ট রয়্যালিটি দেবে। বুঝতেই পারছ ওরা কি চায়। ক্লান্ত বিধ্বস্ত ঘোড়া, ক্ষতবিক্ষত ষাঁড়, কাপুরুষ ফাইটার, টুরিস্টদের পাশব উল্লাস। তোমাকে আর কি বোঝাব? এই রবিবারে একটা জবরদস্ত লড়াই হবে। আমি ক্রিলের সঙ্গে কথা বলেছি। ডিয়াজ লড়ছে। ডিয়াজ এখন দুর্দান্ত জনপ্রিয়। কি, করবে তো?

আজ শুক্রবার। কেডের মনে হল এ ভালোই হল।

বেশ স্যাম। ক্রিলকে বলবে আমার টিকিট করে রাখতে। একেবারে সামনের দু-সারি রাদ দিয়ে টিকিট করবে। আমার দু পাশের সীট দুটো যেন খালি থাকে। আমার জায়গা চাই।

ঠিক আছে।

ক্রিলকে বোল, লড়াইয়ের আগে ও পরে আমি ডিয়াজের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

এতে একটু ঝামেলা হতে পারে। ডিয়াজের এখন খুব নাম। ও রাজী নাও হতে পারে।

সে ক্রিল বুঝবে। ওকে বল আমি এই ব্যবস্থাই চাই।

বেশ। আমি কি তোমার জন্য এল প্রেসিডেন্টে একটা ঘর বুক করে রাখব।

কেড একটু ইতস্ততঃ করে মাঝের বন্ধ দরজাটার দিকে একবার তাকাল। তারপর বলল না, আমিই বন্দোবস্ত করব। শেষ যে ছবি পাঠিয়েছি, পেয়েছো?

হা। অপূর্ব, অসাধারণ। ভ্যাল তুমি হচ্ছ দুর্দান্ত একটা ট্যালেন্ট, আমি বলছি, জান...।

কেড ওকে থামিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল। কাজটা বেশ চ্যালেঞ্জের হবে। খুব দ্রুত শার্টার টিপতে হবে। ভাল আলো পাবেনা তাই বড় অ্যাপারচার ব্যবহার করতে হবে। খুব মাথা খাটাতে হবে তাকে। কিন্তু ফটোগ্রাফির এইসব সমস্যা তার ভালই লাগে।

টেলিফোনটা তুলে এবার কেড মেক্সিকোর কোন্ কোন্ শহরে প্লেন যাবে খোঁজ নিল। আগে থেকে যুক্ত করার দরকার নেই। প্লেনের সীটগুলো কখনই ভর্তি থাকে না। তারপর বন্ধ দরজাটার কাছে গিয়ে কান পাতল। না, কোন সাড়া শব্দ নেই। বাইরের বারান্দায় গিয়ে ঝুঁকে দেখেছে পাশের ঘরে আলো জ্বলছে কিনা। দেখেছে জানলা বন্ধ, ঘরে আলো নেই। কেড ঘরে ফিরে এল।

তাহলে সবটাই পরিহাস। জুয়ানা তার সঙ্গে ঠাট্টা করছিল। অর্থহীন, নিষ্ঠুর, ঠাট্টা।

দেয়াল আলমারি থেকে প্যাকিং ব্যাগ নিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল কেড। জুয়ানার নির্মম পরিহাসও হজম করতে পারছে না। কেনই বা রেগে যাচ্ছে কেড। ওতো স্থির করেছিল ওদের ব্যাপার থেকে দূরে থাকবে ও। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ও ভাবল ও একটু মদ খেয়ে নেবে। কিন্তু রাত অনেক হয়ে গো এখন ঘুমিয়ে পড়াই ভাল।

জামাকাপড় ছেড়ে ফেললও। বাথরুমে যাবার আগে শেষবারের মতনবন্ধ দরজাটায় কান পাতল। নিস্তব্ধ, একদম নীরব।

চুলোয় যাক। নিজের মনেই চেঁচিয়ে উঠল ও। শাওয়ারটার নীচে মাথা রেখে ও অনেকক্ষণ স্নান করল। তারপর ঘরে ফিরে বিছানায় এলিয়ে পড়ল। খুব আরাম লাগছে এখন। আর একটুও রাগ নেই।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। কেড ভাবল স্যাম হয়তো কিছু বলতে ভুলে গেছে। ও হালকা করে ফোনটা ধরল। হ্যালো!

দেখলাম তোমার ঘরে আলো জ্বলছে।

জুয়ানার গলা, এ নিশ্চয়ই জুয়ানার গলা। সঙ্গে সঙ্গে কেডের বুকের ওঠানামা দ্রুততর হল, নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল।

–কোনরকমে ও বলল তাই বুঝি?

–হ্যাঁ, বিরক্ত করলাম নাকি?

না, না...

ভালো, আমি বলছিলাম আমার দিকের দরজা খোলাই আছে।

এই রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মুহূর্তেও কেড ব্যারেডাকে ভোলেনি।

আমি শুতে যাচ্ছি। আবেগে কেডের গলা থর থর করে উঠল।

আমি শুয়েই আছি।

রিসিভার নামিয়ে কেড বন্ধ দরজাটার খিল খুলে পাশের ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। মৃদু নীল আলো জ্বলছিল, কেড দেখল কালো চুলের বন্যার মাঝে জুয়ানা শুয়ে আছে। ঠোঁটে সেই মাদকতাময় হাসি। কেড ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

সোয়া নটার প্লেন ধরবার জন্য ওদের অসম্ভব তাড়াহুড়ো শুরু হয়েছে। সহযাত্রী শুধু আটজন আমেরিকান টুরিস্ট। তাদের হাতে ক্যামেরা।

যথারীতি প্লেন ছাড়তে দেরী হচ্ছে।

কেডের অভিজ্ঞতায় জুয়ানার সাথে প্রেম তার জীবনে এক অনন্য ঘটনা। এরকমটা আর কখনো হয় নি। কিন্তু ভেতরের একটা পাপবোধ সেই অভিজ্ঞতার আনন্দকে অনেক ম্লান করে দিয়েছে।

ভোরের দিকে ওরা যখন প্রেমের বন্যায় তখনো ভাসছিল, জুয়ানা হঠাৎ বলল সে কেডের সঙ্গে মেক্সিকোয় যাচ্ছে।

তোমায় কে বলল আমি মেক্সিকোয় যাচ্ছি? কেড অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

আমি টেলিফোনে ব শুনেছি। তুমি তো বুলফাইটের ছবি তুলতে যাচ্ছ, তাই না?

কেড বলল, তুমি তা করতে পার না। তুমি ব্যারেড়ার কথা ভুলে যাচ্ছ।

জুয়ানা তখন তার একটা পা তুলে খুব মন দিয়ে দেখছে।

আমার পা সত্যিই সুন্দর, তাই না?

কেড উঠে বসল।

শোন, তোমার এরকম করা ঠিক হবে না। ব্যারেডা তোমাকে সত্যিই ভালবাসে...

জুয়ানা দুম করে পা নামিয়ে দিয়ে বলল, ব্যারেড বুড়ো...ওকে আমার অসহ্য লাগে। আমার জিনিসপত্র গোছানো হয়ে গেছে। নিচের হলে রেখেছি। কাল আমি তোমার সঙ্গে মেক্সিকো যাচ্ছি।

না, আমি তোমায় একাজ করতে দিতে পারিনা। আমার সঙ্গে দেখা হবার আগে তুমি ব্যারের সঙ্গেই তো ছিলে....

আমার ওকে ক্লান্তিকর লাগত। আমার ওর সঙ্গে আসা উচিৎ হয়নি। আমার ভুল হয়েছে। ওর মতন বুড়োর সঙ্গে থেকে কি করব? আমি মেক্সিকো ফিরে যাচ্ছি। তুমি যদি আমায় না নিয়ে যেতে চাও, সোজা বলে দাও। আমি একাই যাব।

ব্যারেডাকে কি বলবে? কেড উদ্বেগে বলে উঠল।

কিছুই বলব না। ও যতক্ষণে ঘুম থেকে উঠবে, আমি চলে যাব।

শোন এরকম হৃদয়হীন ব্যবহার করা উচিৎ নয়। অন্তত লিখে জানাও।

লিখে জানাবার দরকার নেই। হলে যে বেয়ারা থাকে ও বলে দেবে আমি চলে গেছি, ব্যস।

এই বলে জুয়ানা কেডকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। যখন ঘুম ভাঙ্গল ওদের, আটটা বেজে গেছে। জামাকাপড় বদলালো, হোটেলের বিল মেটালো, গাড়িতে মালপত্র ভোলার তাড়াহুড়োতে ব্যারেডার কথা ভুলেই গেল কেড।

মেক্সিকো শহরের অর্ধেকটা পাড়ি দেবার পর কেডের হঠাৎ মনে পড়ল ব্যারেডার কথা। সত্যি ভদ্রলোকের জন্য খারাপ লাগছে খুব। জুয়ানার খুশীতে ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে কেড ভাবল জুয়ানার ভেতরটা কি নির্মম। তার একটু ভয় করতে লাগল।

কেডকে চেয়ে থাকতে দেখে জুয়ানা বলল, আমি একটা চমৎকার বাড়ির খবর জানি। আমরা সেটা ভাড়া করতে পারি। হোটেলে থাকার থেকে অনেক ভালো। আমি খুব ভাল

রাঁধতে পারি। আমি বাড়িটার দেখাশোনা করব, রান্না করব, তোমার ভাল লাগছে না ভাবতে।

জুয়ানার পরনে দামী হাতকাটা সাদা পোক। মাথার উপর চুল চুড়ো করে বাঁধা। কানে সোনার দুল, গলায় চওড়া সোনার কলার। এই রকম সুন্দরী, সৌখিন মেয়ে হাত পুড়িয়ে রান্না করছে ভাবতেই হাসি পেল কেডের।

তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? তুমি ভাবছ আমি রাঁধতে পারি না?

কেড বুঝল জুয়ানার আঘাত লেগেছে। তাড়াতাড়ি বলল, আমি জানি তুমি রাঁধতে পার। কিন্তু কজন পরিচারিকা লাগবে তোমার?

দুর, আমরা কোন পরিচারক রাখব না। শুধু তুমি আর আমি থাকব।

বাঃ বেশ হবে। চল বাড়িই ভাড়া করব আমরা।

জুয়ানা ওর হাতের উপর হাত রাখল। মিষ্টি হেসে বলল, আমি সব ব্যবস্থা করব। তোমার কাছে টাকা আছে তো? সব বন্দোবস্ত করতে কিছু টাকা লাগবে কিন্তু। আমার কাছে দুশো পেসো আছে। ম্যানুয়েল বেচারা ভারী কৃপণ।

দাঁড়াও ভাল মনে করেছ। তুমি ওকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দাও।

জুয়ানা কেডের হাতটা টেনে বলল, তোমার কাছে টাকা আছে কিনা জানতে চাইলাম। তুমি খালি খালি ম্যানুয়েলের কথা বলছ, আমার ভালো লাগছে না।

কেড একটা নিঃশ্বাস ফেলে মানিব্যাগ থেকে ওকে পাঁচ হাজার পেসোর নোট দিল।

মেক্সিকোয় পৌঁছে আমি চেক ভাঙ্গাব। এখন এর চাইতে বেশী টাকা আমার কাছে নেই।

যথেষ্ট হবে। দেখবে আমি কিরকম গুছিয়ে চালাতে পারি। আমরা খুব সুখী হব দেখো। জুয়ানার উজ্জ্বল চোখদুটি খুশিতে উপছে পড়ছে যেন।

এগারটার পর ওরা মেক্সিকো পৌঁছল। মধ্য আমেরিকায় স্যাম ওয়ান্ডের প্রতিনিধি অ্যাডোলফো ক্রিল এয়ারপোর্টে ছিল। মোটামুটি মানুষটি, মাথায় টাক, জামাকাপড়ের দিকে বিশেষ লক্ষ্য নেই। কিন্তু ব্যবহারটি খুবই মধুর।

কেড যখন জুয়ানার সঙ্গে ওকে আলাপ করিয়ে দিল ক্রিল যেন ধন্য হয়ে গেল। ওর চোখে বিস্ময় আর প্রশংসা।

কেড জিজ্ঞেস করল, টিকিট পেয়েছিলে?

নিশ্চয়ই, আপনি যা যা বলেছিলেন সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।

ডিয়াজের সঙ্গে কখন দেখা করছি?

ক্রিলের মুখ থেকে সৌজন্যমাখা হাসিটা হঠাৎ নিভে গেল। দুঃখিত, এটা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। ডিয়াজ কারো সঙ্গে দেখাই করে না, এমনকি প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও নয়।

ডিয়াজ খুব গোঁড়া ধার্মিক। লড়াইয়ের আগে সে শুধু প্রার্থনা করে। ওর সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভবই নয়।

কেড বিরক্ত হয়ে বলল, লড়াইয়ের আগে ওর সঙ্গে কথা বলতেই হবে। আমি ওয়াল্ডকে আগেই তো বলেছিলাম।

ক্রিল পায়ে পা ঘষল, টুপি দিয়ে পা চাপড়াল।

সিনর কেড। সত্যি বলছি আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

জুয়ানার চোখ হঠাৎ জ্বলে উঠল রাগে। ও বলে উঠল, ডিয়াজ একটা বোকা, পেট মোটা কোলা ব্যাঙ। তুমি যদি সত্যিই দেখা করতে চাও, আমি ব্যবস্থা করে দেব। মেক্সিকোয় আমি কত কি করতে পারি। এখন আমি যাচ্ছি। বাড়িটার বন্দোবস্ত করতে হবে আমায়। কাল আমরা নতুন বাড়িতে যাব। আজ রাতে হোটেল এ প্রেসিডেন্টে থাকব। আমার জন্য হোটেলে অপেক্ষা কর। বিকেলের দিকে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

এক মিনিট শোন জুয়ানা। সত্যি বলছ ডিয়াজের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারবে?

নিশ্চয়। জুয়ানা চলে গেল।

ক্রিলের মুখে একটা মেকি হাসি খেলা করছে। বলল সিনর আপনি ভাগ্যবান। আপনার বান্ধবী শুধু সুন্দরীই নন, তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন।

হা। কেড ব্যাগ তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

যেহেতু কেড সরল এবং ভদ্র, জীবনের অভাবিত সাফল্যে সে বিস্মিতই হয় কেবল, ভাগ্যের কাছে সবসময় তার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানায়। এক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ অ্যামেচার ফটোগ্রাফার হিসেবে সে এক হাজার ডলার পুরস্কার পেয়েছিল দশ বছর বয়সেই। সেই তার সৌভাগ্যের শুরু। এক মসৃণ সফলতার পথ দিয়ে তার বাধাহীন চলা। জীবনে কখনও কোন কঠিন অসুখ হয়নি তার। জীবনে এমন একটা সময়ও আসেনি যখন ওর কাছে গাড়ি ছিল না। অনাহারের কষ্ট কি কেড তা জানতেই পারেনি। তেমন কোন আঘাতও জীবনে পায়নি ও। প্রায় সবসময়ই কোন না কোন সুন্দরী মেয়ে ওর সঙ্গিনী হয়ে থেকেছে। তার জীবনে সে এত সফলতার মুখ দেখেছে যে তার জীবনে জুয়ানা রোকোর অকস্মাৎ আবির্ভাবে সে অবাক হয়নি। যদিও জুয়ানার আবির্ভাবকে সে দেবতাদের এক প্রসন্ন বরদান বলেই মনে করেছে।

এল প্রেসিডেন্টে আলোকিত ফোয়ারা আর বিশাল সুইমিং পুলের মুখোমুখি বারে বসে জুয়ানার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ও গত বারো ঘণ্টার কথা ভেবেছে। সামনের টেবিলে গ্লাসে সিনজানো বীয়ার আর বরফ।

জুয়ানা রহস্যময়ী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ও নিজেই বলেছে কেডকে যখন ও হিলটন হোটেলে ঢুকতে দেখে তখনি ওর প্রেমে পড়ে যায়। নিজেই খোঁজ খবর নিয়ে জানে কেড কে, ওর ঘরের নম্বর কত, সব। জুয়ানা সঙ্গে সঙ্গেই কেডের পাশের ঘর বদল করে নিয়েছে। জুয়ানা জানত কেড ওকে চাইবেই। এই বারোঘন্টার মধ্যে পরস্পরকে ভাল করে জানার সুযোগই পায়নি ওরা। কিন্তু জুয়ানার বিষয়ে কেড যত কমই জানুক জুয়ানা

কেডের সব খবরই জানে। এতেও কেড আশ্চর্য হয়নি। কেড বিখ্যাত সর্বজনবিদিত একটি নাম।

জুয়ানার সঙ্গে ভালবাসার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে এরকমটি আগে কেডের হয়নি। এই অভিজ্ঞতার এমন এক উত্তেজনা ও তৃপ্তি আছে যা কেড কখনও আগে অনুভব করেনি। এক যথার্থ প্রণয়ণীকে কি করে ভালবাসতে হয়, জুয়ানা তা জানে।

জুয়ানার কথা ভাবতে ভাবতে কেড সভয়ে উপলব্ধি করল জুয়ানা ছাড়া সে তার জীবনের কথা ভাবতেই পারছেনা। জুয়ানা ছাড়া সেবাঁচতে পারবেনা। মেয়েদের ব্যাপারে কেড সবসময়ই সতর্ক ছিল। কাউকেই তার জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হতে দেয়নি। কিন্তু জুয়ানার সঙ্গে সংসার পাতার স্বপ্ন তাকে এক আশ্চর্য আনন্দ আর উদ্দীপনায় ভরিয়ে দিচ্ছে। আবার যখনই মনে হচ্ছে ম্যানুয়েল কে কি অনায়াসে ও ছেড়ে এল। এক অজানা আশঙ্কায় তার মন ভরে উঠল। অবশ্য সে তার মনকে বোঝাল, ব্যারেডার বয়স পঁয়ষট্টি, অসুস্থ রুগ্ন এক বৃদ্ধের সাথে জুয়ানার মতন যৌবনোচ্ছল, প্রাণচঞ্চল এক মেয়ে কতক্ষণ থাকতে পারে। কেডের মনেহল জুয়ানা তাকে সত্যিই ভালবাসে, সেও জুয়ানাকে ভালবাসে, এ ভালোবাসা দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধ্য।

জুয়ানার জন্য তার মন খারাপ হতে লাগল। সে জোর করে তার মনকে বুলফাইটের প্রসঙ্গে নিয়ে গেল। ক্রিল বলেছে আজ সন্ধ্যাবেলায় সে ফোন করে জানাবে কি ঠিক হল না হল। ফ্রিল ওর গাড়িটা কেডকে দিয়েছে ব্যবহারের জন্য। বলেছে ও কেডের গাইড আর সোফারের কাজ করবে। কেড ক্রিলকে বলেছে ও তিনটে ক্যামেরা ব্যবহার করবে, ক্রিলকে ওর পাশে বসতে হবে, কেড যখন যে ক্যামেরাটা চায় কেডকে তা হাতে তুলে

দিতে হবে যাতে কেড ইচ্ছে মতো লে দিয়ে অনবরত ছবির পর ছবি তুলতে পারে। কেডের ক্রিলকে বেশ পছন্দ হয়েছে। ক্রিলই বলেছে জুয়ানার ঘরে রাখার জন্য কেড়ের একটা বড় কারনেশান ফুলের তোড়া কেনা উচিৎ। ক্রিই সেই ফুলের তোড়া কেনা ও রাখার ব্যবস্থা করছে।

লাঞ্চের পর কেড খানিক ঘুমিয়ে নিল। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে নিজেকে বেশ ঝরঝরে লাগছিল কেডের। বাথরুম থেকে স্নান করে বেরোতেই জুয়ানার টেলিফোন এল।

টেলিফোনে অনেক পুরুষ কণ্ঠের কথাবার্তা, গীটারের বাজনা, গানের আওয়াজ আসছিল। কেড সন্ধিগ্ধ স্বরে বলল, তুমি কোথেকে কথা বলছ?

একটা কাফে থেকে। এখানে যা হৈ-চৈ আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। শোন, ডিয়াজ আগামীকাল আড়াইটার সময় তোমার সঙ্গে কথা বলবে। ও হোটেল ডি টোরায় থাকবে। ঠিক আছে?

-নিশ্চয়। বাঃ চমৎকার। কি করে করলে?

রেনাদো আমার খুব বন্ধু। ও বুলফাইটারের ম্যানেজার। প্রখ্যাত ফটোগ্রাফার কেড ওর একজন ফাইটারের ছবি তুলবে শুনে গলে গেছে। এখন ডিয়াজও খুব খুশী দেখছি পেটমোটা কোলাব্যাঙ একটা।

কেড মনে মনে বলল খুব বন্ধু। একথার মানে কি?

এমনিতে বলল, বাঃ চমৎকার। কিন্তু তুমি কাফেতে কি করছ ডার্লিং? আমার কাছে চলে আসছ না কেন?

রেনাদো এখানে আছে যে। আমি এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি তবে রাত দশটার আগে আসছি না।

কেন?

এখনও কাজ বাকি আছে যে। বাড়িটা পেয়েছি কিন্তু দালালের সঙ্গে দেখা করতে হবে, ওকে টাকা দিতে হবে। লোকটা একটা ডাহা চোর, ওর সঙ্গে দামদস্তুর করতে হবে। আগামীকাল বুলফাইটের পর আমরা আমাদের নতুন বাড়িতে সোজা চলে যেতে পারব। আজ রাতে চল আমরা নেই রেস্টুরেন্টে যাই। ওখানে চমৎকার খাবার পাওয়া যায়। তুমি জান রেস্টুরেন্টটার কথা?

কেড বলছে ও জানে না।

তাহলে তোমার একটা মনে রাখার মতন অভিজ্ঞতা হবে। একটা টেবিল বুক করে নাও না কেন? আমি যাচ্ছি, এখনও অনেক কাজ বাকি আছে। তুমি আমাকে এখনও ভালবাস তো?

সেটা এখানে এলেই বুঝতে পারবে।

জুয়ানা হেসে উঠল, সে আমার খুব ভাল লাগত। চলি। ফোনটা নামিয়ে রাখল জুয়ানা।

কিছুক্ষণ পর ক্রিল টেলিফোন করল। কেড ওকে ডিয়াজের কথা বলল। শুনে ক্রিল আশ্চর্য হয়ে গেল।

আপনি জানেন না সিনর ডিয়াজের সঙ্গে আপনার দেখা করিয়ে দেবার জন্য আমি কি পরিশ্রমটাই না করেছি। আপনার বান্ধবী যে রেনাদোর কথা ভেবেছে, তা খুব বুদ্ধির কাজ হয়েছে। রেনাদো অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি এখানকার, তবে খুব কড়া প্রকৃতির। আপনার বান্ধবী রেনালদোকে নিশ্চয়ই খুব ভাল চেনেন। তাই ব্যাপারটা সম্ভব হয়েছে।

একথা শুনে কেডের উদ্বেগ আর ঈর্ষা বেড়েই গেল। রাত দশটার একটু পরে জুয়ানা হুড়মুড় করে কেডের শোবার ঘরে ঢুকল। বলল, চল ডার্লিং আমার বেজায় ক্ষিদে পেয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি জুয়ানা স্নান করে পোক বদলে নিল।

নেগ্রুই রেস্টুরেন্টের খাবার সত্যিই চমৎকার। খেতে খেতে জুয়ানা বকর বকর করেই চলল। সব ব্যবস্থা তৈরী। এখন এক সপ্তাহের ভাড়া দিয়েছি। তবে যতদিন ইচ্ছে ততদিন আমরা ওই বাড়িতে থাকতে পারি। ডিয়াজের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঠিক করে দিয়েছি, খুশী হয়েছ তো? লোকটা একটা নির্বোধ, মোটা। তবে ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াইয়ে ডিয়াজ খুব মজবুত। রেনাদো তত বেজায় খুশি। রেনাদো সহজে খুশী হয় না...।

কেড বলল, ক্রিল বলল রেনাদো খুব কঠোর প্রকৃতির, কি করে ওকে রাজী করালে?

জুয়ানা ছুরি দিয়ে একটা ক্রীমভর্তি পেসট্রি কাটছিল। ও চোখ তুলে হাসল।

ভাল, তোমার হিংসে হচ্ছে তো। পুরুষ যখন হিংসে করতে শুরু করে বোঝা যায় সে মেয়েটিকে সত্যিই ভালবাসে।

ওসব কথার কায়দা ছাড়...দয়া করে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

তুমি কি রেগে গেছ, জুয়ানার চোখে কৌতুকের হাসি।

এখনো রাগিনি, তোমার জবাবের অপেক্ষা করছি।

রাগি পুরুষ আমি খুব পছন্দ করি। রাগ না হলে আবার পুরুষ মানুষ নাকি?

কেড অসহিষ্ণু গলায় বলল, দয়া করে বলবে কি রেনাদো রাজী হল কেন?

নিশ্চয়। এতে গোপন করার কিছু নেই। জুয়ানা খুব আরাম করে হেলান দিয়ে বসল। আমার বাবা ছিলেন একজন নামকরা বুলফাইটার, টমাস রোকো। বাবা রেনাদোকে উঠতে অনেক সাহায্য করেছিলেন। রেনাদো আজকে যে এত ক্ষমতাবান আর ধনী তা বাবার জন্যই অনেকটা। তাই আমি কোন সাহায্য চাইলে, রেনাদো না করতে পারে না।

কেড স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। খুশী মনে জুয়ানার হাত ধরল।

তোমার বাবার কি হল?

বাবা এখন বুড়ো হয়ে গেছেন। তাই ট্যাক্সকোয় একটা রুপো বেচার দোকান করেছেন বাবা। বাবা ভারি কড়া আর খিটখিটে। বাবার ইচ্ছে ছিল ছেলের। কিন্তু তার জন্য বাবা

আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবেন তা আমি মানতে পারছি না। মাও ঘ্যানঘ্যানে খিটখিটে। পনের বছর বয়সেই আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই।

তোমার বয়স কত?

সতেরো।

দু বছর আগে তুমি নিজের পরিজনকে ছেড়ে চলে গেছ?

নিজের পায়েই দাঁড়ানো ভাল।

কিন্তু কেমন করে রোজগার করেছ?

জুয়ানার চোখে উদ্বেগ আর আশঙ্কা ফুটে উঠল, তোমার কৌতূহল বড় বেশী দেখছি। পুরুষরা এসব সত্যিকথা জানতে চায়না। তারা যা সত্যি তাই বিশ্বাস করে।

কেড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। জুয়ানা কেড়ের হাত ধরে বলল, চল আমরা হোটেলে ফিরে যাই। বিশ্বাস কর আমি তোমায় ভালবাসি। তোমাকে পাওয়া আমার জীবনের একটা বড় লাভ।

আমারও।

জুয়ানার মুখ খুশীতে ঝলমল করে উঠল। হাতে হাত জড়িয়ে ওরা রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল।

পেড্রো ডিয়াজ

০৩.

পেড্রো ডিয়াজ ছোটখাট আঁটসাট চেহারা। চৌকো ঘাড়, শক্ত শরীরটা যেন ইস্পাত আর কংক্রিটে তৈরী। শরীর থেকে পাশব শক্তি এবং অমানুষিক ক্ষমতা যেন ঠিকরে পড়ছে। মেক্সিকান হিসেবে ওর গায়ের রং রীতিমতো কালো। মুখ চোখ যেন কাটা কাটা। ডিয়াজ রীতিমতো সুদর্শন আর অহংকারী পুরুষ।

কেড যখন ওর বিরাট সুসজ্জিত হোটেল রুমে ঢুকল ডিয়াজ ওর দিকে পেছন ফিরে জানলা দিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে পাঁচিলের দিকে নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বোঝাই যায় কেড আসবে বলে ও ইচ্ছে করেই এই পোজে দাঁড়িয়ে আছে। কাছেই দাঁড়িয়ে রেজিনো ক্ল্যানোকো। ডিয়াজের খাপ ঢাকা চারটে তরোয়াল আর যুদ্ধ করবার আকাঙ্খা নাড়াচাড়া করছে। ক্ল্যানোকো ডিয়াজের তরোয়াল দেখাশোনা করে।

রেজিনো ক্ল্যানোকো ছোটোখাটো, পাতলা সুদর্শন এক তরুণ কিন্তু ওর আপাত সুশ্রী মুখের আড়ালে একটা শয়তানী যেন খেলা করছে। ওর চোখগুলি চঞ্চল, সন্দেহে ভরা। ওর ভাবভঙ্গী ঠিক একজন খুঁতখুঁতে সন্ধিগ্ধ স্ত্রীলোকের মতন। ক্রিল আগে থেকেই ওর সম্পর্কে কেডকে সাবধান করে দিয়েছে।

ও ডিয়াজকে খুশী রাখে। কিন্তু মানুষ হিসেবে খুব বিপজ্জনক। ডিয়াজ ওর কাছে দেবতুল্য। তবে এ নিয়ে কোন কেচ্ছা হয়নি। সবাই জানে ডিয়াজ মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করতে ওস্তাদ। ষাঁড়ের মতন শক্তি ডিয়াজের।

একজন বিশাল চেহারার বেশ হাসিখুশি মানুষ চেয়ারে বসে কড়া চুরোট খাচ্ছিল। ইয়া ভুড়ি আর ইয়া গোঁফ ওর। ও হচ্ছে রেনাদো, ষাঁড়ের লড়াইয়ের ম্যানেজার। বলল, কেডের মতন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আলোক চিত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে সে রীতিমতো গর্বিত ও আনন্দিত। ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্প্যানিশে কেড ওকে ধন্যবাদ দিল।

তার পর কেড ডিয়াজের কাছে গেল। ডিয়াজ এমন একটা ভাব দেখাচ্ছে যেন ও হচ্ছে সম্রাট দয়া করে দর্শন দিচ্ছে মাত্র। তবে কেডের একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে, ও খুব তাড়াতাড়ি প্রতিরোধ জয় করতে পারে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডিয়াজ বেশ সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠল, হাসিও ফুটল ওর মুখে। কেড বুঝল ডিয়াজ তোষামোদ প্রিয়। কেড নির্লজ্জ ভাবে ওকে চাটুকারী করতে লাগল।

ক্রিল এতক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল, এখন ও কেডের ক্যামেরাপত্র বার করতে শুরু করল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কেড ছবি তুলতে শুরু করল। সর্বদাই ও কিছু ফিলম নষ্ট হবে ধরে নেয়। ও জানে ও যার ছবি তুলছে সে কোন না কোন সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়বেই আর তখনই ওর ক্যামেরায় তার স্বরূপটা ধরা পড়বে। প্রায় সত্তরটা ছবি তোলার পর যে ছবিটি সে আকাঙ্খ করছিল সেটি তুলতে পারল।

ততক্ষণে ডিয়াজ ছবি তোলার জন্য খুবই আগ্রহী হয়ে পড়েছে। ডিয়াজ, যেমন ভাবে বলেছে কেড সম্মতি জানিয়েছে। শুধু অপেক্ষা করছে অসাধারণ সেই ছবিটার জন্য। তখন তীব্র বিদ্বেষে ক্ল্যানোকা কেডের দিকে তাকিয়েছিল। ওর চোখ দেখলেই বোঝা যায় জীবনে ব্যর্থ, এবং অন্যের সাফল্য সে সহ্য করতে পারছে না। তাকিয়ে থাকতে থাকতে অন্যমনস্কভাবে ক্ল্যানোকা তরোয়ালগুলোর ওপর হাত রাখল, চেয়ারের গায়ে দাঁড় করানো ছিল তলোয়ারগুলো। হঠাৎ ঝনঝন করে মাটিতে পড়ে গেল। বিদ্যুৎবেগে ডিয়াজ ঘুরে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠল। তার চোখ ক্রোধে নিষ্ঠুরতায় জ্বলে উঠেছে।

আনাড়ি উজবুক। তুমি কি দু মিনিটও চুপ করে থাকতে পার না?

সঙ্গে সঙ্গে শার্টার টিপল কেড, ও জানে এইজন্য সে প্রতীক্ষা করে ছিল যদিও এর পরে আরও গোটা কুড়ি ছবিও তুলল। ফোটো ভোলা হয়ে গেলে ডিয়াজ কেমন দুঃখিত ভাবে বলল, আপনারা আমার লড়াই দেখতে আসছেন তো?

নিশ্চয়। কেড ক্রিলকে ইশারা করল ক্যামেরা গোটাতে।

আপনার জীবনে এ এক বিরাট অভিজ্ঞতা হবে। আপনি আপনার নাতিনাতনীদেরও এই গল্প বলতে পারবেন, যে বিখ্যাত ডিয়াজকে আপনি ষাঁড় মারতে দেখেছে।

ভাবলেশহীন মুখে কেড বলল, সে খুবই সম্মানিত বোধ করছে নিজেকে। ডিয়াজকে কথা দিল ফটোর এক কপি ওর কাছে পাঠাবে। তারপর করমর্দন করে রেদোর সঙ্গে হাত ঝাঁকাল।

.

লড়াইয়ের গোল ময়দানের দিকে যেতে যেতে ক্রিল বলল ও নির্বোধ বটে কিন্তু ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াইয়ে খুব মজবুত, অসম্ভব সাহসও আছে লোকটার। যার সাহস বলেই আছে তার অনেক দোষ ক্ষমা করা যায়। আজ বিকেলে আপনি ওর আসল চেহারা দেখবেন। বছর খানেকের মধ্যেই ও ভস্কা হয়ে যাবে। তবে মেয়েদের বড় উৎপাত ওর জীবনে। দুটো লড়াইয়ে মজবুতি দেখাতে গিয়ে মানুষ সাধারণতঃ হেরে যায়।

কেড ক্রিলের কথা মন দিয়ে শুনছিল না। সে শুধু জুয়ানার কথা ভাবছিল। জুয়ানা সকালে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেছে। ও বলেছে ষাঁড়ের লড়াই ওর কাছে ক্লান্তিকর একঘেয়ে লাগে। এছাড়া বাড়িটাকেও ঠিকঠাক করতে হবে। লড়াই শেষ হলে কেডকে সোজানতুন বাড়িতে যেতে বলেছে, ওখানেই সে কেডের জন্য অপেক্ষা করবে।

ডিয়াজ এক বিশালাকার ষাঁড়ের সঙ্গে যুজছে। ষাঁড়টা অত্যন্ত শক্তিশালী, দ্রুতগতি আর সাহসী। ক্রিল বলছিল আজকাল ভালো ষাঁড় পাওয়াই যায় না। যারা ষাঁড় প্রজন্ম করায় ও পালে তারা তেমন ভাল ষাঁড় পাঠায় না আজকাল। এখন যে সব ষাঁড় আসে, তারা ছোট, ফুর্তিবাজ কিন্তু তেমন সাহসী নয়।

ষাঁড়ের লড়াইয়ের কলাকৌশল কেড কিছুই বোঝে না। তবে এটুকু বুঝেছে এক অনন্য অসাধারণ যোদ্ধা আর প্রতিপক্ষে এক বলবান চমৎকার একটা ষাঁড়ের এ লড়াই ক্রীড়া হিসেবে অনন্যসাধারণ। সে তার সমস্ত নৈপুণ্য প্রয়োগ করে তিনশো ছবি তুলেছে। ক্রিলও ঠিক দক্ষ বন্দুকবাজের মতন একটার পর একটা ক্যামেরা ওকে যুগিয়ে যাচ্ছিল।

ষাঁড়টিকে হত্যার দৃশ্য বহুদিন কেডের স্মৃতিতে আঁকা থাকবে। তখনি বোঝা গেছে কি পাশবিক শক্তি ধরে ওই ডিয়াজ। পেশীবহুল বার সবটুকু শক্তি দিয়ে ও তোয়ালটা ঢুকিয়ে দিল ষাঁড়ের শরীরে। আমূল বিধে গেছে তবোয়ালটা। ষাঁড়ের শরীর বালিতে গড়িয়ে পড়বার আগেই মৃত্যু ঘটে গেছে ষাঁড়টার।

এরপর ডিয়াজ উদ্ধত ভঙ্গীতে রাজার মতন মাঠের চারিদিকে হাঁটল আর দর্শকদের উল্লাস ধ্বনি শুনে মাথা নাড়ল।

ক্রিল আগেই একটা ফটোগ্রাফির দোকানের সঙ্গে কথা বলে রেখেছিল। সোজা ওরা চলে গেল সেখানে।

দু ঘন্টা বাদে ডার্করুম থেকে বেরিয়ে এল কেড, হাতে এক গোছা ভিজে প্রিন্ট।

ক্রিল আর দোকানের মালিক বীয়ার খেতে খেতে কথা বলছিল। কেডকে দেখে ওরা উঠে দাঁড়াল।

এগুলো চলবে, ঠিক আছে। কেড কাউন্টারের উপর প্রিন্টগুলো সাজিয়ে রাখতে রাখতে বলল।

দোকানের টেকো মালিকটার ষাঁড়ের লড়াই বেজায় অপছন্দ। কিন্তু প্রিন্টগুলো দেখতে ও শিস দিয়ে নিশ্বাস টানল। হ্যাঁ, আমি ছবিতে স্পষ্ট দেখতে পারছি ষাঁড়ের লড়াইয়ের আসল চেহারা।

এবার উদ্বেগের সঙ্গে ক্রিল বলল, ডিয়াজ খুশী হবেনা সিনর!

ওর ভাবায় কি আসে যায়? কেড প্রিন্টগুলো তুলে একটা বড় খামে ভরল। চল, বাড়ি যাই।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ক্রিল বলল, ডিয়াজ লোকটা সাংঘাতিক। তার ওপর ধনী, জনপ্রিয়। ছবি দেখে ও মোটেই খুশী হবেনা। আমার কেমন মনে হচ্ছে ছবিতে ওর ষাঁড় মারার ব্যাপারটা অসম্ভব অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছে। ..

জিনিসটা অকিঞ্চিৎকরই, কেড খুশী হয়ে বলল।

কিন্তু ডিয়াজ আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে।

কে আমাকে বিপদে ফেলবে এসব যদি ভাবতাম তাহলে আজ টিকে থাকতে পারতাম না।

জানি সিনর, জানি, তবুও আপনাকে সাবধান না করে পারছি না।

ধন্যবাদ। পরে দেখা যাবে কি হয়।

ক্রিল ওর ভারী কাধটা ঝাঁকাল। তার মুখে অস্বস্তি আর হতাশা।

বুঝেছি সিনর, ডিয়াজের মতনই আপনার সাহস।

বেশ, এবার চুপ কর আর তাড়াতাড়ি গাড়ি চালাও।

বাড়িটা দেখে খুবই অবাক আর খুশী হল কেড।

একটা বড় হল, দুটো শোবার ঘর, দুটো বাথরুম, একটা রান্নাঘর একটা এতবড় গ্যারাজ আছে যে তাতে দুটো গাড়ি রাখা যায়। বাগানে ফুল ফুটে আলো হয়ে আছে, একটা ছোট ফোয়ারা আছে আর কয়েকটা সুন্দর গাছ। বাড়ির ফার্নিচারও আধুনিক সৌখিন। জুয়ানার প্রত্যাশাদীপ্ত উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে কেড অভিভূত হয়ে বলল, তুমি জানো ডার্লিং বাড়িটা আমার কি পছন্দ হয়েছে। তোমার জন্য আমি এই প্রথম নিজের বাড়ি বলতে যা বোঝায় তাই পেলাম।

জুয়ানা কেডকে জড়িয়ে ধরল। এটা আমার আর তোমার বাড়ি। আর কেড আমাদের মধ্যে আসবে না।

সেই রাতে জুয়ানার অনেক পীড়াপিড়িতেও কেড ওকে রাঁধতে দিল না। দুজনে কাছাকাছি একটা রেস্টুরেন্ট থেকে খেয়ে এল। তারপর জুয়ানাকে ডিয়াজের ছবিগুলো দেখাল। জুয়ানা প্রথমে কিছুই বলেনি। ডিয়াজ ক্ল্যানোকোর ওপর চাঁচাচ্ছে এই ছবিটা দেখে ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল বিস্ময়ে। অন্যসব ছবি সরিয়ে এই ছবিটার ডিয়াজের নিষ্ঠুর অভিব্যক্তি সে মন দিয়ে দেখতে লাগল।

ডিয়াজকে সত্যিই এরকম দেখতে?

মুখোশটা খসেনা পড়া অবধি অপেক্ষা করতে হয়েছিল। হ্যাঁ, এ হচ্ছে পেড্রো ডিয়াজ। নিষ্ঠুর, নির্বোধ এই হচ্ছে ওর আসল চেহারা।

জুয়ানার কালো চোখে অস্বস্তি ফুটে উঠল। তোমাকে দিয়ে বাবা আমার কোন ছবি তোলার না। তারপর হেসে বলল, না এমনি ঠাট্টা করছি। তবে ডিয়াজ এই ছবি দেখে খুশী হবে না। চল, আমরা শুতে যাই। নতুন বাড়িতে এই আমাদের প্রথম রাত।

তুমি লড়াইয়ের ছবি দেখলে না?

জানি তুমি যে ছবিই তোল, অসাধারণ হয়। চল শুতে যাই। নাকি যেতে চাও না? জুয়ানার হাসিতে আমন্ত্রণ ফুটে উঠল।

পরদিন সকালে কফি খেতে খেতে কেড জিজ্ঞেস করল জুয়ানা গাড়ি চালাতে পারে কিনা?

নিশ্চয়। কেন?

এখানে তোমার একটা গাড়ি দরকার হবে। আমি খোঁজ নিচ্ছি একটা ভাল সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির।

উল্লাসে আনন্দে জুয়ানা নেচে উঠল।

বরাবর একটা গাড়ির সাধ ছিল আমার।

কিন্তু এত টাকা আছে কি আমাদের। এই বাড়ি...

–ও নিয়ে তুমি ভেব না। এখন আমি বেরোচ্ছি। চারটের মধ্যে ফিরে আসব। যদি দরকার হয় ওলসোদার ফটোর দোকানে খোঁজ কর, আমি সেখানেই থাকব। ছবিগুলো এনলার্জ করতে হবে। আজ রাতের প্লেনেই ওগুলো পাঠাতে হবে। আমি না আসা অব্দি...।

নিশ্চয়। আমি বাড়ির কাজ করব। আজ রাতে এমন চমৎকার ডিনার রাঁধব যে তুমি আমাকে বাহবা দেবেই।

কেড মানিব্যাগ খুলে পাঁচশো পেসোর নোটের তাড়া টেবিলে রাখল।

আরো দরকার হলে বোল। এ তোমারই টাকা জুয়ানা, যা খুশী করো। একটা পোষাক কিনে নিও ইচ্ছে হলে। আমার যা আছে আমরা ভাগ করে নেব।

কেড ছুটে বেরিয়ে গেল। ক্রিল পন্টিয়াক নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে। এত সুখ কেড জীবনে আর পায় নি। মনে হচ্ছে তার যা কিছু আছে সব বিলিয়ে দিলে তার প্রেম সার্থক হয়।

গাড়িতে কেড ক্রিলকে বলল, তোমার সাহায্য চাই ক্রিল।

প্রথমে চাই একটা গাড়ি। থান্ডারবার্ডের বাজার দর কি এখন?

ক্রিল সমীহ করার ভঙ্গীতে বলল, সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে সিনর। আমার বন্ধুর গাড়ির ব্যবসা আছে।

বিকেল তিনটের মধ্যে চাই কিন্তু।

নিশ্চয় পেয়ে যাবেন।

বেশ আরেকটা কথা শোন। আমি একটা হীরের ব্রেসলেট কিনতে চাই।

ক্রীলের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। প্রায় একটা ট্যাক্সিকে মেরে বসল।

ক্রিল এবার টোক গিলে বলল হীরে? হীরে কিনতে যে অনেক টাকা লাগে সিনর

টাকার কথা রাখ। হীরের ব্যবস্থা করতে পারবে তো?

এ শহরে টাকা ফেললে কীসের না ব্যবস্থা করা যায়। আমার একটি বন্ধু হীরের খোঁজখবর রাখে। আমি ব্যবস্থা করে দেব।

ফটোর দোকানের সামনে গাড়ি রাখল ক্রিল।

গাড়ি আর ব্রেসলেট নিয়ে তিনটের সময় এখানে চলে এস।

নিশ্চয় সিনর। ক্রিল টুপি তুলে সম্মান জানাল।

তুমি খুব ভালো অ্যাডোলফো।

ক্রিল বলল, মাদাম খুবই রূপসী। কিন্তু আমি হলাম সাধারণ সাদামাটা লোক। আপনার কাজে লাগতে পারছি বলে আমি খুবই খুশী। কিন্তু কি জানেন, সোনাও ব্যবহার করতে করতে ক্ষয়ে যায়।

কেড হেসে দোকানে ঢুকল। টমাস ওলমোদা ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। আড়াইটের মধ্যে প্রিন্ট শেষ করে স্যাম ওয়াল্ডকে পাঠাবার জন্য ফোটোগুলো প্যাকেটে ভরে ফেলল কেড। পেড্রো ডিয়াজের জন্য যে ছবিগুলো ডিয়াজকে ভাল দেখিয়েছে সেইগুলো বেছে বেছে আলাদা একটা প্যাকেটে ভরল। ওলমোদা বলল ওর সহকারী একটা ছেলেকে দিয়ে হোটেল ডি টেরোতে ছবিগুলো পাঠিয়ে দেবে।

ক্রীলের জন্য অপেক্ষা করতে করতে কেড সকালের কাগজটা তুলে নিল।

কাগজের প্রথম পাতায় একটা ছবি। তার নীচে লেখা, বিখ্যাত জাহাজ স্বত্বাধিকারী ম্যানুয়েল ব্যারেডা গতকাল সকালে মারা গিয়েছেন। সম্প্রতি হার্ট অ্যাটাকের পর অ্যাকাপুলকোয় একটি সম্ভ্রান্ত হোটেলে সিনর ব্যারেডা ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করছিলেন। তিনি...।

কেডের হাত থেকে খবরের কাগজটা পড়ে গেল মাটিতে। সমস্ত শরীরটা যেন ওর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। যদি কেড ব্যারেডার কাছ থেকে জুয়ানাকে না কেড়ে নিতে সিনর ব্যারেডা নিশ্চয় বেঁচে থাকতেন। কেডই ওঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী। কেড তাড়াতাড়ি ফোন করল জুয়ানাকে।

কাগজ দেখেছ আজকের? কেড প্রশ্ন করল।

সোনা, কাগজ দেখার সময় কোথায় আমার। কেন?

কাল সকালে সিনর ব্যারেডা হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা গিয়েছেন।

একটু থেমে জুয়ানা বলল, মারা গেছে? দাঁড়াও উনোনে কি যেন পুড়ছে। তুমি...

কেড চীৎকার করে বলল, শুনছ, উনি মারা গেছেন। আমরাই ওকে মেরেছি।

কিন্তু ডার্লিং ওর বয়েস হয়েছিল, অসুখে ভুগছিল। আমরা কোথায় ওকে মারলাম। তুমি যেন বড্ড বিচলিত হয়ে পড়েছ?

তোমার কিছু হচ্ছে না, জুয়ানা?

আমার খারাপ লাগছে ঠিকই, কিন্তু....।

ওর সঙ্গে আমাদের এরকম করা ঠিক হয় নি জুয়ানা।

জুয়ানা সংক্ষেপে বলল, একদিন না একদিন ওকে মরতেই হত। এই নিয়ে মন খারাপ কর না। আমি যাই নইলে এমন চমৎকার ডিনারটা নষ্ট হবে।

কেড বিমর্ষ হয়ে পড়ল। ভাবছে আমারও তো ঠিক এরকমই মৃত্যু ঘটতে পারে। কাল, পরশু অথবা একবছর বাদে জুয়ানার জীবনে যদি অন্য কোন পুরুষের আবির্ভাব ঘটে! জুয়ানা আমাকে ছুঁড়ে ফেলে সেই পুরুষের জীবনে প্রবেশ করবে। সঙ্গে সঙ্গে একটা শ্বাসরোধকারী ভয় কেডকে একদম অবশ করে দিল। না না সে জুয়ানাকে ছাড়া বাঁচতে পারবে না। কেডের ভালবাসা যেমন উন্মও জুয়ানারও তাই। তাহলে এখন তাদের বিয়ে করে ফেলতে বাধা কোথায়?

চারটের একটু পরে কেড একটা ঝকমকে লাল থান্ডারবার্ড চালিয়ে বাড়ি এল।

ছটার একটু পরে ওরা বাগানের দোলনায় পাশাপাশি বসেছিল। জুয়ানা যেরকম দক্ষতার সঙ্গে গাড়ি চালিয়েছে তা দেখে কেড অবাক হয়ে গেছে। গাড়ি আর হীরের ব্রেসলেট দেখে জুয়ানা এত খুশী হয়েছে যে আনন্দে কেঁদে ফেলেছে। আর কেডকে পুরস্কার দিয়েছে অনেক।

দশটার সময় মোমের আলোয় ডিনার খেতে বসেছিল কেড আর জুয়ানা। জুয়ানা হাসতে হাসতে কাঁদতে কাঁদতে কখন যে মেক্সিকানদের উৎসবে যা যা রান্না হয় তা করে ফেলেছে।

খাওয়া শেষ হলে জুয়ানা উৎসুক চোখে কেডের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেমন রেধেছি বল তো? তোমার ভাল লেগেছে। মোমের আলোয় ওর হীরের ব্রেসলেট ঝকমক করছিল।

কেড মুগ্ধ বিস্ময়ে বলল, জুয়ানা তুমি যা কর তা সুন্দর হতে বাধ্য। তুমি সৌন্দর্যের প্রতিমা।

জুয়ানা আনন্দে লাফিয়ে বলল, চল আমরা এখন পিরামিড অফ দি মুনে যাব। এমন চাঁদের আলোয় পিরামিড দেখাটা একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা।

খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে ওরা আধঘণ্টার মধ্যে সান জুয়ান টিওটিহুয়াকানে চলে এল। সে এক মহান দৃশ্য। কুড়ি মাইল জুড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে।

মেক্সিকো উপত্যকার প্রাচীনতম কীর্তি পিরামিড অফ দি মুনের পায়ের কাছে একটি নতজানু স্ত্রীলোকের মূর্তি আছে। লোকে বলে ওটা জলদেবীর মূর্তি। তারই পাশে দাঁড়িয়ে কেড জুয়ানাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। এই কথা বলার জন্য এমন রোমান্টিক আর নাটকীয় পরিবেশ আর হয় না। কেড জানে এল তার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত, তার সমস্ত ভবিষ্যতের সুখ নির্ভর করছে জুয়ানার একটা হ্যাঁ বলার উপর। সে দুরুদুরু বক্ষে জুয়ানার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। জুয়ানা কেড়ের হাত ধরে বলল, তুমি তোমার মন ভাল করে বুঝে একথা আমায় বলছো তো? আমাকে কেড কোনদিন স্ত্রী হতে বলে নি। আমিও তো তাই চাই। তুমি কি সত্যিই তাই চাও? তুমি যদি আমাকে না বিয়ে কর আমি তবুও তোমাকে ভালবাসবই। তুমি তোমার মন ঠিক জান?

কেড বিয়ে করতেই চায়, সে শিশুর মতন বিয়ের পবিত্রতাতে বিশ্বাস করে। সে মনে করে একমাত্র বিয়ে হলেই জুয়ানার সাথে তার দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক হওয়া সম্ভব। বিয়ে হলে জুয়ানা কিছুতেই তাকে ছেড়ে চলে যাবে না।

ওই সপ্তাহের শেষেই ওরা বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলল। কেড নিজেকে খুব নিশ্চিত হালকা অনুভব করল। ওরা কেড আর ব্যারের কথা উল্লেখ করে নি। কিন্তু ব্যারের কথা মনে পড়তেই কেডের খুব অস্বস্তি হয়েছে। জুয়ানা বিয়েতে কোন আড়ম্বর চায় না। শুধু কোজুমিলে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে চায়। জুয়ানা বলল ওর দিকের সাক্ষী হবে একটি মেয়ে। কেড অ্যাডোলফো ক্রিলকে ওর সাক্ষী হতে অনুরোধ করল। মোটা মেক্সিকানটি তো এ সম্মানে অভিভূত হয়ে পড়ল। কেডের সুখশান্তি কামনা করতে করতে ও কেঁদেই ফেলল।

কেডের সুখের যেন শেষ নেই। জুয়ানা শুধু ভাল রাঁধতেই জানে না সে অত্যন্ত নিপুণভাবে সংসার চালাতে পারে একদিনেই কেড তা বুঝে গেল।

পরদিন সকালেই বিয়ে। ওরা মধুচন্দ্রিমাতে যাওয়ার জন্য গোছগাছ করছিল। এমন সময় নিউইয়র্ক থেকে ওয়াল্ডের টেলিফোন এল।

সবাই ষাঁড়ের লড়াইয়ের ছবি দেখে একেবারে অভিভূত। বলতে দ্বিধা নেই ভ্যাল এ যাবৎ যত ছবি তুলেছ, এ একেবারে সবার সেরা। এখন কি করছ? ফিরে আসছ? তাহলে কাজের ব্যবস্থা করে রাখব।

কাল সকালে আমি বিয়ে করছি, কেড ভাবল স্যাম ওয়ার্ল্ডের মুখটা যদি ও একবার দেখতে পারত।

আরে আরে, ওয়াল্ড চেঁচিয়ে উঠল। আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। যা তুমি ঠাট্টা করছ।

কেড ওকে ভালভাবে বুঝিয়ে বলল সে সত্যিই বিয়ে করছে।

যাক শুনে আমার একটু কষ্ট হচ্ছে। তবে তোমায় অভিনন্দন জানাচ্ছি। কি করছ তা জেনে বুঝে এগোচ্ছ তো?

ওদের মধুচন্দ্রিমা তেমন জমলনা। আসলে আমেরিকান টুরিস্টরা জুয়ানার দিকে এতো মনযোগ দিচ্ছিল যে কেড রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে উঠল। জুয়ানা খুব কৌতুক অনুভব করছিল কিন্তু কেডের বিরক্তি বাড়ছিল। নাচ–ঘরেও কেড জুয়ানাকে কাছে পাচ্ছিল না। সমানে কেড না কেড জুয়ানাকে নাচের সঙ্গী হতে অনুরোধ করছিল। শেষমেষ এমন অবস্থা হল যে কেড বলল দিনের বেশীর ভাগ সময়টা ওরা ব্যালকনিতে লাউঞ্জ চেয়ারে শুয়ে কাটাবে। তাতে আবার জুয়ানার আপত্তি। অবশেষে দশদিন না যেতেই ওরা মধুচন্দ্রিমা বাদ দিয়ে মেক্সিকোয় ফিরে আসবে ঠিক করল।

কেড দেখল বিয়ে জিনিসটা যদিও খুব চমৎকার কিন্তু ও আর আগের মতন স্বাধীন নেই। আগে ও রাস্তায় রাস্তায় ওর ফটোগ্রাফির জন্য নতুন বিষয় খুঁজে বেড়াত। কোন চিত্তাকর্ষক মুখ, নতুন দৃষ্টিকোণ, কোন আলোর খেলা। কিন্তু জুয়ানা ওর সঙ্গে থাকে বলে ও কিছুতে মনযোগ দিতে পারে না। জুয়ানা হাঁটতে ভালবাসে না। ও ওর থান্ডারবার্ড ছাড়তেই চায় না। কেড ওকে যতই বোঝাক যে ঘণ্টায় আশি মাইল বেগে গাড়ি ছোটালে ওর ভবিষ্যতে নতুন নতুন ছবি তোলা খুবই কঠিন হবে, জুয়ানা তার কথায় কর্ণপাত করে না। তাই ফিরে আসবার পাঁচদিন বাদে কেড স্থির করল সে এবার নতুন কাজে হাত দেবে। স্যাম ওয়াল্ডকে ফোন করল কেড।

ফোন ধরেই ওধার থেকে চেঁচিয়ে উঠল স্যাম, কি ভায়া! তোমার ফোনের জন্যই বসে আছি। কেমন কাটল হনিমুন।

কেড বলল, ভালই কেটেছে।

এখনও কি নেশার মধ্যেই আছে।

কেডের এসব তামাসা ভাল লাগল না। ও বলল, কোন কাজের কথা আছে? আমি তৈরী।

একটা কাজ আছে তুমি করতে পার। বিশেষ টাকাপয়সা দেবে না। তিনশো ডলার আর অন্যান্য খরচাপাতি, তবে তোমার টাকাপয়সার যা হাল, তিনশো ডলার তোমার কাজেই লাগবে।

এ কথার মানে কি?

তুমি আমায় ভাবনায় ফেলেছে ভ্যাল। তোমার ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আমার কাছে এসেছিল। তোমার অ্যাকাউন্টে চার হাজার ডলার ঘাটতি পড়েছে। আমি বললাম কিছু বন্ড বিক্রী করতে, কিন্তু তোমার জন্য আর কিছু নেই।

কেড উদ্বিগ্ন হল। ও টাকাপয়সার ব্যাপারে বরাবরই অসাবধান। এনিয়ে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে ওর খিটিমিটি লেগেই থাকত। শেষে ওয়াল্ডই বলে কয়ে তার অ্যাকাউন্ট দেখাশোনার ভার নেয়।

ওয়াল্ড বলেছিল সবচেয়ে ভাল হয় যদি কেড কয়েকটা বন্ড কিনে রাখতে পারে আর অ্যাকাউন্টে খরচ খরচার জন্য এক হাজার ডলার রাখে। হাজার ডলার ফুরিয়ে গেলে ও একটা বন্ড বেচতে পারে। আবার ছবি বেচে আর একটা বন্ড কিনতে পারে। তাছাড়া টাকায় টাকা আসবে। কেড রাজী হয়েছিল!

ওয়াল্ড বলল, এক মাস আগেও তোমার চল্লিশ হাজার বন্ড ছিল। এরমধ্যেই সব বেচে খেয়েছো?

কেড ঘন ঘন মাথায় আঙুল চালাতে লাগল। অনেকদিন ধরে ওর একটা অভ্যাস চেকের পেছনে লিখে দেওয়া, অ্যাকাউন্টে টাকা না থাকলে, বন্ড বিক্রী করুন। কে জানে ওর অজস্র বন্ড আছে, তাই অত হিসেব রাখত না। একটু ভয়ে ভয়ে ইদানীং ও যা খরচা করেছে তার একটা মোটামুটি হিসেব করল। থান্ডারবার্ড গাড়িটা কিনেছে। হীরের ব্রেসলেট কিনেছে। বাড়ির একমাসের ভাড়া আগাম দিয়েছে। জুয়ানাকে সিল্কের স্টোল কিনে দিয়েছে। দশ দিন ধরে কোজুমেলের সবচেয়ে বিলাসবহুল হোটেলে মধুচন্দ্রিমা যাপন করেছে। তবুও চল্লিশ হাজার ডলার খরচ হয়ে গেল?

ফোন ধরে আছ না ছেড়ে দিয়েছ? ওয়াল্ড অধীর ভাবে জিজ্ঞেস করল।

একমিনিট চুপ কর। আমি ভাবতে চেষ্টা করছি।

সত্যিই তো যা খরচ করেছে তাত চল্লিশ হাজার ডলার হয়ই। খুব ধাক্কা খেল কেড, সে ঘামতে শুরু করল।

স্যাম, ওরা কি ষাঁড়ের লড়াইয়ের ছবিগুলোর টাকা দিয়েছে? তিনহাজার ডলার দেবার কথা ছিল...

দিয়েছে এবং তুমি দশদিন আগেই তা খরচা করে ফেলেছ। কি হচ্ছে বল তো, ঈশ্বরের দোহাই কি হচ্ছে আমায় বলবে।

তুমি বললে না চার হাজার ঘাটতি পড়েছে?

হা। এখন শোন...।

এক মিনিট ধর...

কেড কাগজে হিসেব করতে শুরু করল। কোজুমেলে ও গাড়ি আর মোটরবোট ভাড়া করেছিল। জলের নীচে সাঁতার দেবার জন্য স্বচ্ছন্দে ডুবুরীর পোষাক ভাড়া করা চলত, কিন্তু কেড তা কিনেছে। তা ছাড়া জুয়ানা একটা রুপোর টি-সেট চেয়েছিল তাও কিনে দিয়েছে কেড। ইস জুয়ানাকে নিরস্ত করা উচিত ছিল কেডের। রুপোর টি-সেট ও কি ব্যবহার করবে?

কেড বলল, স্যাম, তুমি কিছু স্টক বিক্রী কর। ব্যাঙ্কের ওভার ড্রাফট মেটাতে, আমার খরচ চালাতে এখন হাজার দশেক ডলার ব্যাঙ্কে থাকা দরকার। করবে তো?

আরে বাজার খুব মন্দা যে। এখন বেচার সময় নয়, কেনার সময়।

যা হয় বেচ। আমার দশ হাজার ডলার চাই।

বেশ। তোমার কি স্টক আছে দেখব, যা পারি করব।

কেডের মনটা একটু হালকা হল।

এখন কাজের কথা শোন। বোস্টনের আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম মেক্সিকোর চিফেন-ইজো আর উক্সমলের ধ্বংসস্তূপের একসেট নতুন ফটো চায়। আমি আমার পুরনো ছবিগুলোর কপি আর প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠিয়ে দেব। ওরা তোমার হাতে ভোলা ছবি চায়। কি বল?

এই তো য়ুকাতান থেকে ফিরলাম।

সেটা কি আমার দোষ। তুমি তো আমায় জানাওনি তুমি কোথায় যাচ্ছ?

তিনশো ডলার আর খরচখরচা দেবে?

হ্যাঁ। কিন্তু দুজনের যাওয়া আসার খরচা দিতে পারব না। যদি বউকে নিয়ে যেতে হয় ওর ভাড়া তোমাকে দিতে হবে। কাজটার এক সপ্তাহ মতো সময় লাগবে।

এক সপ্তাহের কাজ করে তিনশো ডলার। গোল্লায় যাক ওরা।

ভ্যাল, অপরিণতের মত কথা বোল না। এ টাকাটা তোমার দরকার।

ওয়ান্ড ওকে এভাবে কোনদিনও কথা বলেনি। একটু ইতস্ততঃ করে কেড বলল, ঠিক আছে। ছবি দিলেই টাকা সঙ্গে সঙ্গে পাব তো?

নিশ্চয়। আচ্ছা, ফোন রাখছি এখন। কেড রান্নাঘরে গিয়ে দেখল জুয়ানা রান্নাবান্নায় ব্যস্ত।

বলল, ওয়ান্ডের সঙ্গে কথা বলছিলাম। একটা কাজ ঠিক হয়েছে। মেরিডায় ফিরে যেতে হবে।

জুয়ানা ভ্রূ কোঁচকাল।

কাজটা কি করতেই হবে?

আরে কাজ তো, হাজার হলেও।

কখন?

এই সপ্তাহের শেষাশেষি।

ঠিক আছে। আমাদের ফিরতে দেরি হবে না তো?

না মানে আমি একাই যাচ্ছি। কাজটা জটিল, ঝামেলার ব্যাপার। আমাকে মন দিতে হবে ভালো করে।

জুয়ানা অবাক হয়ে বলল, তার মানে তুমি আমায় নিয়ে যেতে চাও না? ।

না তা নয়। আমার কাজের ধরণটা এরকম। এক সপ্তাহ আমি থাকব না, তুমি কি করবে ডার্লিং?

আমি তোমার সঙ্গে গেলেই ভালো হত। দিনের বেলায় তুমি না হয় কাজ করতে রাতের বেলা তো আমরা একসঙ্গে থাকতে পারতাম।

কেড একটু ইতস্ততঃ করে বলল, ওরা আমার একার খরচ দিচ্ছে।

জুয়ানার কালো চোখ হঠাৎ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল।

কিন্তু তুমি তো বলেছিলে আমাদের অনেক টাকা আছে।

আছে। তা বলেই কি ছড়িয়ে ছিটিয়ে খরচ করতে হবে নাকি। আমার এখন একটু টানাটানি যাচ্ছে, তবে দুমাসের মধ্যেই আমি রয়্যালটি পাব। তখন সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি তোমার খুব খরচ করিয়ে দিচ্ছি না?

দেখ তুমি ঘর সামলাও, আমি টাকাপয়সার ব্যাপার দেখবো। দু মাস বাদে আমরা আবার বেড়াতে যাব।

আবার টেলিফোন বেজে উঠল। কেড ছুটে গিয়ে ফোন ধরল, তোমার স্টকের হিসেব দেখলাম। এখন বেচলে তিরিশ পার্সেন্ট লস দিচ্ছ তুমি?

চুলোয় যাক। ব্যাঙ্ককে বলা যাক লোন দিতে।

আরে তুমি কি খবরের কাগজে পড় না। লোনের ব্যাপারে এখন দারুণ কড়াকড়ি চলছে। লোন পাবে না।

কেডের অসম্ভব বিরক্তি বোধ হল। এমনিতেই টাকার জন্য মাথা ঘামাতে ওর চিরকাল খারাপ

বেশ। নিজেদের মধ্যে তিরিশ পার্সেন্ট লোকসানে কি এসে যায় বল? বিক্রী করে দাও তুমি। আমার টাকার দরকার।

অত টাকার কি দরকার তোমার। ওভারড্রাফটের টাকাটা মিটিয়ে দাও আর ব্যাঙ্কে দু হাজার ডলার রেখে চালাও না যতদিন না রয়্যালটি পাও?

দাও এ ছাই স্টক বিক্রী করে। আমি অত টেনেটুনে চালাতে পারছি না। কেড ফোন ছেড়ে দিল।

এখন টাকার টান পড়েছে বলে কেড খরচের ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে হয়ে উঠল। থান্ডারবার্ডের জন্য পেট্রোল, রেফ্রিজারেটর মেরামতি, এক ডজন হোয়াইট হর্স হুইস্কির বিল, সব জমা পড়ছে। বেপরোয়া ভাবে এক শিশি জয় এসেন্স কিনেছিল? এখন আফশোষ হচ্ছে। ওলমোদো বিল পাঠিয়েছে ওর ডার্করুম ভাড়া করার জন্য। জুয়ানার চার জোড়া জুতোর বিল। জীবনে এই প্রথম হিসেব করতে গিয়ে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল কেডের। টাকা এত দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে ও রীতিমতো ভয় পেয়ে যাচ্ছিল।

জুয়ানা গাড়ি চালিয়ে কেডকে মেরিডা যাবার প্লেনে তুলে দিল। কেডের বিষণ্ণতার ছোঁয়াচ তারও লেগেছে। প্রায় কথা না বলেই এরা সারা পথটা এসেছে। এয়ারপোর্টের কাছে আসতে কেড বলল, আমি না থাকলে তুমি কি করবে ডার্লিং।

যা হয় করে সময় কাটাব। তোমার সঙ্গে গেলেই ভাল করতাম। আমার খুব মন খারাপ লাগবে।

কেড বলল, রোজ সন্ধ্যায় তোমায় ফোন করব। আজ রাত আটটায় ফোন করব।

যুক্সমালে দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় কেড ক্রিলের টেলিফোন পেল।

ওখানে পৌঁছে কেড ভাবল টাকাপয়সা নিয়ে এত উতলা না হলেই সে পারত। জুয়ানার জন্য ওর খুবই মন খারাপ করছে। সন্ধ্যার পর ধ্বংসস্তূপের ছবি তোলার মতন আলো থাকে না। তাই সন্ধ্যাবেলাগুলোতে ওর নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ লাগে। আগের সন্ধ্যায় ও জুয়ানার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছে এক ঘণ্টা। আজও ফোন করতেই যাচ্ছিল, এমন সময় ক্রীলের ফোন এল।

আপনাকে জানানো দরকার সিনর, আজ সকালে আপনার ষাড়ের লড়াইয়ের ছবিশুদ্ধ ম্যাগাজিনগুলো পৌঁছেছে।

তাতে কি হল? কেড অধীর হয়ে ঘড়ি দেখল। জুয়ানা তার ফোনের জন্য অপেক্ষা করছে।

এখানে সবাই খুব চটে গেছে। আমি তো আপনাকে বলেছিলাম ডিয়াজ এখানে খুবই জনপ্রিয়। সবাই খেপে আছে।

তা আমাকে কি করতে হবে? মাথা চাপড়ে কাঁদতে হবে?

আমার মনে হল আপনাকে আমার জানানো দরকার যে আজ বিকেলে কেড আমার গাড়ির চারটে টায়ার কেটে দিয়েছে। এমন কেড করেছে যে জানে আপনাকে আমি ছবিগুলো তুলতে সাহায্য করেছি?

কেড সচকিত হয়ে উঠল। আমি দুঃখিত অ্যাডাফো? তুমি জান কে এ কাজ করেছে।

আমার মনে হয় ক্ল্যানোকো। আমি তো আপনাকে বলেছিলাম ও ডিয়াজকে দেবতা মনে করে?

আমি খুবই দুঃখিত। তুমি নতুন টায়ার কিনে নাও। আমার নামে বিল করো।

না, না, তা বলছি না আমি। আমি শুধু আপনাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি সিনর। আপনার ওরা ক্ষতি করবে আমার ধারণা। আপনি সাবধানে থাকবেন।

গোল্লায় যাক ওরা। আমায় কিছু করলে ওদের মাথা ভেঙ্গে দেব আমি। শোন তুমি টায়ার কেন, আমার নামে বিল পাঠাও।

অনেক ধন্যবাদ সিনর, তবে সাবধান সিনর। ভালই হয়েছে আপনি এখন এখানে নেই। আপনি ফিরে আসতে আসতে এদের রোষ অনেকটা কমে যাবে।

হঠাৎ জুয়ানার কথা মনে হল কেডের।

আমার স্ত্রীর কিছু হবে না তো অ্যাডোলফো? কেড সাংঘাতিক ঘাবড়ে ফোনের রিসিভারটা আঁকড়ে ধরল।

ক্রিল হাসল। না সিনর, সিনোরা কেড একদমই নিরাপদ, কেন না উনি নিজেকে বাঁচাতে পারেন। তার ওপর উনি মেক্সিকান, তার উপর অপূর্ব সুন্দরী।

কেড স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ঠিক বলছ তো?

ঠিক না জানলে আমি আপনাকে একথা বলতামই না। কিন্তু আপনি সাবধানে থাকবেন, সিনর, আপনার জন্য আমার খুবই দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

হ্যাঁ, আমি সতর্ক থাকব, তোমায় কথা দিচ্ছি। ও ফোন ছেড়ে দিল।

সিগারেট ধরিয়ে ও জুয়ানাকে ফোন করল। জুয়ানা ফোন ধরল একটু দেরী করে।

ক্রিলের কথাগুলো কেড জুয়ানাকে বলল। নিজের কথা ভাবছি না আমি, কিন্তু তুমি একলা আছ। বড় চিন্তা হচ্ছে।

আমার জন্য চিন্তা কর না। আমি রেনাদোর সঙ্গে কথা বলব। ও বদমাসটাকে উচিৎ শিক্ষা দেবে। তোমার খবর কি বল? কেড হঠাৎ উত্তেজনায় টানটান হয়ে উঠল। ও যেন

শুনল একজন পুরুষ কি বলে উঠল। ডার্লিং তুমি কথা বলছ না কেন? জুয়ানা বলল। কেড কান পেতে আবার শোনার চেষ্টা করল। না, এবার কোন আওয়াজ ভেসে এল না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ এখানকার কাজ ঠিকই চলছে। তোমার ঘরে কি কেড আছে জুয়ানা?

আমার এখানে না তো, একথা জিজ্ঞেস করছো কেন?

মনে হল একটা লোক তোমার সঙ্গে কথা বলল।

জুয়ানা হেসে উঠল, ও তো রেডিও। একটা নাটক শুনছিলাম। এখনি রেডিওটা বন্ধ করে দিলাম।

কেড জোরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

তুমি কি করছ একা একা? জুয়ানা অনেকক্ষণ বকরবকর করল, তারপর বলল, না তোমার আর পয়সা নষ্ট করা উচিৎ হবে না। গুডনাইট ডার্লিং।

নীচে রেস্টুরেন্টে যেতে যেতে কেড উপলব্ধি করল জুয়ানা তার কতখানি জুড়ে আছে। কী নিঃসঙ্গ কী একাকী যে লাগছে নিজেকে। ওয়েটারকে বলতে ওয়েটার কেডকে একটা খবরের কাগজ এনে দিল। খেতে খেতে কে কাগজ পড়তে লাগল। খাওয়া যখন শেষ হয়ে এসেছে ও রেডিও আর টেলিভিশনের প্রোগ্রাম পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে স্তব্ধ হয়ে গেল কেড, হাত থেমে গেল তার। আজ মেক্সিকো রেডিয়োতে কোন নাটকের প্রোগ্রামই নেই! কেডের মন : ঈর্ষায় জ্বলে উঠল। এখন ও নিশ্চিত যে পুরুষ কণ্ঠই সে

শুনতে পেয়েছিল জুয়ানার ঘরে। এর মধ্যেই জুয়ানা ওর সাথে প্রবঞ্চনা করতে শুরু করেছে? মনের অস্থির যন্ত্রণা থামাতে ও প্রাণপণে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল সবটাই তার কল্পনা। কেড ছিল না জুয়ানার ঘরে। কিন্তু জুয়ানা কেন প্রোগ্রাম নিয়ে মিছে কথা বলল! ঘরে ফিরে এসেই ও জুয়ানার সঙ্গে কথা বলতে চাইল। তখন দশটা বাজে। অপারেটর মেয়েটি বলল, ওদিক থেকে কেড ফোন ধরছে না। কেড ওকে আবার চেষ্টা করতে বলল। আর অসহ্য রাগে যন্ত্রণায় ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। ওয়েটারকে বলল এক বোতল টেকুইলা, বরফ ও লেবু আনতে। কত কি তার মনে আসতে লাগল, এখন নিশ্চয়ই জুয়ানা তার পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে রয়েছে। যত ভাবছে তত মাথা পাগল পাগল লাগছে তার।

মাঝরাত পেরিয়ে গেল। টেকুইলার বোতল অর্ধেক খালি কেড প্রায় পুরো মাতাল। অপারেটর মেয়েটিকে কিছুক্ষণ পরপরই বলছে কি হচ্ছে ওদিকে। বারোটা পয়তাল্লিশ মিনিটে ফোন বেজে উঠল। কেড টলতে টলতে রিসিভার ধরল, কোন চুলোয় গিয়েছিলে? তীব্র ক্রোধে কে বলে উঠল। অপর প্রান্তে জুয়ানা হ্যালো বলতেই।

তুমি কথা বলছ। কি মজা। এইমাত্র তোমার কথা ভাবছিলাম।

কোথায় গিয়েছিলে? কৈড় প্রায় চেঁচাতে লাগল।

খোঁজ করেছিলে নাকি। আনা এসেছিল, আমরা সিনেমায় গিয়েছিলাম। আনা সেই বিয়ের সাক্ষী মেয়েটা।

মিথ্যে কথা বল না। তুমি কোন পুরুষের সঙ্গে বেরিয়েছিলে...কে?

জুয়ানা নিশ্বাস টানল জোরে। ভ্যাল তুমি কি মদ খাচ্ছ নাকি?

তাতে তোমার কি? বল ওই পুরুষটা কে।

কোন পুরুষই আসেনি। আমি আনার সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। বিশ্বাস না হয় আনাকে ফোন কর। ওর ফোন নম্বর দিচ্ছি তোমাকে।

আমি আসছি। কাল একটা হেস্তনেস্ত করব। কেড দুম করে ফোন নামিয়ে রাখল। কম্পিত হাতে কেড গ্লাসে দু ইঞ্চি টেকুইলা ভরে খেয়ে নিল এক ঢোকে। তারপর থরথর করে কাঁপতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তারপরই হাতের গ্লাস হাত থেকে পিছলে গেল আর ও বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গল কেডের মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। ও পরপর চারটে অ্যাসপিরিনের বড়ি খেল। কিন্তু মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হতেই লাগল। তারপরে ঠাণ্ডা জল খেয়ে পরপর তিন পেয়ালা কফি খেল। এবার একটু স্থির হয়ে চিন্তা করতে লাগল সে কি করবে। জুয়ানা মিথ্যে কথা বলেছে তার কোন সন্দেহই নেই। ওর মনে হল এক্ষুণি ও জুয়ানার কাছে ছুটে গিয়ে কৈফিয়ৎ চায় কেন জুয়ানা তাকে মিথ্যে বলল, মিউজিয়ামের কাজ চুলোয় যাক। মনের শান্তির কাছে তিনশো ডলার কি? কিছুই না। সে তাড়াতাড়ি হোটেলের বিল মিটিয়ে দিল আর প্রায় ছুটে এয়ারপোর্টে চলে এল। মাঝপথে কাজটা ছেড়ে দিলে স্যাম ওয়াল্ড কি বলবে তাকে? ভেবে উদ্বিগ্ন হল কেড। হঠাৎ তার মনে হল কাজটা শেষ না করায় সে প্লেনের যাওয়া আসার ভাড়া আর হোটেল বিলের টাকাও পাবে না। ইস্ এই সময় এত বাজে খরচা হয়ে গেল। মনটা তেতো হয়ে গেল। জুয়ানা

ওর জন্যেই বসে ছিল। মুখ সাদা, মনে হয় সারারাত ঘুমায় নি। কেড রুক্ষ গলায় বলল, একটা ফয়সালা হয়ে যাক। আমি তোমার ঘরে স্পষ্ট একটা পুরুষের গলা পেয়েছি। কাল রাতে রেডিয়োতে কোন নাটকের প্রোগ্রামও ছিল না। এতেই প্রমাণ হয় তুমি মিথ্যেবাদী।

জুয়ানা ওর দিকে ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে বলল, জানই যদি আমি মিথ্যেবাদী তাহলে ফিরে এলে কেন?

কেডের মনে ভয় আঁকড়ে ধরল।

ফিরে এলাম কেন? কী বলছ তুমি। আমি তোমার স্বামী, আমি তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাই?

কোন কৈফিয়ৎ দেব না আমি। আমি নাটক শুনছিলাম, তার জন্য কৈফিয়ৎ দেব কেন?

মিথ্যে কথা। কোন নাটক শুনছিলে তুমি? নাটকের নাম কি?

জুয়ানা উদ্ধত ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াল। ওর কালো চোখে আগুন ঝরতে লাগল।

নাটকটা ছিল য়ু কানট টেক ইট উইথয়ু। নিউ অরলিয়েনস থেকে শর্টওয়েভে শোনা যাচ্ছিল। ক্রিলকে বল, তোমাকে খবর দিয়ে দেবে। তুমি অসম্ভব নির্বোধ, সন্দিগ্ধচিত্ত আর নিষ্ঠুর। আমি তোমায় ভালবাসি না।

কেডের ভয়ে দম বন্ধ হয়ে গেল। জুয়ানাকে সে যেতে দিতে পারে না। কেড উত্রান্ত ভাবে জুয়ানা, জুয়ানা ডাকতে ডাকতে ওর পেছন পেছন ছুটতে লাগল।

.

০৪.

জুয়ানার মন ফেরাতে রাত হয়ে গেছে। এক ঘণ্টারও বেশি সময় বন্ধ শোবার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কাকুতি মিনতি করেছে কেড। বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করেছে।

আমি মিথ্যেবাদী। তুমি আমায় বিশ্বাস কর না, আমায় ভালবাস না। জুয়ানা রুদ্ধ কণ্ঠে বলেছে।

অনেক অনুনয় বিনয় করে প্রায় নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করার পর জুয়ানার মন একটু নরম হল।

জান আমি কাল সারারাত ঘুমাই নি। তুমি আমাকে ভীষণ আঘাত করেছ। তুমি খারাপ, খুব খারাপ।

বিশ্বাস কর আর কখনও এরকম হবে না। শেষমেষ জুয়ানা কেডের বাহুতে ধরা দিয়েছে। কেড হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। আবার ওরা নেই রেস্টুরেন্টে খেতে গেল। আবার কেড শ্যাম্পেনের অর্ডার দিল। খরচের কথা খেয়াল করলই না। তার তো ডাইনার্স ক্লাবের কার্ড আছে। পরে দেখা যাবে। ঘুমিয়ে পড়বার আগে কেড ঠিক করল জুয়ানার মন পেতে ও ওকে একটা উপহার দেবে। একটা ওমেগা স্বয়ংক্রিয় ঘড়ি। এখনো কিছু স্টক বাকি আছে তার। তিন মাসের মধ্যে রয়্যালটির টাকাও পেয়ে যাবে।

পরদিন ক্রিলকে কেড ফোন করে বলল একটা ঘড়ি দেখতে। ক্রিল বলল বিকেলের মধ্যেই ও ঘড়ি পৌঁছে দেবে। তারপর কেড ভয়ে ভয়ে স্যাম ওয়াল্ডকে ফোন করল।

স্যাম আমি য়ুকাতানে যাচ্ছি না। তোমাকে ছবিগুলি ফেরত পাঠাচ্ছি। মানে যাওয়া আসার পরিশ্রম আর খরচা উঠবে না স্যাম। আর কোন কাজের কথা থাকলে বল।

ওয়াল্ড বিরক্ত হল, আমি ওদের বলেছিলাম তুমি রাজী আছ...।

অন্য কোন কাজের খবর স্যাম?

ঠিক এখনি কিছু হাতে নেই তবে হ্যারি জ্যাকসনের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। ও তোমার ষাড়ের লড়াইয়ের ছবিগুলো দেখে একদম পাগল হয়ে গেছে। ও লাইফম্যাগাজিনের সঙ্গে কথা বলেছে। নিউ অরলিয়নসের ডিক্সি র‍্যান্ডের ওপর একটা প্রবন্ধ লেখার কথা হয়েছে। যদি ডিলটা হয়, তোমাকে ছবি তুলতে হবে। কাজটায় ভাল টাকা থাকবে ভ্যাল, কাল তোমায় সঠিক জানাব।

বেশ। আরেকটা কথা আরো কিছুস্টক বেচে দাও আমার। আমার পাঁচ হাজার ডলার দরকার।

দোহাই তোমার। তোমাকে তো বলেছি...

স্যাম মনে রেখ টাকাটা আমার।

জানি এটা তোমার টাকা কিন্তু তোমার অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে তোমার ভ্যাল? তোমার একুশ হাজার ডলারের স্টক আছে এখন বেচলে মোটে ১৫ হাজার ডলার পাবে।

রয়্যালটি তো পাব?

শোন ভ্যাল....

পাঁচ হাজার ডলার আমার চাই। বলে ফোন রেখে দিল কেড।

ঘড়িটি ঠিক সময়ে এল। অপূর্ব অপরূপ ঘড়িটি, আগাগোড়া হীরে বসানো। কেড জানে এটা পেলে জুয়ানা যেমন খুশী হবে আর কিছুতে নয়। তাই-ই হল। সেই রাতে কেডের ভাগ্য খুবই প্রসন্ন হল। দুজনের মধ্যে ভালবাসা যেন উপচে পড়ছিল।

স্যাম ওয়াল্ড তারপর দিন সকালে ফোন করে বলল, নিউ অরলিয়নসের কাজটা ঠিক হয়ে গেছে। আর সে কেডের স্টক চল্লিশ পার্সেন্ট লোকসান দিয়ে বেচে দিয়েছে। স্যাম আরও বলল, শুক্রবার জ্যাকসন নিউ অরলিয়নসের ফনটেন র মোটর হোটেলে থাকবে। এটা সিন্ডিকেটের কাজ। তুমি হয়তো নয় হাজার ডলার পর্যন্ত পেতে পারো! শুনে যারপরনাই আনন্দ হল কেডের। আমি ঠিক পৌঁছে সব-স্যাম, ধন্যবাদ।

ও জুয়ানাকে ছুটে গিয়ে বলল ওরা শুক্রবার নিউ অরলিয়নসে যাচ্ছে। জুয়ানাও খুব খুশী হল। তারপরেই কেড ফ্রিলকে বলল ট্রেনে সীট রিজার্ভ করতে। আর হোটেলে একটা বড় ঘর বুক করতে। ডিনারের পর কেড বলল চল একটু গাড়িতে ঘুরে আসি। জুয়ানাতে থান্ডারবার্ড চালানোর একটা সুযোগ পেলেই হয়। ও লাফিয়ে উঠল।

একসঙ্গে বেরিয়ে ওরা গ্যারেজের কাছে এল। এবং অকস্মাৎ গ্যারেজের কাছে একটা গাছের ঝোঁপ থেকে একটা বিরাট ছায়ামূর্তি এসে ঘিরে ধরল তাদের।

দেখো, সাবধান, জুয়ানা তার ভারী হাতব্যাগটা একটা লোকের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে চেঁচাতে শুরু করল।

ঘটনার আকস্মিকতায় কেড নিজেকে সামলাতে না সামলাতেই দুজন বেঁটে মেক্সিকান ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেড লাথি মারার চেষ্টা করল। সজোরে একটা ঘুষি পড়ল ওর মুখে। সমানে গালাগালি দিয়ে ওরা কেডকে চড় ঘুষি লাথি মারতে লাগল।

জুয়ানার আর্তনাদ ততক্ষণে থেমে গিয়েছে। কেড বহুকষ্টে ঠেলেঠুলে ওঠবার চেষ্টা করতেই আরেকটা ছায়ামূর্তি তেড়ে এল ওর দিকে। সোজা হয়ে দাঁড়াতেনা দাঁড়াতেই ও আবার পড়ে গেল। আবার হাঁপাতে হাঁপাতে ওঠার চেষ্টা করতেই ও সভয়ে দেখল একটা লোহার ডাণ্ডা পড়ছে ওর মাথায়। কেড হাত তুলে নিজেকে বাঁচাতে গেল, কিন্তু দেরী হয়ে গেছে। কেড চারিদিকে আগুনের হল্কা দেখল তার পর চৈতন্য হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল। চেনা হারাবার আগে কেড নিজের গলার গোঙানি শুনতে পেল মনে হল যেন তার মাথা দুটুকরো হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে তলিয়ে যেতে যেতে সে জুয়ানার খোঁজ করছিল।

জুয়ানা, ক্রিল আর স্যাম ওয়ার্ল্ড হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করছিল। জোসে পিন্টো নামে তরুণ মেক্সিকান ডাক্তারটি সেই সময়ে ঘরে এল। ওয়াল্ড নিউইয়র্ক থেকে ছুটে এসেছে। ওয়াল্ড লম্বা, মোটা আর অসম্ভব উদ্যম আর প্রাণশক্তি ওর। বছর চল্লিশ

বয়স। জুয়ানার সৌন্দর্য ওকে এতটুকু টলাতে পারেনি। জুয়ানা আক্রমণের ব্যাপারে তেমন কিছুই বলতে পারেনি। বলেছে ওরা পাঁচজন ছিল। জুয়ানার মাথায় ওরা কম্বল চেপে ধরেছিল তাই জুয়ানা কিছুই দেখতে পারেনি। জুয়ানার আর্তনাদ শুনেই প্রতিবেশীরা পুলিশকে ফোন করে। মেক্সিকানরা খুব উদাসীন বিশেষ করে সংকটের সময়ে। যথারীতি যখন পুলিশ এল আততায়ীরা তখন পালিয়ে গেছে। ওরা এসে দেখল গ্যারাজে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে, থান্ডারবার্ড ততক্ষণে পুড়ে একটা ধ্বংসস্তূপ, কেড জীবন মৃত্যুর মাঝখানে। ওকে তখনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনদিন পর স্থির হয় অপারেশন হবে।

ওরা উদ্বিগ্ন চোখে পিন্টোর দিকে তাকাল। ডাক্তারটি বলল, খুব সামলে নিয়েছেন উনি। ওর মাথার খুলির হাড় ভেঙ্গেছে তবে আশা করি জোড়া লেগে যাবে। আমরা আশা করছি মাসখানেকের মধ্যেই উনি সুস্থ হয়ে যাবেন।

আমি দেখতে পারি ওকে? জুয়ানা জিজ্ঞেস করল। কালকের আগে নয়। পরে একটা কাফেতে ঢুকে জুয়ানা ওয়াল্ডের সাথে কথাবার্তা বলছিল। হাতের নখ খুটতে খুটতে বলল ও, দৈনিক খরচা লাগবে। আরো অনেক রকম খরচা আছে। আমার একটা নতুন গাড়ির দরকার...

ওয়াল্ড শীতল চোখে জুয়ানার দিকে তাকাল। ওর এখন তেমন টাকা নেই। কাণ্ডজ্ঞানহীন মাতালের মতন ইদানীং ও টাকা উড়িয়েছে। তারপর জুয়ানার হাতের হীরের রিস্টওয়াচটার দিকে তাকিয়ে বলল, টাকার দরকার থাকলে এটা বিক্রী করুন।

ইনস্যুরেন্স কোম্পানী গাড়ির টাকা দেবে। যে কটা টাকা আছে কেড হাসপাতাল থেকে বেরোলে ওর কাজে লাগবে।

জুয়ানার চোখ কঠিন হল। রাগে দাঁড়িয়ে উঠে জুয়ানা বলল, কেড সব সময় বলেছে আপনি ওর বন্ধু। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। ও কখনোই চাইত না আমি ঘড়িটা বেচে দিই। কক্ষনো না।

ওয়াল্ড অবজ্ঞার দৃষ্টিতে জুয়ানার দিকে তাকাল। ওয়াল্ডের কাছে জুয়ানা একটা সুন্দরী বেশ্যা মাত্র।

আমি ওর প্রকৃত বন্ধু বলেই বলছি ওই ঘড়ি আর যা দামী দামী উপহার আছে সব বেচে দিতে। ওর যে কটা টাকা আছে আমি তা আগলে রাখছি মহোদয়া। আপনি তার কানাকড়িও পাবেন না।

সুগঠিত কাধ দুটি আঁকিয়ে মুখ ফিরিয়ে রাগে গরগর করতে করতে জুয়ানা বেরিয়ে গেল।

পরদিন সর্বপ্রথম ওয়াল্ডই কেডকে দেখতে গেল।

ছোট সাদা ঘরটায় ঢুকেই কেডের মুখ দেখে ওয়াল্ড বুঝল কেড অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

কেড বলল, এসেছ ভাল করেছ স্যাম। জুয়ানার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

কাল হয়েছিল। উনি ভালই আছেন।

কেড আগ্রহভরা চোখ তুলে বলল, আমাকে কখন দেখতে আসবে বলল কিছু?

বলেন নি বটে, তবে মনে হয় আজ আসবেন। তোমার কেমন লাগছে এখন?

কেড মুখ বিকৃত করে বলল, ব্যাপারটা একটা অভিশাপের মতন হল স্যাম। তার মানে নিউ অরলিয়ান্সের কাজটা হাতছাড়া হয়ে গেল।

জ্যাকসন অপেক্ষা করতে পারল না। ও লুকাসকে কাজটা দিয়ে দিল।

কেড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। তারপর একটু ভেবে ওয়াল্ডকে বলল, জানি না জুয়ানার হাতে কেমন টাকাপয়সা আছে। চাইলে কিছু দিও ওকে।

উনি চালিয়ে নেবেনখন। তোমার বাকি স্টক কটা রাখা দরকার। তুমি যখন হাসপাতাল থেকে বেরোবে, তোমার টাকা লাগবে।

তা হয়তো ঠিক...ঠিক আছে আমি ওর সাথে কথা বলব।

ঘটনাটা কি হয়েছিল বলত?

আমার তোলা ষাঁড়ের লড়াইয়ের ছবিগুলো ওরা পছন্দ করেনি। অ্যাডালফো সাবধান করে দিয়েছিল বটে, কিন্তু আমি কান দিইনি। গাড়িটা গেছে, তাই না?

হা।

একটা নতুন গাড়ির দরকার হবে ওর।

ইনস্যুরেন্স কোম্পানী সেটা দেখবে এখন। ওর জন্য ভেবনা। উনি নিজেকে দেখতে জানেন। শোন ভ্যাল, আমাকে নিউইয়র্কে ফিরতে হবে। বলে যাচ্ছি, যখনই তুমি সুস্থ হবে তোমার জন্য একগাদা কাজ ঠিক করে রাখব। তুমি ভালভাবে সেরে ওঠ, আমি এদিকটা দেখছি।

ওয়াল্ড চলে যাবার পর কেড চোখ বুজে থাকল। মাথায় খুবই যন্ত্রণা হচ্ছে। ওয়াল্ডের আগে জুয়ানা কেন তাকে দেখতে এল না? জুয়ানা এল বিকেলের দিকে।

তোমাকে দেখে এত ভাল লাগছে। কেমন আছ? খুব যন্ত্রণা হচ্ছে? জুয়ানা জিজ্ঞেস করল।

আমি ঠিক আছি। তোমার খবর কি? আমার জন্য মন কেমন করছে কি?

নিশ্চয়ই। হাসল জুয়ানা, তারপর বলল, এত কিছু সামলাতে হচ্ছে আমাকে কি বলব। ইনস্যুরেন্সের লোকেরা গাড়ি নিয়ে ঝামেলা করছে। বলছে ইচ্ছে করে টাকা পাবার জন্য আমরা দুর্ঘটনা ঘটিয়েছি। একজন উকিলের সঙ্গে কথা বলতে হল। তিনি মনে করেননা ওরা টাকা দেবে। বাড়িওয়ালা বাড়িটা ইনসিওর করে রাখে নি। ও টাকা চাইছে।

কেডের মাথা যন্ত্রণায় দপদপ করছে। ও জোর করে হাসি টেনে আনল।

ওসব নিয়ে ভেব না ডার্লিং। আমি সেরে উঠে সব ব্যবস্থা করব।

কিন্তু আমার যে গাড়ি নেই। ট্যাক্সিও পাওয়া যায় না। আমরা একটা গাড়ি কিনতে পারি?

নিশ্চয় নিশ্চয়। ব্যাঙ্কে কত আছ জানিনা তবে কুলিয়ে যাবে। ওই ড্রয়ারে আমার চেকবুক আছে। আমি ব্ল্যাঙ্ক চেক সই করে দিচ্ছি। তবে সবটা যেন তুলে নিও না সোনা।

জুয়ানার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চেকবুক আর কলম নিয়ে তক্ষুণি কেডের কাছে এল।

ক্রিলকে বোল, ও সস্তায় ব্যবস্থা করে দেবে। যতদিন না সেরে উঠি একটু হুঁশিয়ার হয়ে খরচ করতে হবে।

আমার এক বন্ধুর গাড়ির ব্যবসা আছে। ক্রিকে আর বিরক্ত করব না। তারপর ঘড়ি দেখে জুয়ানা বলল ডাক্তার আমাকে কয়েকমিনিট থাকতে বলেছে। তোমাকে আর বিরক্ত করবনা। কাল যদি নাও আসি চিন্তা কর না কেমন। আমি যখনই পারব আসব।

কেডের মাথার যন্ত্রণা এত বেড়ে গেছে ওর মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল, ঘামছিল দরদর করে। বলল, একমিনিট জুয়ানা, তুমি রেনাদোর সঙ্গে কথা বলেছিলে, ক্ল্যানোকোই তো ব্যাপারটা ঘটিয়েছে, তাই না?

জানি না। যে কেড হতে পারে। ওই ফটোগুলো নিয়ে অনেকেই ক্ষেপে আছে।

কিন্তু বেনাদোর সঙ্গে কথা বলেছিলে?

জুয়ানা কেডের দিকে না তাকিয়ে বলল, এই..মানে ভুলে গিয়েছিলাম। তবে অন্য কেড হতে পারে। আচ্ছা এখন চলি ডার্লিং। তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ। বলে চলে গেল।

জুয়ানা চলে যাবার পর খুবই বিচলিত হয়ে পড়ল কেড। ডাঃ পিন্টো ওকে দেখে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন এ কদিন কেড ওর সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। না, শুনুন আপনার ভালর জন্য বলছি। আপনাকে এখন ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি। আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন।

কেড বলল, আমার স্ত্রীকে টেলিফোন করে বলবেন যদি আমাকে দেখতে না–ই পায়, এতটা পথ আসবার দরকার নেই।

ঠিক আছে, আমি টেলিফোন করব।

ঘুমের ওষুধ খাওয়ার আগে জুয়ানা যে এককাড়ি সমস্যার কথা বলেছিল মনে পড়ল কেডের। সেরে উঠে মহা ঝঞ্ঝাটে পড়বে ও। মনে মনে প্রার্থনা করল, জুয়ানা যেন ব্যাঙ্কের সব টাকা না তুলে নেয়। তারপরেই মনে পড়ল জুয়ানার হাতঘড়ির দাম দেওয়া বাকি এখনও। গ্যারেজের ব্যাপারটা একটা ঝামেলা হয়ে রইল। বাড়িওয়ালাকেও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেডের হঠাৎ মনে হল তার আগেকার নিশ্চিন্ত আরামের জীবন যেন চিরতরে শেষ হয়ে গেছে।

এক সপ্তাহ কেটে গেল। কেডকে বেশিরভাগ সময়েই ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। ওর মাথার যন্ত্রণা এখন অনেক কম। বুঝতে পারছে ক্রমশঃ ও শক্তি ফিরে পাচ্ছে। সবচেয়ে শক্তি দিয়েছে ওকে জুয়ানার রোজ সকালে পাঠানো একতোড়া

ফুল। ফুলের সঙ্গে সবসময়েই একটা কার্ড থাকে। তাতে লেখা থাকে, আমার ভালবাসা নাও, জুয়ানা। কেড আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। আটদিনের দিন কেড ডাঃ পিন্টোকে জিগ্যেস করল সে জুয়ানাকে দেখতে পারে কিনা। ডাক্তার মাথা নাড়ল, না, এখন আপনার কাছে কোন লোক না আসাই ভাল। আপনার স্ত্রী আপনাকে বিব্রত করবে বলছি না। কিন্তু তারও তো নিজের সমস্যা থাকতে পারে। এখানে শুয়ে আপনি কি বা করতে পারেন। এক সপ্তাহের মধ্যে আপনার হাড় জোড়া লেগে যাবে। দেখবেন তারপর আপনি কি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

ওকে একটু জানিয়ে দেবেন দয়া করে।

ডাঃ পিন্টো মুখটা ফিরিয়ে নিলেন। বলে দেব।

দ্বিতীয় সপ্তাহ যেদিন শেষ হল কেড জানলার ধারে ইজিচেয়ারে বসেছিল। বেশ ভাল লাগছিল শরীর। জুয়ানার সঙ্গে দেখা করার জন্য ও অধীর হয়ে গিয়েছিল। ডাঃ পিন্টো যখন ওকে দেখতে এলেন কেড সেই কথাই ওকে বলল। ডাঃ পিন্টো ভাবলেশহীন মুখে বললেন, ঠিক আছে, আমি ফোন করব? কাল বিকেলে আসতে বলব, কেমন?

আজ বিকেলে। কেড জোর দিয়ে বলল, আমি বুঝতে পারি না এই ঘরে টেলিফোন নেই। কেন।

পিন্টো বললেন, এখানে আমরা মাথার আঘাতের চিকিৎসা করি সিনর। তাই রোগীদের ঘরে টেলিফোন থাকে না।

আর কতদিন এখানে থাকতে হবে আমাকে?

আর এক সপ্তাহ। তারপরও মাঝে মাঝে চেকআপের জন্য আপনাকে এখানে আসতে হবে।

এতে তো খরচ হচ্ছে প্রচুর। তাছাড়া ডক্টর আমাকে কাজও শুরু করতে হবে।

করবেন তবে এক সপ্তাহ বাদে।

কেড জুয়ানার কার্ডটা উল্টেপাল্টে দেখল। আজ সকালেও একজোড়া কারনেশন ফুল এসেছে কেডের কাছে।

কেড হঠাৎ শিশুর মতন হেসে বলল, আচ্ছা বলুনতো, আমার স্ত্রীর এত খরচা করার দরকারটা কি। এসব বন্ধ করতেই হবে ওকে।

ডঃ পিন্টো কেডের দিকে তাকালেন না। আমাকে যেতে হবে সিনর। বলে বেরিয়ে গেলেন।

কেড ডঃ পিন্টোর যাওয়ার দিকে অস্বস্তি ভরা চোখে তাকাল। লোকটা যেন কী রকম।

বেলা তিনটে থেকেই কেড অধীর আগ্রহে জানালার পাশে বসে রইল। কতদিন বাদে সে জুয়ানাকে দেখতে পাবে ভেবে তার বুকে আনন্দের শিহরণ হচ্ছিল। সে জুয়ানার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ, পিরামিড অফ দি মুনের নীচে তার বিয়ের প্রস্তাব, তাদের হনিমুন সবকিছুর কথা ভাবছিল। বড় অভাব ছিল তার জীবনে স্নেহ ভালবাসার। জুয়ানা তাকে ভরিয়ে

দিয়েছে। জুয়ানা সঙ্গে থাকলে সে ভবিষ্যতকে ভয় করে না। সে আবার ঠিক টাকা রোজগার করবে। তাদের জীবন আবার সুখে আনন্দে ভরে যাবে।

দরজায় টোকা পড়ল।

এসো ডার্লিং। উত্তেজনায় কেড়ের বুক ধকধক করতে লাগল। এক্ষুণি সে জুয়ানাকে দেখতে পাবে।

দরজা খুলে অ্যাডোলফো ক্রিল ঘরে ঢুকল। উসকোখুসকো চেহারা বরাবরকার মন। ময়লা পোষাক। দরজায় দাঁড়িয়ে ঘামছে আর ইতস্ততঃ করছে।

হ্যালো আডোলফো, তুমি আসবে তা ভাবি নি। কি করছ এখানে? ক্রিল চোখ তুলে তাকাল।

কেড দেখল ফ্রীলের চোখ ছলছল করছে। কেড অধীরভাবে বলল, আমি জুয়ানার জন্য অপেক্ষা করছি, ক্রিল। তুমি বরঞ্চ কাল এসো।

উনি আসবেন না সিনর কেড।

কেড ওর দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। এই একটা কথায় ওর হৃদয়ের স্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে গেছে।

মানে ওর কি অসুখ করেছে?

না না।

তবে কি হয়েছে? বোকার মতন দাঁড়িয়ে থেক না। জুয়ানা আসবে না কেন?

উনি এখানে নেই, সিনয়। ক্রিল ঢোক গিলে বলল।

কি যা তা বলছ, আজ সকালেও আমি ওর পাঠানো ফুল পেয়েছি।

ক্রিল জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এখানে নেই তো কোথায় গেছে?

উনি স্পেনে, সিনর।

কেড চেঁচিয়ে বলল, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ নাকি? স্পেনে ও করছেটা কি?

ক্রিল ঠোঁট কামড়ে বলল, স্পেনে ষাঁড়ের লড়াইয়ের মরসুম শুরু হয়েছে।

কেড প্রাণপণে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করল। ওর কপালের শিরা দপদপ করতে লাগল। একটা ভয়ের স্রোত পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে নামতে লাগল।

ষাঁড়ের লড়াইতে জুয়ানার কি? তুমি কি বলতে চাইছ জুয়ানা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে?

ক্রিল ইতস্ততঃ করে মাথা নাড়ল।

কেড পনেরটা কার্ড তুলে ক্রিলকে দেখিয়ে বলল, মিথ্যে বলছ তুমি। পাগল হয়ে গেছ তুমি। আজ সকালেও আমাকে ফুল পাঠিয়েছে।

আমি পাঠিয়েছি সিনর। ক্রীল মাথা নীচু করে বলল। আপনার সঙ্গে এরকম মিথ্যাচার করেছি। বলে খুবই খারাপ লেগেছে আমার। কিন্তু ডাক্তার বলেছিলেন এসময় আপনাকে কোন খারাপ খবর দেওয়া চলবে না।

তুমি...তুমি পাঠিয়েছে?

হ্যাঁ সিনর। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আপনাকে ভাল করে তোলা। কার্ডগুলো আমার হাতে লেখা। আমি ভেবেছিলাম সিনরার হাতের লেখা হয়তো আপনি চেনেন না।

কেডের গলা কাঁপতে লাগল। সে হিসহিস স্বরে বলল, কিন্তু আমি তো পনেরটা কার্ড পেয়েছি। ও কবে গেল?

আপনি এখানে যেদিন আসেন তার পরের দিনই।

কেড চোখ বন্ধ করে ফেলল। শুধু টাকার জন্যই তাহলে জুয়ানা তার কাছে এসেছিল। তার সামনে পৃথিবীটা দুলে উঠল যেন।

বলো আরও বলো। কেড রাগে দুঃখে অভিমানে প্রায় বুজে যাওয়া গলায় বলল। আরো তো বলার আছে না? সহসা তার কাছে সব কিছু দিনের আলোর মতন পরিষ্কার হয়ে গেল।

হ্যাঁ। পেড্রো ডিয়াজ। দুঃস্বপ্নের মতন এ ভয়ংকর সত্য কিছুতেই মিথ্যে হতে পারে না।

পেড্রো ডিয়াজ।

ধন্যবাদ অ্যাডোলফো। তুমি দয়া করে এখান থেকে চলে যাও। আমায় একা থাকতে দাও।

ক্রিল বলার চেষ্টা করল সে কতটা মর্মাহত। কিন্তু কেডের স্তম্ভিত যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে তাকিয়ে তার চোখে জল এসে গেল। মোটা মানুষটি তার ময়লা রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ক্রিল আগে থেকেই ডাক্তারকে সাবধান করে দিয়েছিল। উনি রুগী দেখে তাড়াতাড়ি কেডের ঘরে এলেন।

এসে দেখেন কেড পোষাক পরে টরে জ্যাকেট গায়ে গলাচ্ছেন ওর মুখ সাদা চোখ টকটকে লাল। কেড পকেটে ওর জিনিসপত্র ভরতে লাগল।

কি করছেন টা কি? পিন্টো চেঁচিয়ে বলল, পোষাক পরে আপনার বেরনোর অবস্থা নয় এখন। যান শুয়ে পড়ুন।

চুপ করুন। আমি চলে যাচ্ছি। আমাকে কি কাগজপত্রে সই করতে হবে বলুন।

সিনর কেড, আমি সবই শুনেছি। আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের মতন কাজ করাটা আপনাকে মানায় না। আপনি সেরে ওঠেননি এখনও।

আমার আপনার সহানুভূতি চাই না। আমার এজেন্টকে হাসপাতালের হিসেবটা পাঠিয়ে দেবেন। আমাকে ছেড়ে দিন।

কেডের চোখ মুখের মরিয়া ভাব দেখে ডঃ পিন্টো বুঝলেন কেডের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। উনি শান্তভাবে বললেন, সিনর কেড আপনি খুবই ঝুঁকি নিচ্ছেন। তবে আমি আপনাকে বাধা দিতে পারি না। দয়া করে দরকারী ফর্মগুলো না আনা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

কেড বলল, আমি পনের মিনিট সময় দিচ্ছি আপনাকে। এরপর আমি বেরিয়ে যাব।

কেড হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল। শারীরিক দুর্বলতা আর স্নায়ুর উত্তেজনায় তার পা কাঁপছিল।

ক্রিল বাইরে ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল। ডঃ পিন্টোর ফোন পাবার পরই সে উদ্ধশ্বাসে হাসপাতালে এসে পৌঁছেছে।

আমি হাজির সিনর। কোথায় নিয়ে যাব আপনাকে?

কেডের ব্যান্ডেজ বাঁধা মাথা। চোখ কোটরাগত, তাতে আবার কেমন বন্য দৃষ্টি। মুখ খড়ির। মতন সাদা। পথচারীরা সবাই ওর দিকে একবার করে তাকাচ্ছিল।

কেড হিংস্রভাবে বলল, আমায় নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। আমার টাকা নেই আর। আমাকে নিংড়ালেও আর টাকা বেরোবে না।

ক্রিল নরম গলায় বলল, আমি শুধু জিগ্যেস করছি তোমায় কোথায় নিয়ে যাব বন্ধু।

কেড দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্রীলের কাঁধে হাত রেখে বলল, আমি দুঃখিত। কিছু মনে কর না। আমায় বাড়ি নিয়ে চল।

বাড়ির কাছে গিয়ে কেড অনেকক্ষণ গাড়ির মধ্যে বসে রইল। তারপর পা টেনে টেনে বাড়িতে ঢুকল। ক্রিল আধঘণ্টা অপেক্ষা করে বাড়ির ভেতরে ঢুকল।

কেড আধ গ্লাস টেকুইলা হাতে লাউঞ্জ চেয়ারে বসেছিল।

এগুলো কী ক্রি। টেবিলে সযত্নে সাজানো কার্ডগুলির দিকে দেখিয়ে কেড বলল।

ক্রিল ওদিকে তাকাতেই তার চোখ বিতৃষ্ণায় কুঁচকে গেল।

ওগুলো জিনিস বাঁধা দেবার দোকানের টিকিট।

কেড চেয়ারে হেলান দিয়ে উপর দিকে তাকিয়ে বলল, জুয়ানা দেখছি বাড়ি ঝেটিয়ে সব নিয়ে গেছে। আমার ক্যামেরাটা পর্যন্ত নেই। কেড গভীর দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

ক্রিল ততক্ষণে একটা ভোবড়ানো খাম বার করে হিসাব টুকতে বসেছে।

কত? কেড জিগ্যেস করল।

আট হাজার পেসো সিনর।

কেড কাঁধ ঝাঁকাল। কী আর এসে যায় এতে। তুমি এখন যাও, কেড উদাস গলায় বলল। কাল ইচ্ছে করলে এস।

ক্রিল উঠে দাঁড়াল। আমি সাহসে বিশ্বাস করি সিনর। আমার মনে হয় আপনার মতন সাহসী লোক আবার ইচ্ছে করলেই উঠে দাঁড়াতে পারে। আমি আপনাকে বলেছিলাম একজন সাহসী লোকের অনেক দোষই ক্ষমা করা যায়। আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না।

ওর দিকে না তাকিয়েই কেড বলল, তুমি নির্বোধ। এখন আমার জন্য ভাবনা করার আর কোন অর্থই নেই।

আমরা কথা বলতে পারি সিনর। কথা বললে অনেক সময় মনের ভার লাঘব হয়।

বেরোও তুমি, বেরোও। তোমার মতন একটা চর্বির গোলা আমাকে নিয়ে বিলাপ করবে তাই চাই নাকি আমি? তুমি যাও এখন।

আমি বুঝতে পারছি সিনর, ক্রীলের মুখে কোন ভাবান্তর হল না।

কেড মুখ বিকৃত করে বলল, তুমি কিছুক্ষণ আগেই আমাকে বন্ধু বলে সম্বোধন করেছিলে।

আমি যাকে বন্ধু বলে মনে করি, সেও আমায় বন্ধু ভাববে না আমি তো আশা করি না সিনর।

আঃ বেরোও এখন তুমি।

ক্রিল কেডের দিকে তাকিয়ে বলল দয়া করে টেকুইলা সাবধানে খাবেন। মারাত্মক নেশা হয় এটায়।

জ্ঞান দিওনা, যাও এখান থেকে।

অত্যন্ত বিমর্ষভাবে ক্রিল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আধঘণ্টা বাদে ক্রিল স্যাম ওয়াল্ডকে ফোন করল। ওয়াল্ড বলল, দ্যাখ অ্যাডোলফো, তুমি কি করতে পার। একটা মেয়ে ল্যাং মেরেছে বলে কেড যদি অধঃপাতে যেতে চায়, তবে ওর মরণই ঘনাবে। কেডের সমস্যা নিয়ে আমায় বিরক্ত কর না। আমার নিজের অনেক কাজ আছে। ও ঠিকই আবার উঠে দাঁড়াবে। একটা বেশ্যার জন্য আর কতদিন শোক করবে।

উনি একজন সত্যিকারের মানুষ সিনর? একজন সাহসী মানুষ। আপনি এখানে একবার আসতে পারেন?

আমাকে জ্বালিও না। বলে ওয়াল্ড ফোন ছেড়ে দিল।

ক্রিল নিজের বাড়িতে গিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। সময় অপচয় নিয়ে মেক্সিকানরা ভাবে না। ক্রিল সমানে ভাবল কেড একজন অসাধারণ মানুষ। ওর জন্য তার কিছু করা দরকার।

সন্ধ্যাবেলায় ও দ্বিধাগ্রস্তভাবে কেডের বাড়িতে আবার এল। বাড়িটা ঘুটঘুঁটে অন্ধকার। সামনের দরজা খোলাই ছেল। ক্রিল তাড়াতাড়ি ঢুকে আলো জ্বালল। দেখল কেড উপুড় হয়ে মেঝেতে শুয়ে আছে। আর মেঝেতে টেকুইলার খালি বোতল গড়াগড়ি খাচ্ছে। অনেক কষ্টে ক্রিল কেডের অচৈতন্য দেহটাকে সোফায় তুলে শুইয়ে দিল। গলার টাই আলগা করে দিল। বন্ধকী জিনিসের টিকিটগুলো নিজের পকেটে পুরল। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে বুঝল কেড এখন ঘুমোবে। তার এখানে থাকার দরকার নেই। খুব অনিচ্ছায় ক্রিল আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। তার বুকটা ভারি হয়ে উঠেছে।

পরদিন সকালে কেড কাতরাতে কাতরাতে জেগে উঠল। তার মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। মুখ শুকনো। জোর করে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, তার হাত পা সব কাঁপছে। হঠাৎ চারিদিকে তাকিয়ে সে চমকে উঠল। টেবিলের ওপর তার বই ব্যবহৃত প্যান আম ব্যাগটা। কম্পিত হাতে ব্যাগটা খুলে ওর ক্যামেরা আর যন্ত্রপাতি দেখতে পেল। মিনোলটা তুলে নিতেই দরজা ঠেলে ক্রিল কফি, পেয়ালা, প্লেট চিনির পট ট্রেতে করে নিয়ে ঢুকল।

গুড মর্নিং সিনর।

ক্যামেরার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে কেড বলল, তুমিই এটা ছাড়িয়ে আনলে?

হ্যাঁ, সিনর। ক্রিল কফি ঢালল। এখন কেমন বোধ করছেন?

টাকা কোত্থেকে এল।

মনে করুন না এটা একটা সামান্য ধার, শোধ দেবার দরকার নেই। আমার টায়ার নষ্ট হয়ে গেলে আপনিই তো আমাকে টায়ার কিনে দিয়েছিলেন, আমিও আপনার ক্যামেরাটা ফিরিয়ে আনলাম। ব্যস শোধবোধ হয়ে গেল।

ধন্যবাদ, অ্যাডেলফো। কেড বলল।

ক্রিল কফির পেয়ালা কেডের দিকে ঠেলে বলল, আমার মনে হচ্ছে সিনর আপনার এবাড়িতে থাকতে আর ভাল লাগবেনা। আমার ফ্ল্যাটে একটাবাড়তি ঘর আছে। ঘরটা তেমন নয় তবে আপনি কিছুদিন ব্যবহার করতে পারেন।

— কেড তাড়াতাড়ি বলল, আমার মানুষজনের সঙ্গ আর ভাল লাগছে না ক্রিল। ধন্যবাদ, আমি অন্য কোথায় একটা ঘর দেখে নেব।

ঘরটার ঢোকার দরজা আলাদা। আপনাকে কেড বিরক্ত করবে না, আপনাকে কথা দিচ্ছি।

কেড যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, ঠিক আছে ক্রিল। ধন্যবাদ। কিন্তু শুধু কয়েকদিনের জন্যে।

নিশ্চয়। আপনি কফি খান, আমি আপনার জামাকাপড় গুছিয়ে নিচ্ছি।

তিন ঘণ্টা বাদে ক্রিল স্যাম ওয়াল্ডকে টেলিফোন করল। সব বলে বলল, ওর এখনি কোন কাজ শুরু করা দরকার সিনর। শুধু টাকার জন্য নয়, ওকে আবার কাজে ফিরে আসতে হবে।

বেশ অ্যাডোলফো। দেখি কি করতে পারি। কাজ করার মত শরীরের অবস্থা আছে তো?

মনে তো হয়।

ক্রিল অশান্ত মনে কেডের খোঁজখবরে গেল। ওর পরিচারিকা মারিয়াকে ও কেডকে দেখাশোনা করতে বলেছিল। মারিয়া খবর দিল কেড আসবার পরে একজন ছোকরা এসে তিন বোতল টেকুইলা দিয়ে গেছে। কেডের দরজার বাইরে ও খাবার রেখে এসেছিল। কেড তা ছোঁয়নি। পরদিন সকালে ক্রিল খবরের কাগজ দেবার ছুঁতো করে কেডের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল।

কী? কী? কেড তীক্ষ্ণ গলায় বলল।

খবরের কাগজ নিয়ে এসেছি সিনর।

আমি কাগজ চাই না। আমাকে জ্বালিও না।

মানে আর কিছু চাই আপনার। সিগারেট?

দোহাই তোমার, আমাকে একলা থাকতে দাও।

ক্রিল হতাশ হয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল। বিকেলে কেডের বাড়ি গিয়ে দেখল চিঠিপত্র এসেছে। সেগুলি নিয়ে ও কেডের দরজায় ধাক্কা দিল।

আপনার চিঠি সিনর।

দরজা খুলে গেল। কেড মাথার ব্যান্ডেজ খোলেনি। দাড়ি কামায় নি। ক্রিল বুঝল কেড প্রচুর মদ খেয়েছে। ক্রীলের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে বলল, আমাকে দাও। তারপর চিঠিপত্রগুলো একরকম ছিনিয়ে নিয়ে মরিয়া হয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। ক্রিল বুঝল কেড নিশ্চয় জুয়ানার চিঠি আশা করছে।

আমায় একলা থাকতে দাও। কেড ক্রিলকে প্রায় ঠেলে দরজার বাইরে বার করে দিল। বেশির ভাগ চিঠিই বিল। ইনস্যুরেন্স কোম্পানী একটা চিঠিতে জুয়ানাকে তিন হাজার ডলার দেবে বলেছে। ডাইনার্স ক্লাব ছশো ডলারের বিল পাঠিয়েছে।

কেড চিঠিগুলো মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল। তারপর টেকুইলার বোতলটা নিয়ে গ্লাসে মদ ঢালতে লাগল। কেড বুঝল সে নিজেকে ধ্বংস করছে। কিন্তু তার যন্ত্রণা কমাবার আর কোন উপায়ই নেই। এমন সময় হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। চমকে উঠে একটু ইতস্ততঃ করে ও ফোনটা ধরল। ও প্রান্তে ওয়ান্ডের গলা।

কেমন আছ ভ্যাল? একদিনের একটা কাজ আছে। করতে পারবে?

কেড অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল, হ্যালো স্যাম। আমি খুব ভাল আছি। দেখ, এখনি একগাদা বিল এসেছে। এগুলো তোমাকে মেটাতে হবে।

ঠিক আছে। ওগুলো আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। কী, কাজটা করতে পারবে?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। কাজটা কী

কাল জেনারেল দি গ্যল মেক্সিকো পৌঁছেছেন। ফ্রান্সে শুধু তোমার তোলা ছবিই ছাপা হবে। বিরাট ব্যাপার। প্যারিস ম্যাচ..জুর দ্য ফ্রান্স.সমস্ত কাগজ। কাজগুলোকর তোমায় আর ধারের জন্য ভাবতে হবে না। অ্যাডেলফো সব ব্যবস্থা করে দেবে। তুমি শুধু ছবি তুলবে।

নিশ্চয় তুলব...তুলতে পারব। তার মাথা সমানে কামড়াচ্ছে।

.

কেডের ফটোগ্রাফার জীবনে কলঙ্কময় অধ্যায়ের শুরু এখানে থেকেই। ক্রিলই সব ঠিক করে দিল। পাশ জোগাড় করল। দ্য গ্যলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঠিক করল। কেডকে ওর প্রাসাদে নিয়ে গেল সময় হাতে করে। কেড এত টেকুইলা গিলেছে যে ভালো ছবি তোলা সম্ভব নয় এ অবস্থায়।

নিজের ছবি প্রিন্ট করার ক্ষমতা নেই কেডের। ও টমাস ওলমোদাকে সে ভার দিল। কেড। আর ক্রিল দুজনেই ওলমোদর অফিসে গেল প্রিন্ট দেখতে। দুজনের মনেই আশঙ্কা খেলা করছে। ওলমোদার মুখ দেখে কেড বুঝল সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। একটা ভয়ের শীতল প্রবাহ তার পিঠের শিরদাঁড়া দিয়ে নামতে লাগল।

ওলমোদা বিভ্রান্ত ভাবে বলল, এ ছবিগুলো তো কোন কাজেই আসবে না সিনর। সব আউট অফ ফোকাস।

স্যাম ওয়াল্ড খবরটা জানামাত্র ক্ষেপে গিয়ে চেঁচাতে লাগল। তুমি ক্যামেরার দোষ দিচ্ছ। ভ্যাল। এটা তোমার পরীক্ষা করা উচিৎ ছিল না। প্যারিস ম্যাচকে এখন কি জবাবদিহি দেব। আমি জীবনে এরকম অবস্থায় পড়িনি।

কেড আমতা আমতা করে সমানে মিথ্যে বলতে লাগল, জীবনে একবার তো এরকম হতেই পারে, স্যাম। ক্যামেরার প্রি-সেটটা কাজ করছিল না। ...বিশ্বাস কর আমি একদম বোকা হয়ে গেছি।

শোন ভ্যাল, তুমি আমার নাম ডুবিয়েছ। তুমি এরকম বেইমানী করতে পারলে আমার সঙ্গে

আঃ চুপ কর। কেড চীৎকার করে উঠল, যা হবার হয়েছে, আমাকে অন্য কাজ দাও। আমার হাত খালি সম্পূর্ণ। একটা কিছু ব্যবস্থা কর।

আরেকবার এরকম কর, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে। তোমার আর কি, কৈফিয়ৎ তো আমাকেই দিতে হয়। তুমি আমার কত ক্ষতি করেছ জান না।

আঃ, খ্যাচখ্যাচ কর না। আমার অন্য কাজ চাই। কেড টেকুইলার গ্লাসে চুমুক দিল।

পরে খবর পাবে। বলে ওয়াল্ড দুম করে ফোনটা নামিয়ে রাখল।

দুদিন পরে ওয়াল্ড লিখিত হিসেব পাঠাল। সমস্ত বিল মিটিয়ে দিয়েছে, ডাঃ পিন্টো আর হাসপাতালের সব প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়েছে। আর কোন শেয়ার বা স্টক নেই, একদম পরিষ্কার। তার ওপরে ওর এক বছরের রয়্যালটির টাকার মধ্যে ছ মাসের টাকাই ধার শোধ করতে চলে গেছে। কেড বুঝল ওর মূল্য এখন এক কানাকড়িও নয়। তার উপর ক্রীলের থেকে ও এ পর্যন্ত ৭০০ ডলার ধার করেছে, ওয়াল্ড ওর কাছে পায় ছশো ডলার।

টেকুইলা খেলে মন একদম অসাড় হয়ে যায়। এই-ই ভাল। কেড প্রাণপণে টেকুইলা গিলতে থাকল। এই সময় ক্যালিফোর্নিয়ার নতুন কাগজ লুকনাউ-এর হয়ে ডিউক অব এডিনবরার মেক্সিকো আগমনের ছবি তোলার ব্যবস্থা করে দিল ওয়াল্ড।

ওর থেকে ভালো কিছু বাগাতে পারলে না? এডিনবরা কি সোজা ব্যাপার নাকি? সিন্ডিকেট থেকে এ ছবি তুললে ঠিক হত।

সিন্ডিকেটও ছবি তুলছে। ওরা লুকাসকে নিয়েছে। তোমার বদনাম ছড়িয়ে গেছে ভ্যাল। তুমি নিজের সর্বনাশ করছ। হ্যাঁ তবে এবার আমার ঠিকঠাক ছবি চাই। মনে রেখো।

ছবিগুলো তুলতে কেডের যা শারীরিক আর মানসিক পরিশ্রম হল বলার নয়। প্রিন্টগুলো ওলমোদা নীরবে কেডের হাতে তুলে দিল।

কেড বুঝতে পারল ছবিগুলো অত্যন্ত সাধারণ মানের, এতে অনন্য সাধারণ কেডকে কেড খুঁজে পাবে না।

পরদিন বিকেলে ওয়াল্ডের টেলিফোন এল। কেড তখন তার বিশ্বস্ত বন্ধু টেকুইলার গ্লাস হাতে, নিয়ে বিছানায় শুয়েছিল। ও বুঝেছে ওয়াল্ড গালাগালি করবে। কিন্তু ওয়াল্ড যা বলল তা তীরের মতন তার বুকে গিয়ে বিধল। ওয়াল্ড আস্তে আস্তে বলল, শোন ভ্যাল, আমার মনে হয় তুমি এখনও সুস্থ হও নি। তোমার ছবিগুলো একটা তৃতীয় শ্রেণীর ফটোগ্রাফারও তুলতে পারত।

মাত্র ছশো ডলারের বিনিময়ে ওরা কী আশা করে।

যাক গে ভ্যাল, পয়সা ওরা দিয়েছে কিন্তু প্রশংসা করেছে লুকাসের ছবিগুলির। আমি আমার বদনাম নিয়েও ভাবছি। আমি তোমাকে ছশো ডলার পাঠাচ্ছি। আমার কমিশন নিচ্ছি না। সাবধানে চললে এতে তোমার দুমাস চলে যাবে। পরিশ্রম কম কর, বিশ্রাম নাও। যখন তুমি সত্যিই সুস্থ হবে তোমার জন্য কাজকর্ম দেখবক্ষণ।

এত বছর বাদে কি অনায়াসে ওয়াল্ড ওকে ছেটে দিল–এ যে অবিশ্বাস্য। কেড টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। ঠিক আছে। ওয়াল্ডই তো একমাত্র এজেন্ট নয়। সে দেখিয়ে দেবে ওকে। জানলা দিয়ে আছড়ে পড়ছে গাড়ি চলাচলের আওয়াজ। কেডের মাথা দপদপ করছে একটা ঢেউ যেন তার মধ্যে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। হাঁটু গেড়ে বসে কাঁপতে কাঁপতে ও দু হাতে নিজের মুখ ঢাকল। চরম হতাশায় ওর শরীর বেঁকে বেঁকে গেল, ভেতর থেকে দমকের ওপর দমক কান্না বেরিয়ে এল।

নিউইয়র্ক সান

০৫.

নিউইয়র্ক সান-এর বিশেষ প্রতিনিধি বার্তা সম্পাদকের অফিসে ঢুকে চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল। হেনরি ম্যাথিসন হাতের নীল পেন্সিল নামিয়ে বার্ডিকের দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকাল। এখন বার্লিকের মেক্সিকোয় থাকার কথা, কেননা ম্যাথিসনই ওকে পর্যটনের ব্যবসায়িক দিকটা বাড়াবার জন্য কয়েকটা রম্যরচনা লিখতে পাঠিয়েছিল। অবশ্য বার্ডিক এ ব্যাপারে খুবই নিরুৎসাহ ছিল।

তুমি ফিরে এলে যে বার্ডিক? আমি তো বলিনি। বার্ডিক হাসল। বার্ডিক লম্বা, বোগা, চুল ভুরু সব সাদা। বয়স তিরিশ হবে। সান-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক বার্ডিক। বার্ডিক জানে সান এর তাকে দরকার তাই খানিক সুবিধে নেয় তবে লেখাগুলো ঠিক সময় মতই দেয়।

সেই টুরিস্টদের ওপর গুলভরা কাহিনীর কথা যদি বল সব করে দিয়েছি আমি। চার্লি দেখছে লেখাগুলো। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, হেনরি। সান-এর এতে ভালো হবে।

ম্যাথিসন একটা সিগারেট ধরাল আর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বার্ডিককে দেখতে লাগল।

বলতে পার দশ দিন আগে মেক্সিকো শহরে কার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে? বার্ডিক বিনা অনুমতিতেই ম্যাথিসনের সিগারেট প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ধরাল।

বল, এটা তো ধাঁধা নয় যে উত্তর দেব।

ভ্যাল কেড, ফটোগ্রাফার। বার্ডিক চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ওর কথার প্রতিক্রিয়া দেখতে চাইল।

ম্যাথিসন ভাবলেশহীন মুখে সিগারেটের ধোয়া ছাড়ছিল।

কেডকে মনে আছে তোমার?

হ্যাঁ, মনে আছে বইকি। কোন্ মেয়ের থেকে ঘা খেয়ে বোতল ধরে দ্য গ্যলের ছবি তোলার ব্যাপারে সব ভণ্ডুল করে। ওর এজেন্টের প্রচুর অর্থদণ্ড হয়। ওরকম একটা মাতালের সম্পর্কে আমার ভাবার কি দরকার।

কেন না সে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ফটোগ্রাফার। বার্ডিক গভীরভাবে বলল।

মেক্সিকো থেকে শুধু এই কথা বলার জন্য তুমি এসেছ এড? আশ্চর্য।

আমি কেডের সঙ্গে কাজ করতে চাই।

ম্যাথিসন হাঁ করে বার্ভিকের দিকে চেয়ে রইল।

মানে, আবার বল তো কথাটা।

আমি আর কেড একসঙ্গে কাজ করলে সান-এর চেহারাটাই পালটে যাবে। আর আমি তুমি দুজনেই বুঝি সান-এর উন্নতি হওয়া এখন খুবই দরকার।

তুমিও কি কেডের সঙ্গে বোতল টোতল ধরেছ নাকি?

হেনরি, আমি সত্যি বলছি। তুমি যদি এ প্রস্তাবে রাজি না হও আমি টাইমসের সঙ্গে কথা বলব। নয়তো ট্রিবিউনকে বলব। আমি নিশ্চিত কেড আর আমি একসঙ্গে কাজ করলে ফাটাফাটি ব্যাপার হবে।

লোকটা আস্ত মাতাল। ওর সব শেষ হয়ে গিয়েছে। কিসে তোমার কেডের ওপর এত বিশাস জন্মাল?

কেন তোমার কি মনে হয় না কেড আবার সুস্থ হয়ে উঠবে। ও একজন জাত ফটোগ্রাফার।

আরে আমি পাড় মাতালদের চিনি। নেশা ওদের কেড়ে নেয়।

আরে একটা ঝুঁকি নিতে কি? কেড তার আগের অবস্থায় যদি ফিরে যেতে পারে তাতে আমাদেরই লাভ হবে।

ম্যাথিসন সিগারেটের ছাই ফেলে বলল, তুমি কি কেডের সঙ্গে কথা বলেছ?

নিশ্চয়ই।

শুনেছিলাম ও কোন্ একটা ইন্ডিয়ানের কুঁড়েয় পড়ে আছে। শুনেছিলাম এক পেসোয় দিন চালাত আর এক বোতল টেকুইলা খেত। ঠিক তো?

এটা পুরনো খবর। ইন্ডিয়ানদের কুঁড়ে থেকে ওয়াল্ডের এজেন্ট ক্রিল ওকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তিন সপ্তাহ হাসপাতালে ওকে একফোঁটা মদও খেতে দেওয়া হয় নি।

ক্রিল আমার কাছে এসে অনুরোধ করে কেডের ব্যাপারে কিছু করার জন্য। আমি, কেডকে দেখতে চাই, আমার ওর সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগে। ওর তোলা ষাঁড়ের লড়াইয়ের ছবি মনে আছে? অসাধারণ, অপূর্ব। কেড আবার উঠে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত। তুমি তো জান একসময় সব খবরের কাগজ কেডকে নেবার চেষ্টা করেছে। আমার বিশ্বাস আমি আর ও যদি একসঙ্গে কাজ করি আর তুমি যদি ওর পেছনে থাক, ও আবার আগের মতন কাজ করবে। এবং তাতে সান উৎকর্ষতার একটা বিশেষ মাত্রায় পৌঁছতে পারবে।

আমার বিশ্বাস হয় না ও মদ পুরোপুরি ছাড়তে পারবে।

বার্ডিক অধীর হয়ে বলল, বিশ্বাস কর ম্যাথিসন এক সপ্তাহ হল ও হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে। কোকোকোলা ছাড়া আর কিছুই খায় নি। আর এখানেই আছে কেড।

ম্যাথিসন অবাক হয়ে বলল, এখানে?

বার্ডিক বলল, কী করব বল ম্যাথিসন। নইলে আমরা টাইমসে যাব।

ম্যাথিসন ভাবতে লাগল। মনে হচ্ছে তুমি একেবারে পণ করে বসে আছ।

হ্যাঁ। কেডের সঙ্গে আমি কাজ করতে চাই। তাহলে একটা অসাধারণ কীর্তি গড়ব আমরা।

কী রকমভাবে কাজ করবে?

রবিবারের ছটা পাতাই আমার চাই। আমরাই লেখা ও ছবির বিষয় ঠিক করব, মানে আমরা তিনজন।

কেডের রঙিন ছবি ছাপাব আমরা। আমি এরকম ভেবেছি। দুরকম একেবারে বিপরীত জিনিসকে তুলনায় ফেলে আলোচনা হবে। কেড বৈপরীত্য দারুণ ফোঁটাতে পারে। যেমন সবল আর দুর্বল মানুষ, যেমন বৃদ্ধ আর তরুণ যেমন অত্যাচারী আর অত্যাচারিত।

ম্যাথিসনের বার্ডিকের প্রস্তাব মনে মনে ভাল লেগেছে কিন্তু মুখে প্রকাশ করল না।

খরচ কেমন হবে?

কেডের কথা ভাবছ। এখন কেডকে হপ্তায় তিনশো ডলার দিলেই চলবে! আগেকার কেডকে ভাবলে এটা আমাদের খুবই সস্তায় দাও মারা হবে।

হু...তোমার কি মনে হয় আমরা ওকে ছ বছরের কনট্রাক্টে রাজী করাতে পারব?

মানে, অতদিনের কনট্র্যাক্ট কেন? ধর দুবছর। দ্বিতীয় বছরেহপ্তায় একে ৫০০ ডলার দিতে হবে।

ম্যাথিসন বিরক্ত হয়ে বলল, মনে হয় তুমি কেডের এজেন্ট হয়েছ।

বার্ডিক বিনীত ভাবে হেসে বলল, না আমি শুধু দেখছি কেড যাতে না ঠকে। ওর গুণের প্রতি শ্রদ্ধা আছে আমার।

ম্যাথিসন বলল, আমি কথা বলি আগে ওর সঙ্গে।

.

বার্ডিক খুবই উদ্বিগ্ন ভাবে বারে অপেক্ষা করছিল। একঘণ্টা বাদে কেড সেখানে ঢুকল।

এই চারমাসে কেড অনেক বদলে গিয়েছে। রোগা হয়ে গিয়েছে, কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে পাকা চুল দেখা দিচ্ছে। মেক্সিকোর রোদে পুড়ে পুড়ে ওর গায়ের রং ইন্ডিয়ানদের মতন বাদামি হয়ে গেছে। তবে ওকে বেশ সুস্থ দেখাচ্ছে। কেমন একটা উদাসীন দৃষ্টি। তবুও বার্ডিক যখন ওর দিকে তাকাল কেড খুশীর হাসি হাসল।

বার্ডিকের পাশের টুলটায় বসে বলল, ধন্যবাদ বার্ডিক। দুবছরের কন্ট্রাক্ট সই করে এলাম।

বার্ডিক ওর কাঁধে হালকা ঘুষি মেরে বলল, এবার আমরা ওদের দেখিয়ে দেব ভ্যাল। আমরা একটা ফাটাফাটি কাণ্ড করব।

সত্যিই হল তাই। সান পত্রিকার এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের শুরু হল। অন্যান্য পত্রিকার থেকে সানএর নাম ছড়িয়ে পড়ল। সংবাদপত্রের কর্মজীবনে যে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা আর কাজের চাপ থাকে তাতে কেডের পক্ষে ভাল হয়েছে। মদের অভ্যাস প্রায় চলে গেছে কেডের। শুধু কাজ আর কাজ। বার্ডিকের মত সমব্যথী বন্ধু পাওয়াতে একাকীত্বও অনেক ঘুচেছে। সান-এর অফিসের কাছেই বার্ভিকের ফ্ল্যাট। সেই ফ্ল্যাটেরই একটা ঘরে কেড থাকে। দুজনে আপন মনে কাজ করে, সময় কেটে যায়।

বহুসময় ঘুমের আগে একা ঘরে জুয়ানার কথা মনে পড়ে যায় কেডের। জুয়ানা এখন প্রায় স্মৃতি। সেই স্মৃতিতে বেদনা অনেক কম। কিন্তু কে জানে এই মুহূর্তে যদি জুয়ানা ঘরে ঢোকে আর কেডকে জড়িয়ে ধরে, কেড সব ভুলে যাবে। স্পেনে ষাঁড়ের লড়াইয়ের সিজন শেষ। জুয়ানা নিশ্চয়ই মেক্সিকোয় ফিরে এসেছে। হয়তো ডিয়াজের সঙ্গেও সম্পর্ক শেষ করেছে জুয়ানা অন্য কারও সাথে রয়েছে। জুয়ানা এখনও তার স্ত্রী। কিন্তু ওকে ডিভোর্স করার কথা ভাবতেও পারে না কেড।

কয়েকমাস কেটে গেছে। একদিন সন্ধ্যাবেলায় কেডের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। বার্ডিক বিরক্তস্বরে বলল, বাজতে দাও। কিন্তু সেই টেলিফোনটার মধ্যে যেন একটা অমোঘ নিয়তির ডাক ছিল। কেড ফোনটা তুলল। ম্যাথিসন কথা বলছে।

শোন ভ্যাল, একটা দারুণ ব্যাপার অথচ একটা ফটোগ্রাফারও হাতের কাছে নেই। দুটোই শহরের বাইরে। কেড বলল, কি হয়েছে হেনরি?

বুড়ো ফ্রিডল্যান্ডার গুলি খেয়েছে। আমরা সবার আগে ওখানে পৌঁছতে চাই। তুমি কি ওখানে যাবে ভ্যাল?

কেড প্রত্যাখ্যান করতে পারত। কিন্তু তার মনে পড়ল ম্যাথিসনই তাকে আবার উঠে দাঁড়াবার সুযোগ দিয়েছে। তার ঋণ শোধ করার এটাই সুযোগ।

আমি যাচ্ছি হেনরি। আমার ওপর ছেড়ে দাও।

খুব ভাল। তুমি ঠিকানা জানো ত?

জানি।

কেড তাড়াতাড়ি টাই আর জ্যাকেট পরে ক্যামেরা নিয়ে ছুটল।

জোলাস ফ্রিডল্যান্ডার কবি, নাট্যকার, শিল্পী, সঙ্গীতকার। লোকটার শিল্পজগতে বিশাল নাম। লোকটার সমকামী বলে দুর্নাম আছে। ওর সঙ্গে সবসময় একটি পেলব, ক্ষীণতনু সুদর্শন একজন। তরুণ থাকেই। সেই তরুণ আবার বদলে যায় আবার আরেকজন তার জায়গায় আসে।

কিন্তু ফ্রিডল্যান্ডার মানেই জবর খবর। ওর ব্যাপার স্যাপার সবসময়েই সংবাদপত্রের জোর খবর। ছাতের ওপর ফ্রিডল্যান্ডারের অপূর্ব ফ্ল্যাট। ওর বাড়ির দিকে পড়ি কি মরি

করে গাড়ি চালাতে চালাতে কেড বুঝল হেনরির তার কাছে সাহায্য চাইবার অধিকার আছে। ফ্রিডল্যান্ডারের। গুলিতে আহত হবার খবর আগে ছাপানো যে কোন বার্তা সম্পাদকের কাছে একটা স্বপ্ন।

গাড়িটা কোনরকমে পার্ক করে কেড ফ্ল্যাটবাড়ির সিঁড়ি টপকে উঠতে লাগল। ফ্রিডল্যান্ডারের সদর দরজার সামনে একজন বিশালকায় লালমুখো পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। কেডকে দেখে চোখ পাকিয়ে বলল, তুমি কে? কোথায় গটগট করে চলে যাচ্ছ?

লেফটেন্যান্ট টাকার আছেন?

থাকলে তোমার কি?

তাকে গিয়ে বল নিউইয়র্ক সান–এর কেড ভেতরে যেতে চায়। আর চোখ পাকিও না তোমাকে একটা ষাঁড়ের মতন দেখাচ্ছে। পুলিশটি একটু ইতস্ততঃ করে ভেতরে গেল। কেডও ওর পেছন পেছন ঢুকল। লেফটেন্যান্ট টাকার ছোটখাট মানুষ, মুখটা কঠিন। সুসজ্জিত লবিতে দাঁড়িয়ে তিনি একজন ডিটেকটিভের সঙ্গে কথা বলছিলেন। কেড ও পুলিশটিকে এগিয়ে আসতে দেখে তিনি বিরক্তিভরা চোখে তাকিয়ে বললেন, আপনি কে?

নিউইয়র্ক সান–এর কেড। ম্যাথিসন আমাকে পাঠিয়েছে। কি হয়েছে?

ম্যাথিসন টাকারের সঙ্গে স্কুলে পড়েছে। টাকার কেডের হাত ঝাঁকিয়ে বলল, আলাপ করে খুশী হলাম।

কি ব্যাপার যদি বলেন?

টাকার বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলল, বুড়ো বদমাশটা এবার বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। নতুন নঙ্গী আনার আগে আগের সঙ্গীটিকে ছাঁটাই করতে ভুলে গেছে। ফলে ঝগড়াঝাটি, ছেলেটি গুলি করেছে ওকে।

মারা গেছে?

আরে না না, সেই সৌভাগ্য কি হবে। ও ভেতরেই হিরো হয়ে বসে আছে।

ছেলেটির নাম কি?

জেরি মার্শাল। ছেলেটা ভালই। বুড়ো শয়তানটাই ওকে নষ্ট করেছে।

ওর ছবি তুলতে চাই।

নিশ্চয়ই। আগে আমি সেরে আসি, তারপর তুমি যেও।

কেড ক্যামেরা বার করল। তারপর ফ্ল্যাশগান এঁটে নিয়ে দরজা ঠেলে একাট বিশাল লাউঞ্জে ঢুকল। সাদায় কালোয় সাজানো ঘরটা। দেয়ালে ফ্রিডল্যান্ডারের আঁকা প্রাচীর চিত্র।

একটা উঁচু বেদীর ওপর জেব্রার চামড়া ঢাকা আরাম কেদারায় জোলাস ফ্রিডল্যান্ডার শুয়ে ছিল। একজন বয়স্ক চাকর সামনে দাঁড়িয়ে। একজন ডাক্তার ফ্রিডল্যান্ডারের মাংসল হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধছিল।

কেড বেদীতে উঠে জিগ্যেস করল, এখন কেমন বোধ করছেন?

স্থূলদেই মানুষটি মুখ বিকৃত করে বলল চলে যাও। কোন্ সাহসে এখানে ঢুকেছ। আমি ছবি তুলতে দেব না। আমার শরীর খুব খারাপ।

আমি ভ্যাল কেড।

পরিচারকটি কেড়কে বাধা দিতে আসছিল, ফ্রিডল্যান্ডার তাকে হাত নাড়িয়ে মানা করল।

তুমিই কেড? সত্যি? তোমায় চিনতে পারছি বটে। খুবই অবাক এবং খুশী হয়েছি। তুমি একজন মহৎ শিল্পী..অবশ্য তোমার ক্ষেত্রে। এখানে কেন?

কেড বলল, মিঃ ফ্রিডল্যান্ডার এই গুলি চালানোর কথা চাপা থাকবে না। আপনি চান না পৃথিবীর সব কাগজে আপনার ফটো বেয়োক। আপনি আমাকে চেনেন। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি ছবিগুলো খুবই উঁচু দরের হবে।

ফ্রিডল্যান্ডার হাসার চেষ্টা করল। তার যন্ত্রণা করছিল কিন্তু ভয়ানক খুশী হয়েছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ ভাই তুমি ছবি তোল। শোন আর কোন ফটোগ্রাফারকে এখানে ঢুকতে দেবে না।

তরুণ ডাক্তারটি বলার চেষ্টা করল, প্লিজ মিস্টার ফ্রিডল্যান্ডার আপনি এত উত্তেজিত হবেন না।

ফ্রিডল্যান্ডার বলল, যাওতো, আমি হাতুড়েদের কথা শুনি না।

ছবি তুলতে তুলতে কেড বলল, কি করে ব্যাপারটা ঘটল মিঃ ফ্রিডল্যান্ডার?

বুড়োটার মুখ বিকৃত হয়ে গেল। কেড ঠিক এই অভিব্যক্তিই চাইছিল। কেড ছবি তুলতেই লাগল ওদিকে ফ্রিডল্যান্ডার চেঁচিয়ে বলতে লাগল, ছোকরা বদ্ধ পাগল। কিছুনা ব্যাপারটা, আমার এক তরুণ বন্ধুর সঙ্গে হিংসা হিংসি আর কি। জেরি হিংসের চোটে আমাকে যা তা বলতে লাগল। কিন্তু আমি অন্যের ধমকিতে চলি না। শেষে জেরি এই বন্দুকটা দিয়ে আমাকে গুলি করে বসল। আমি এর জন্য প্রস্তুতই ছিলাম না।

ফ্রিডল্যান্ডার-এর মুখ বিবর্ণ সাদা হয়ে যাচ্ছিল। কেড মোম ছবিটি তুলল। ডাক্তার কেডকে ইশারা করল শেষ করতে।

ধন্যবাদ মিঃ ফ্রিডল্যান্ডার। কেড বেরিয়ে গেল। বুড়োকে দেখে মনে হল অজ্ঞান হয়ে যাবে। কিন্তু পাকা অভিনেতা একেবারে। দুর্বলভাবে হাত নাড়ল কেডকে। সদর দরজার বাইরে অনেক গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। কেড সাবধান হল। প্রেসের লোকেরা এসে গিয়েছে। কেড টাকারকে জেরি মার্শালের কথা বলল। যাও, দশ মিনিটের বেশি নয় কিন্তু। আমি ওই বদরগুলোকে সামলে আসি।

কেড ঘরে ঢুকে দেখল দুজন ডিটেকটিভ জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। জেরি মার্শালের বয়স তেইশ বছর। লম্বা, ফ্যাকাসে চুল ও ভুরু, মুখশ্রী ভাল। চোখ নীল। কেডের হাতে ক্যামেরা দেখেই জেরি আড়ষ্ট হয়ে গেলো। বিদ্বেষের দৃষ্টিতে কেডের দিকে তাকাল। কেড ক্যামেরাটা টেবিলে রেখে বলল, আমি ভ্যাল কেড। তুমি রাজী হলেই আমি তোমার ছবি তুলব জেরি। আজ পৃথিবীর সব সংবাদপত্রে তোমার খবর হেডলাইনে বেরোচ্ছে তুমি তা থামাতে পারবে না। বাইরে প্রেসের লোকেরা গিজগিজ করছে। তুমি ওদের এড়াতে পারবে না। তবে তুমি যদি আমাকে তোমার ছবি তুলতে দাও আমি কথা দিচ্ছি আমার কাগজের অফিস থেকে আমি তোমার জন্য একজন ভাল অ্যাটর্নি নিয়োগ করিয়ে দেব। সেই তোমার কেস দেখবে। এ ছাড়া আরও যদি তোমার জন্য কিছু করতে পারি আমাকে বলতে পার।

জেরি এবার একটু সহজ হল, বলল, আমি আপনার নাম জানি, কে না জানে? ঠিক আছে আমি আপনার শতে রাজী।

জেরি তো আর ফ্রিডল্যান্ডারের মতন আত্মসচেতন নয়, তাই সহজেই ওর মুখের আসল অভিব্যক্তি তোলা যায়। ছবি তোলা হয়ে গেলে একজন ডিটেকটিভ বলল, একে এখনি হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যেতে হবে মিস্টার কেড। আপনার হয়ে গেছে তো?

হ্যাঁ, তারপর জেরিকে কেড বলল, আজ রাতেই একজন উকিল যাবে তোমার কাছে, সবচাইতে ভাল উকিল। আর কিছু করতে পারি?

মার্শাল একটু আমতা আমতা করে বলল, আমার বোনকে খবর দিতে পারেন দয়া করে।

কেড বলল, নিশ্চয়। আজ রাতেই দেখা করব আমি। ওর ঠিকানা? জেরি মার্শাল ওর নামের একটা কার্ড বার করে তার পেছনে ওর বোনের ঠিকানা লিখে দিল।

তারপর আবেগ প্রাণপণে দমন করার চেষ্টা করতে করতে বলল, একটু সইয়ে বলবেন মিঃ কেড। আমাদের মধ্যে খুব ভাব, ও খুবই দুঃখ পাবে।

কেড কার্ডটা নিয়ে বলল, আমার ওপর আস্থা রাখ। বিশেষ কিছু বলতে হবে?

বলবেন বুড়ো হতচ্ছাড়াটাকে আমি খুন করতে পারলে খুশী হতাম।

ঠিক আছে।

ফ্রিডল্যান্ডারের ঘরের বাইরে চেঁচামেচি চলছে। হঠাৎ পরিচারকটি বেরিয়ে আসতে ওর হাত চেপে কেড বলল, পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবার কোন রাস্তা আছে?

লোকটা বলল, ওদিকে চাকর জমাদারদের লিফট আছে।

পাঁচমিনিটের মধ্যে বেরিয়ে কেড জোরে গাড়ি চালিয়েছে নিউইয়র্ক সান-এর অফিসের দিকে।

অফিসে গিয়ে দেখল ম্যাথিসন অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। কেড টেবিলে ফিলমের কার্টিজ নামিয়ে রাখল।

হেনরি শুধু আমরাই ছবি তুলেছি। ছবি ভাল হয়েছে।

ফ্রিডল্যান্ডার আর যে ছেলেটি গুলি করেছে জেরি মার্শাল দুজনের ছবি তুলেছি।

ম্যাথিসন সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন তুলে ফটো এডিটরকে ছুটে আসতে বলল।

ম্যাথিসন রিসিভার নামিয়ে রাখতেই কেড বলল, ছেলেটির সঙ্গে আমি একটা শর্ত করেছি। তুমি ওর জন্য একজন ভালো অ্যাটর্নি ঠিক করবে। আমার ধারণা আমার ছবির জন্য ও খালাস পেয়ে যেতে পারে।

কি বলতে চাইছ?

আগে ছবিগুলো দেখই।

আমি বেনস্টাইনকে বলছি। এ ধরনের কেসে ও খুবই সফল।

শোন কেনস্টাইন যেন আজ রাতেই ছেলেটির সঙ্গে দেখা করে। বলেই কেড সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামতে লাগল।

ছেলেটার বোন ভিকি মার্শাল ট্রিমন্ট অ্যাভেনিউতে একটা ফ্ল্যাটে থাকে।

কেড জানতো না নিয়তি তার সঙ্গে আবার এক অদ্ভুত খেলা খেলছে। জানে না আজকের এই সাক্ষাৎকার ওকে একদিন ইস্টনভিল নামে একটা শহরে পৌঁছে দেবে।

ফ্রিডল্যান্ডারের আহত হবার খবর যতই চমকপ্রদ হোক বার্ডিক এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। ও শুয়ে শুয়ে টেলিভিশন দেখছিল। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। ম্যাথিসনের ফোন।

এড, এখনি চলে এসো। এক্ষুনি তোমাকে আমার চাই।

আস্তে হেনরি। এখন আমি অফ ডিউটি। আর ফ্রিডল্যান্ডার, শোন...

থামাও তোমার বকুনি। ম্যাথিসন অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে বলল, এড। আমরা একটা আশ্চর্য জিনিস পেয়েছি যা আমার ডেস্কের ওপর পড়ে আছে। এটা পেলে তুমি ফোর্ট নক্সের সমস্ত সোনাও চাইবে না। ও বাব্বা! আমাদের কেড ফ্রিডল্যান্ডারের যা একখানা ছবি তুলেছে, দেখলে সারা দুনিয়াতে সাড়া পড়ে যাবে। এ ছবির মতন ছবি তুমি আর দেখ নি। কেড মনে করে এই ছবির জোরেই ছেলেটা খালাস পেয়ে যাবে। আমিও নিশ্চিত। বেনস্টাইন এখানে আসছে। তুমি লেখার দিকটা দেখ...

বার্ডিক উত্তেজিত হয়ে বসে পড়ল। বল কি হেনরি, কেডের ছবির জোরে...

আরে তাহলে আর কি বলছি। ছবিটা একবার দেখ শুধু..

আমি তোমাকে কি বলেছিলাম হেনরি, তুমি কেডের সম্বন্ধে যা বলেছিলে...

ঠিক আছে বাবা, আমি প্রতিটা কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। এবার দয়া করে এখানে এস।

শোন হেনরি, নিউজের ছবি তোলার কথা নয় কেডের। তুমি ওকে এজন্য আলাদা করে টাকা দেবে। এ ছবির কপিরাইট শুধু কেডের। সারা দুনিয়ায় নিশ্চয় এ ছবি ছাপা হবে...

আরে তুমি আমাকে কি মনে কর। আমি কি একটা চোর নাকি?

কোনরকমে জামা গলিয়ে বেরোবার উপক্রম করতেই দরজায় বেল বাজল। কেড আর একটা লম্বা মতন রুপোলী চুল আর ভুরুওয়ালা মেয়ে ঘরে ঢুকল।

কেড ক্যামেরা নামিয়ে বলল, এড, ইনি ভিকি মার্শাল। এর ভাই ফ্রিডল্যান্ডারের হাতে গুলি করেছে। রিপোর্টারদের উৎপাত এড়াতে আজ রাতে ইনি এখানে থাকবেন।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে কেড বলল, এখানে আপনাকে কেড খোঁজ করার কথা ভাববে না, মিস মার্শাল। আপনি বৃথা দুশ্চিন্তা করবেন না। আমার ধারণা আপনার ভাইকে আমরা খালাস করতে পারব। আমি এখন সান-এর অফিসে যাচ্ছি। ঘণ্টা দুয়েক পরে ফিরব।

মেয়েটি আকস্মিক বেদনার আঘাতে তখনও মুহ্যমান হয়ে আছে। তার নীল চোখ দুটো বিষণ্ণ, ঠোঁট কাঁপছে।

কেড নরম গলায় বলল, আপনি বসুন। বৃথা দুশ্চিন্তা করবেন না। এড, তুমি কি আসছ?

নিশ্চয়। হেনরি হাঁকডাক শুরু করে দিয়েছে।

লিফটে নামতে নামতে কেড বলল, মেয়েটি অসম্ভব আঘাত পেয়েছে। ভাইকে খুবই ভালবাসে।

বার্ডিক বলল, কি মেয়ে! কি চেহারা! কি করে জান?

মনে হয় ফ্যাশন আর্টিস্ট। ভাইয়ের কাছে যেতে চাইছিল, আমিই সরিয়ে আনলাম।

দশ মিনিট বাদে ওরা ম্যাথিসনের অফিসে ঢুকল। জোয়েল কেনস্টাইন ততক্ষণে পৌঁছে গেছে। বিখ্যাত ফৌজদারী আইনজীবী বেনস্টাইন। বেটে, মোটা আর একরোখা। উনি কেডের তোলা ফ্রিডল্যান্ডের ছবিটা দেখছিলেন মন দিয়ে। বললেন, ফ্রিডল্যান্ড এই ছবিটা কি করে তুলতে দিল?

বার্ডিক ছবি দেখেশিস দিয়ে উঠল। তুমি বুড়োটার মুখোশ একদম টেনে ছিঁড়ে ফেলেছ ভ্যাল। ওর মুখটা দেখেই মনে হচ্ছে পাপ আর অনাচারের একটা মূর্তিমান ছবি। মুখের প্রতিটি বলিরেখা স্পষ্টভাবে প্রকট। কেমন আক্রোশে ঠোঁটটা কুঁচকে আছে। কি কুৎসিত!

কেড খুব আস্তে বলল, আমরা এ ছবিটা ছাপব না। ফ্রিডল্যান্ডারের সঙ্গে একটা বোঝাপোড়া করব এ ছবিটা নিয়ে।

ম্যাথিসন ফেটে পড়ল, না আমরা এ ছবি ছাপবই। কি বাজে বকছ তুমি?

কেড ম্যাথিসনের দিকে তাকাল। অন্য ছবিগুলি আমি বিনাপয়সায় দিয়ে দিচ্ছি হেনরি। কিন্তু এ ছবিটা আমি না বলা অবধি তুমি ব্যবহার করতে পারবে না।

টেবিলে একটা ঘুষি মেরে ম্যাথিসন বলল, আমি এ ছবি ছেপে দিলে তুমি কি করতে পার?

বার্ডিক বলল, নিশ্চয়ই পারে। কপিরাইটের কেসে ফেলে দিতে পারে সানকে।

কেড বের্নস্টাইনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমরা এ ছবিটা ফ্রিল্যান্ডারকে দেখিয়ে ব্যাপারকে জলদি মিটমাট করতে পারি। ফ্রিডল্যান্ডার যদি বলে এটা একটা নিছক দুর্ঘটনা তাহলে জেরি মার্শাল ছাড়া পেয়ে যায়।

বের্নস্টাইন একটু ভেবে বললেন, ভাল প্রস্তাব। বলে ছবিটা ব্রিফকেসে পুরলেন। আমি যাচ্ছি।

এক মিনিট...এই। ম্যাথিসন প্রায় পাগলের মতন টেবিল চাপড়াতে লাগল।

ততক্ষণে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেছে, ম্যাথিসনের দিকে তাকালেনও না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপরে ম্যাথিসন বলল, ভ্যাল তুমি জান যে দুনিয়ার সমস্ত কাগজে তুমি এ ছবি বিক্রী করতে পারতে। মোটা টাকাও পেতে। তুমি এরকম করলে কেন?

কিছু না। কোন কোন সময়ে টাকা তুচ্ছ হয়ে যায়। আমি চাই ছেলেটা খালাস পাক।

কেডের দিকে তাকিয়ে বার্ডিকের হঠাৎ মনে হল মার্শালের বোন খুব প্রভাবিত করেছে। কেডকে, তাই যেন মনে হয়।

একঘণ্টাবাদে কেনস্টাইন ফোন করলেন। ম্যাথিসন ফোন ধরল। উনি বললেন কাজ হয়েছে। আমি পুলিশ হেড কোয়ার্টারসে যাচ্ছি। ফ্রিডল্যান্ডার রাজী হয়েছে। বন্দুকটা ভাগ্যিস ফ্রিডল্যান্ডারের। এটাই বলা হবে যে মার্শাল বন্দুকটায় গুলি ভরা আছে জানত না। দেরাজ খুলে বন্দুকটা তুলতেই গুলি ছুটে যায়।

সবাই বুঝবে এটা একেবারে ডাহা মিথ্যা।

কিন্তু প্রমাণ ত করতে পারবে না। কেনস্টাইন বললেন। ম্যাথিসন ফ্রিডল্যান্ডার আর মার্শালের বাকি ছবিগুলো দেখছিল। যাক অন্তত এগুলি ও একাই ছাপাতে পারবে। তবে একটা সাংঘাতিক সম্পদ হাতছাড়া হয়ে গেল।

বের্নস্টাইন হেসে বললেন, কেড একটা লোক বটে। আমার তো ফ্রিডল্যান্ডারকে ব্ল্যাকমেল করার কথা মনেও আসেনি।

হু। মাথিন মুখ বিকৃত করে বলল।

জেরি মার্শাল যখন ছাড়া পেল তখন কেড আর বার্ডিক পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সের বাইরে অপেক্ষা করছে। জেরি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্টাররা ওকে ঘিরে ধরল। সমানে ক্যামেরার ফ্ল্যাশবাতি জ্বলছে। কোনরকমে একটা পুলিশ জেরিকে কেডের গাড়িতে উঠিয়ে বসিয়ে দিল। কেড সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

মার্শাল অভিভূত ভাবে বলল, মিঃ কেড, আপনি আমার জন্য যা করেছেন, কেনস্টাইন আমাকে সব বলেছেন। বিনিময়ে আমি আপনার জন্য কি করতে পারি বলুন...

কেড বলল, তোমার বোনের কাছে তোনার ঋণ আরো অনেক বেশি জেরি। এ কথাটা মনে রেখ। তোমার বোন খুবই ভাল মেয়ে।

বার্ডিক মনে মনে হাসল। বার্ডিক জুয়ানার সব কথাই জানত। ওর মনে হল ভিকি মার্শালের সঙ্গে কেডের একটা সম্পর্ক হলে কেড জুয়ানাকে একেবারে ভুলে যেতে পারবে। আর পারবে নিজেকে সর্বনাশ থেকে বাঁচাতে।

কেড ওদের বাড়ির বাইরে গাড়ি থামাল। তারপর মার্শালকে বলল, যাও, ওপরে যাও। আমরা একটু বেড়িয়ে আসছি। আর কোন ঝামেলায় জড়িও না যেন। আমরা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ঘুমোতে চাই।

মার্শাল বলল, কিন্তু মিঃ কেড ভিকি আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাইবে।

কেড মাথা নাড়াল, ধন্যবাদের দরকার নেই। বলে গাড়ি ছেড়ে দিল।

বার্ডিক সিগারেট ধরাল, ভাল মেয়ে।

কেড বলল, হ্যাঁ।

বার্ডিক আড়চোখে কেডকে দেখতে লাগল। অনেকদিন পরে কেডের মুখে ও বেদনার ছাপটা দেখতে পেল না। ওকে কেমন খুব স্বস্তি পেয়েছে মনে হল।

পরদিন সকালে ওরা হলিউড গেল। বিস্মৃত চিত্রতারকাদের নিয়ে একটা লেখা বেরোবে, সেজন্য যাওয়া। ম্যাথিসন জানত কেড অপূর্ব সব ছবি তুলবে।

ফিরে এসে কেড ওর চিঠিপত্রের মধ্যে ভিকি মার্শালের একটা চিঠি পেল।

প্রিয় মিঃ কেড,

জেরির জন্য আপনি যা করেছেন তার জন্য আপনাকে সামনে থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। একটু কি দেখা হওয়া সম্ভব? প্রায় সন্ধ্যায় আমি বাড়িতেই থাকি।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কেড ভিকি মার্শালের বাড়িতে গেল। ভিকি মেয়েটি নম্র সহানুভূতিশীল স্বভাবের। এবং অবশ্যই শিল্পী মন আছে ওর মধ্যে। ঠিক এরকম একজন সঙ্গীই কেড চেয়েছিল। কিন্তু আশা করে নি।

প্রায় রাত দুটো অবধি ওরা গল্প করল। ভিকি জানাল জেরি কানাডায় চলে গেছে। ভ্যাঙ্কুভারে জেরির বন্ধুর একটা খেলার ক্লাব আছে। ও জেরিকে ওর পার্টনার হওয়ার জন্য অনেকদিনই পীড়াপীড়ি করছিল। ওর নিজের ভাই সমকামী, ভিকির কাছে এ আঘাত সাংঘাতিক। ওরা যদিও দুজন দুজনকে খুব ভালবাসে, কিন্তু ওদের ছাড়াছাড়ি হওয়াটাই ভাল।

ভিকি কেডকে বলল ও কেডের একজন মস্ত ফ্যান। কেডের ইদানীংকার কিছু ছবি নিয়েও বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা করল। কেড মুগ্ধই হল।

কেড উঠে পড়বার আগে বলল, কাল আমরা কোথাও যেতে পারি না, শহরের বাইরে? আপনার কি সময় হবে?

ভিকি জানাল তার অনেক কাজ বাকী রয়েছে। সে কেডকে আগামীকাল ডিনার খেতে আসতে বলল।

বেশ, আমরা না হয় বাইরেই খাব কোথায়।

কেন আমার রান্না খেতে আপনি ভয় পাচ্ছেন?

কেডের হঠাৎ জুয়ানার কথা মনে পড়ল। ওর মুখে এমন একটা বেদনা ফুটে উঠল যে বুদ্ধিমতী ভিকি তাড়াতাড়ি বলল, বেশ আমরা বাইরেই খাব।

না, আমি এখানেই আসব।

তারপর দশদিন ধরে ও রোজই ভিকির ফ্ল্যাটে এল। এই দশ দিনেই ও বুঝল ভিকিকে ও ধীরে ধীরে ভালবেসে ফেলেছে।

ও ভিকিকে সবই বলল। জুয়ানার কথা, দুঃস্বপ্নের মতন সেই দিনগুলি, ওর রেডইন্ডিয়ানদের কুঁড়েয় পড়ে থাকা..সব। ভালবাসার কথা ওরা উচ্চারণ করেনি কিন্তু কেডও বুঝেছেভিকিও তাকে ভালবেসেছে। কিন্তু জুয়ানার অশুভ স্মৃতি তার কাছে এখনও মলিন হয়নি, বড় জীবন্ত তার প্রভাব। কেড ভাবছিল সে কি আর কোন নতুন সম্পর্ক শুরু করতে পারবে।

তারপর কেড আর বার্ডিক নতুন কাজ নিয়ে প্যারিসে চলে গেল। প্যারিসে আমেরিকান পর্যটকদের নিয়ে একটা বেশ লেখা হতে পারে।

কেডও একটু স্বস্তি পেল। কিছুদিন নিজের মনটাকে ভাল করে যাচাই করে নেওয়ার জন্য ভিকির থেকে একটু দূরে সরাই ভাল। আটদিন বাদে ফিরতে ফিরতে প্লেনে বসে ও মনস্থির করল সেডিভোর্স নেবে। আর ভিকিকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে। বাডিককে না জানিয়ে ও একজন উকিলের সঙ্গে কথা বলল।

শুনল ডিভোর্স পেতে ওর কোন অসুবিধেই হবে না। শুধু মেক্সিকো শহরে তাকে দুসপ্তাহ থাকতে হবে। মেক্সিকোর বিবাহবিচ্ছেদ খুব তাড়াতাড়ি আর সহজে হয়। উকিলই কেডকে ওঁর মেক্সিকান প্রতিনিধির ঠিকানা দিলেন। কেড ম্যাথিসনকে বলল সে দুসপ্তাহ ছুটি চায়। ম্যাথিসন আপত্তি করল। বার্ডিককে ও বলল বিবাহ বিচ্ছেদ করতেই ও মেক্সিকো যাচ্ছে। বার্ডিক খুশী মনে ওকে শুভকামনা জানাল।

যাবার আগের দিন ও সন্ধ্যাবেলাটা ভিকির সঙ্গে কাটাল। কিন্তু কিছুই বলল না। যতক্ষণ না ওসত্যিই জেনেছে ও মুক্তি পেয়েছে ভিকিকে ও মনের কথা জানাবেইনা। শুধু বলল একটা জরুরী কাজে ও দুসপ্তাহের জন্য মেক্সিকো যাচ্ছে।

.

০৬.

এল প্রাভো হোটেলের লবির দেওয়ালে বিভেরার আঁকা পঞ্চাশ ফুট লম্বা প্রাচীর চিত্র। রবিবার বিকেলের একটি সময় আমেরিকান টুরিস্টরা হাঁ করে তাই দেখছিল। কেড লবিতে ঢুকল সে সময়। একা একা সে লাঞ্চ খেয়ে নিয়েছে। আজ রবিবার, কি করে যে সময় কাটাবে ভাবছিল কেড। মেক্সিকান উকিলরা ওকে পরামর্শ দিয়েছে কেড যেন ওদের সাথে আরো আলোচনা করে। জুয়ানার ব্যাভিচারের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করেছে, সব প্রমাণ খুঁটিয়ে দেখেছে। এক কথা বলতে বলতে কেডের বিরক্তি ধরে গেছে।

একটা পেপারব্যাক বই কিনে বিকেল অবধি আলামেদা গার্ডেনে সময় কাটাবে ভেবে একটা বইয়ের দোকানে গেল কেড।

সিনর কেড।

ঘুরে দাঁড়িয়ে কেড ক্রিল অ্যাডোলফোর আনন্দে ঝলমলে মুখটা দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আর নিঃসঙ্গ বলে মনে হল না কেডের। করমর্দন করতে করতে ক্রিলের সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখেনি বলে কেডের একটু খারাপ লাগল। কেড ইচ্ছে করেই ক্রিলের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখেনি। কেডের দুঃসহ অতীতের সঙ্গে ক্রিল খুবই জড়িত ছিল। কেড সব ভুলতে চাইছিল। তবে এখন ক্রিলকে দেখে তার মন খুশীতে ভরে গেল।

ক্রিল আবেগে প্রায় কেঁদে ফেলেছে, এ একটা বিশেষ মুহূর্ত সিনর। আমি তো জানতামই না আপনি এখানে এসেছেন। কি চমৎকার চেহারা হয়েছে আপনার। আপনাকে দেখে এত ভাল লাগছে।

কেড বলল, আমরা দুজনেই খুশী হয়েছি। চল কিছু খাওয়া যাক। তোমার সময় আছে তো?

আপনার জন্য সময় নেই। ক্রিল বলল।

ক্রিল কেডের সঙ্গে একটা স্বাল্পালোকিত বারে ঢুকল।

আপনাকে দেখেই বুঝতে পারছি আপনি ভাল আছেন। নিউইয়র্ক সান-এ আপনার অসাধারণ ছবি দেখেছি। আমি খুবই সাধারণ এবং অশিক্ষিত। হয়তো আমার পক্ষে এটা ঔদ্ধত্য হবে বলা যে আপনার ছবি আমার মনকে ভীষণ নাড়া দেয়।

ক্রিলের স্থূল হাতটায় চাপ দিল কেড। তারপর নিজের জন্য কোকাকোলা আর ক্রীলের জন্য কফি অর্ডার দিল। তারপর আবেগ সামলে বলল, অ্যাডোলফো, প্লিজ আমাকে সিনর বল না। আমাকে ভ্যাল বলেই ডেক। আর তুমি অজ্ঞ, অশিক্ষিত এ সব বাজে কথা বোলল না।

আনন্দে উচ্ছ্বাসে ক্রিল প্রায় নেচে ফেলে আর কি।

এবার বল, এখানে এসেছ কেন?

একটুও দ্বিধা না করে কেড ভিকির কথা খুলে বলল।

বলল, অ্যাডোলফো, ভিকির সঙ্গে তোমার আলাপ করতেই হবে। জুয়ানার মধ্যে যা নেই, ওর মধ্যে আছে। আমি জুয়ানার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য এসেছি। জুয়ানার সঙ্গে আমার যা হয়েছিল তা নিছক পাগলামো বলতে পার। এখন আমি সবই বুঝতে পারছি।

জুয়ানা তোমার উপযুক্ত নয়, কেড। ও বোঝে শুধু টাকা। ও ব্যাধিগ্রস্ত।

কেড ইততঃ করে বলল, জুয়ানার কি হল শেষ পর্যন্ত?

জুয়ানা এখন এখানে।

গলার মধ্যে কি যেন একটা দলা পাকিয়ে তোলে কেডের। মাথা নীচু করে বলল, এখন ডিয়াজের সঙ্গেই আছে?

না ও ডিয়াজকেও ধ্বংস করে দিয়েছে। ওরা যখন স্পেন থেকে ফিরল তখনই ওদের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। আজ বিকেলে আমি ডিয়াজের ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই দেখতে যাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে এটাই ওর শেষ লড়াই।

শেষ লড়াই মানে?

ডিয়াজকে আমি দেখেছি, কেড। ও এখন একটা ধ্বংসস্তূপ ছাড়া কিছুই নয়। জুয়ানা ওর সাহস নিঃশেষ করে দিয়েছে। ওকে দেখলে তোমার দুঃখ হবে। গত রবিবার দর্শকরা ওর দিকে বোতল ছুঁড়ে মেরেছে। তুমি ভাবতে পার?

কিন্তু অ্যাডোলফো কেন? কেড বিচলিত হয়ে প্রশ্ন করল।

ক্রিল মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, একটা রেডইন্ডিয়ানের কুঁড়ে ঘরের কথা তোমার মনে পড়ে...তা–ও জানতে চাও কেন?

কেড দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, সত্যি আমরা পুরুষরা সত্যিই নির্বোধ।

জুয়ানাকে ভালবাসা মানে মৃত্যুকে ভালবাসা।

দ্বিতীয়বার কেড এই তুলনাটা শুনল। বলল, জুয়ানা কী করছে এখন?

চ্যাপুলটেপেক পার্কে তুমি একসময়ে যে বাড়ি ভাড়া করেছিলে ওখানেই থাকে এখন। ওর সঙ্গে এখন কেড নেই। ডিয়াজ জুয়ানাকে অনেক দামী দামী উপহার দিয়েছিলো তাতেই... তাছাড়া ও সানপাবলে নাইট ক্লাবে রোজ রাতেই যায়। ওখানে ধনী আমেরিকানদের আড্ডা। দিব্যি আরামেই আছে ও।

কেডের চোখের সামনে জুয়ানার প্রায় অলৌকিক চেহারাটা ভেসে উঠল। ওর দীর্ঘ এলায়িত কালো চুল একটা বর্মের মন ওর শরীরকে ঢেকে রাখে। জুয়ানার মতন তাকে কেড আর অত উন্মত্ত করতে পারবে না।

কেড জোর করে জুয়ানার ছবিটা মন থেকে মুছে ফেলল।

অ্যাডোলফো আমি ডিয়াজের লড়াই দেখতে চাই।

বেশ। আজকাল ডিয়াজের লড়াইয়ে আর ভীড় হয় না। শুধু ওর অনিবার্য পরিণতি দেখার আশায় অনেক শকুন ওখানে ভীড় করে।

তবে তুমি কেন যেতে চাও অ্যাডোলফো।

আমার জীবনের একটা অধ্যায় তোমার, জুয়ানার আর ডিয়াজের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে কেড। ওর জন্য আমার টায়ার খোয়া যায়। যে ঘটনা গোড়া থেকে দেখেছি তার শেষটাও আমি দেখতে চাই।

গোল ময়দানে বালি ছড়ানো। মাঠটা লালরঙের তার দিয়ে ঘেরা। বেড়াতারের ঠিক পাশের সীটটায় ক্রিল আর কেড গিয়ে বসে পড়ল। সত্যিই অনেক সীট খালি আছে। তবে ভীড় হয়েছে।

কেড ক্ল্যানোকোকে দেখতে পেল। ভুরু কুঁচকে রেজিনো তরোয়াল অনুশীলন করছে।

কেডকে ওর দিকে তাকাতে দেখে ক্রিল বলল, হ্যাঁ, রেজিনো এখনও ডিয়াজের সঙ্গে আছে। ডিয়াজের সত্যিই বিশ্বস্ত অনুচর ও।

গত রবিবার দর্শকরা যখন ডিয়াজকে বোতল ছুঁড়ে মারছিল, রেজিনো কাঁদছিল।

চারদিকে রোদ ঝকমক করছে। পরনে রুপোলি কালো পোষাক, পেট্রোকে দেখেই চিনতে পারল কেড। দুপাশে দুজন মাতাদের। ওদের পেছনে আরো লোক। সবচেয়ে পিছনে ঘোড়ার পিঠে সহযোদ্ধারা।

ডানহাত দুলিয়ে ওরা বালির ওপর দিয়ে সমান তালে হেঁটে এল। কেড ভেতরে ভেতরে একটা অসুস্থ উত্তেজনা বোধ করল। সে ডিয়াজের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল। ক্রিল ঠিকই বলেছে। আজকের ডিয়াজ আগের ডিয়াজের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। তার সেই বাজপাখির মন ধারালো মুখ কেমন ঝুলে পড়েছে, আগের মতন নিষ্ঠুর লাগছে না ওকে। ওর চোখ অস্থিরভাবে ঘুরছে। জিল বলল প্রথম যাড়টার সঙ্গে ও লড়বে।

ডিয়াজ এগিয়ে গিয়ে ক্ল্যানাকোকে ওর আংরাখা দিল।

ডিয়াজ হঠাৎ কেডকে দেখতে পেল। মুখ ফিরিয়ে ও ক্ল্যানোকোকে কী বলল। ক্ল্যানাকেও কেডের দিকে তাকাতে লাগল। দুজনে মিলে কেডের দিকে তাকিয়ে কী যেন বলতে লাগল। এসময় ষাঁড়টা ঝড়ের বেগে মাঠটায় ঢুকে পড়ল। তারপর শিং বাগিয়ে চারিদিকে ছুটতে লাগল। ষাঁড়টা যখনই কোন আংরাখা দেখতে পেল তার দিকে তেড়ে গেল।

ওঃ কি প্রকাণ্ড বাঁড়টা। ক্রিল বলে উঠল।

ডিয়াজ ষাঁড়টাকে দেখতে লাগল। ক্ল্যানোকো রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে রেগেমেগে ডিয়াজকে কি যেন বলল। ডিয়াজ বলল, চুপ কর। আমাকে বোতলটা দাও। ক্ল্যানোকো বিরক্তিভরা মুখে একটা চোঙ্গার মতন মুখওয়ালা সোরাই দিল। ডিয়াজ চকচকিয়ে তা খেয়ে খেয়ে সোরাইটা ফেরত দিল।

ক্রিল বলল, সবাই ভাবছে ওটা জল, আসলে ওটা টেকুইলা।

মাঠে তখন ভীষণ হইচই। ষাঁড়টা একটা ঘোড়াকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছে। ডিয়াজ সরাসরি কেডের দিকে তাকাল, আবার দেখা হল তাহলে। তোমার জন্যই আমি এই ষাঁড়টাকে মারব। তবে আমি তোমাকে করুণা করি। ডিয়াজের কথাগুলো কেড ঠিকই শুনতে পেল।

গুডলাক, কেড আস্তে বলল। ডিয়াজকে দেখে কেডের করুণা হল। তারপর বেঁটে চৌকো মানুষটা ষাড়ের দিকে এগিয়ে গেল। মাঠের বাকি সবাই চলে গেছে। এখন ডিয়াজ আর ষাঁড়টা মুখোমুখি সংঘর্ষের জন্য তৈরী।

ডিয়াজ হাঁটতে হাঁটতে দুবার হোঁচট খেল। জনতা রুদ্ধশ্বাস হয়ে ডিয়াজকে দেখছে। কেড দেখল ক্যাননকো অন্য দুজন মাতাদেরকে কি যেন বলল। তারপর আংরাখা হাতে ওরাও ডিয়াজের পেছন পেছন ছুটল। অধচক্রাকারে ডিয়াজকে ঘিরে আগলাতে আগলাতে ওরা চলল।

ডিয়াজ ষাঁড়টার তিরিশগজ দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল। পেছনে আসা মাতাদোরদের স্প্যানিশ ভাষায় গালাগাল দিল। ওদের হাত নেড়ে চলে যেতে বলল। কেড দেখল দর্শকদের সীট আর মাঠ ঘেরা রেলিঙের মাঝ দিয়ে ক্ল্যানোকা পাগলের মতন ষড়টার দিকে ছুটছে।

ক্রিল বলল, আরে বোকাটা করছে কী, এতে ডিয়াজ আরও ঘাবড়ে যাবে।

এবার ডিয়াজ ষাঁড়টার পনের গজের মধ্যে দাঁড়িয়ে। তারপর আংরাখাটা খুলে ষাঁড়ের দিকে দোলাতে লাগল। ততক্ষণে ক্ল্যানোকো ষাঁড়টার পেছনে রেলিং বেয়ে নামবার চেষ্টা

করছে। লেজ সোজা করে ষাঁড়টা আক্রমণ করল। এক মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাটা ঘটে গেল। একটা প্রায় পৃথিবী কাঁপানো শব্দ হল, কেড দেখল ডিয়াজ ছিটকে শূন্যে উঠে গেল আর তারপর চিৎ হয়ে আছড়ে পড়ল বালির ওপর। এবার ষাঁড়টা ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে এগিয়ে এল। অন্যরা দৌড়ে আসছে। ডিয়াজ উঠতে চেষ্টা করল। কিন্তু ষাঁড়টার গতি এত ক্ষিপ্র যে ক্ল্যানোকো কিছুই করতে পারল না। বা শিং দিয়ে ষাঁড়টা ডিয়াজের বুক চিড়ে ওকে রেলিঙের সঙ্গে গেঁথে ফেলল। তারপর আবার শিং বেঁধাল।

ক্ল্যানোকো আর্তনাদ করতে করতে ষড়টার সিং ধরে ওরনাকে ঘুষি মারতে লাগল। দর্শকদের সাথে উঠে দাঁড়িয়ে কেডও পাগলের মতন চেঁচাচ্ছিল। ক্ল্যানোকোকে এবার মাটিতে আছড়ে ফেলে ষাঁড়টা অন্য একজন পলায়মান মাতাদোরের পেছনে ছুটতে লাগল। যাবার সময় ক্ষুর দিয়ে ক্ল্যানোকোর মুখটা থেতলে দিয়ে গেল। তিনজন চাকর এসে ডিয়াজকে তুলে নিয়ে মাঠ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। একজন ক্ল্যানোকোকে দাঁড় করিয়ে দিল। ক্ল্যানোকোর মুখ দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছিল।

কেডের বমি পাচ্ছিল, সে কোনরকমে বলল, চল যাওয়া যাক। গেটের বাইরে দিয়ে যেতে যেতে কেড উদভ্রান্তের মতন বলল, ডিয়াজের আঘাত খুব গুরুতর মনে হয় তোমার?

ক্রিল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ডিয়াজ নিশ্চয়ই এতক্ষণে মারা গিয়েছে। ওর পাঁজরার হাড় চুরচুর হয়ে গেছে ষড়টার শিঙের ঘায়ে।

কেড খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছে। বলল, আমাকে হোটেলে নিয়ে চল আঁডোলফো। আমি এ শহর থেকে চলে যেতে চাই। আমার ঘেন্না ধরে গেছে এখানে।

ক্রিল অগুনতি গাড়ির ভীড়ের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ওর পন্টিয়াকের কাছে পৌঁছে বলল, ডিয়াজ নিজেই নিয়তি ডেকে এনেছে। ক্রিল হোটেলের বাইরে গাড়ি থামাতে কেড বলল, নিজে কদিনের মধ্যে আমি চলে যাব। তোমায় খবর দেব। হোটেলে ঢুকেই কেড ট্রাভেস্তাল এজেন্সীর অফিসে গিয়ে তার পরদিনই নিউইয়র্ক যাবার প্লেনে টিকিট বুক করল। লিফট ওপরে চলে এলে কেড চাবি দিয়ে নিজের ঘর খুলল। সন্ধ্যার দীর্ঘ প্রহরগুলো সে কি করে কাটাবে ভেবে তার মন ভারি হয়ে গেল। দরজা বন্ধ করল কেড, আর তারপরই পাথর হয়ে গেল। জানালার দিকে পিঠ ফিরিয়ে জুয়ানা দাঁড়িয়ে আছে। একটা সাধাসিধে পোষাক পরে আছে। চারিদিক দিয়ে রোদের আভা ওকে ঘিরে ধরেছে।

তোমার মতন কেড হয় না, হতে পারে না। আমি ফিরে এসেছি কারণ আমি বুঝতে পেরেছি আমি তোমায় কত ভালবাসি। বলেই জুয়ানা দুহাত কেডের দিকে বাড়িয়ে দিল। তুমি কি আমাকে চাও, তাহলেনাও আমাকে। পরদিন সকালে কেড নিউইয়র্কে যাবার সীট ক্যানসেল করল। জুয়ানা বিছানার ওপর এলিয়ে শুয়ে আছে। সারারাত ওরা পাগলের মতন কথা বলেছে, হেসেছে, ভালবেসেছে। জুয়ানা কেডকে বলল, তোমাকে হারিয়ে বুঝেছি তুমি আমার কতখানি জুড়ে আছ। আমি একা ছিলাম এই জন্যই কুবুদ্ধি আমায় পেয়ে বসেছিল। তুমি আমার সঙ্গে থাকলে কক্ষনো এমন হত না।

জুয়ানা কেডকে কী ভীষণ যন্ত্রণা দিয়েছে, সবই মনে পড়েছে কেডের। কিন্তু ও সে নিয়ে আর ভাবল না। ও বুঝেছে জুয়ানা যত নিষ্ঠুরতাই করুক না কেন, জুয়ানা তার সর্বস্ব। জুয়ানা তাকে ডাকলে সে তাকে কিছুতেই ফেরাতে পারবে না। এ যেন ভয়ংকর এক নিয়তির নির্দেশ।

আমরা পুরনো কথা আর মনে করবনা জুয়ানা। তুমি আমার স্ত্রী। আমরা নতুন করে আমাদের বিবাহিত জীবন শুরু করব। আমরা নিউইয়র্কে ফিরে যাব। কোথাও একটা ছোট ফ্ল্যাট খুঁজে নেব। আমরা খুব সুখী হব।

জুয়ানা কেডের হাত বোলাতে বোলাতে বলল, নিউইয়র্ক? আমার মনে হয় না ডার্লিং নিউইয়র্কে আমার থাকতে ভাল লাগবে। আমরা তো সেই বাড়িটাতেই থাকতে পারি।

নিউইয়র্কে আমার সান-এর সঙ্গে কনট্রাক্ট আছে। আমাকে ওখানেই কাজ করতে হবে।

কনট্রাক্ট? তার মানে?

আমি একটা কাগজে কাজ করি।

ওরা ভাল টাকা দেয় তোমাকে?

না।

তবে তুমি ওখানে কাজ কর কেন?

সে তুমি বুঝবে না। এখনও দেড়বছর ওদের সঙ্গে আমায় কাজ করতে হবে।

জুয়ানা বলল, ওরা কত দেয় তোমায়?

হপ্তায় তিনশো ডলার, হতাশায় ডুবে যেতে যেতে কেড ভাবল অ্যাডোলফো ঠিকই বলে, জুয়ানা বোঝে কেবল শরীর আর টাকা।

টাকা তোমার কাছে খুব দামী না?

জানিনা। টাকা থাকা ভাল, তবে সেটা এমন কিছু একটা ব্যাপার নয়। তারপর হেসে জুয়ানা বলল কেড আমি কত কম টাকায় তোমার সংসার চালিয়েছি বল? নিজের হাতে রান্না করেছি।

হ্যাঁ।

তোমার কি মনে হয় সপ্তাহে তিনশো ডলারে আমরা চালাতে পারব?

নিশ্চয়। হাজার হাজার লোক–এর চেয়ে অনেক কমে সংসার চালায়।

তবে চল আমরা নিউইয়র্কে যাই।

কেড উকীলদের জানাল সে বিবাহ বিচ্ছেদ চায় না। এ বিষয়েও জুয়ানার সঙ্গেও কথা বলল। জুয়ানা বলল, তুমি আমাকে ছেড়ে দিতে পার না। তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার। তুমি আমার স্বামী, তাই জন্যেই তো তোমার কাছে ফিরে এসেছি।

জুয়ানার মুখ দু হাত দিয়ে তুলে ধরে কেড বলল, তুমি আমার স্ত্রী তাই তো তোমাকে ক্ষমা করতে পারছি।

জুয়ানা বলল, চল আমরা বাড়ী যাই। এই মাসের শেষ অব্দি ভাড়া দেওয়া আছে।

ওর সেই ওদের আগেকার বাড়ীতে ফিরে গেল। গ্যারাজে নতুন লাল থান্ডারবার্ডটা চোখে পড়ল কেডের।

জুয়ানা যেন কিছুই নয় এভাবে বলল, তোমার আমার অনেক পছন্দ ছিল। এটা পেড্রো আমাকে দেয়। ওকে তো ক্ষতিপূরণ দিতেই হত।

কেড বুকের কষ্টটা জোর করে সরিয়ে দিল। ঘরে ঢুকে জুয়ানা বলল, তোমায় একটু টেকুইলা এনে দি?

কেড বলল, না আমি আর মদ খাই না।

কেন?

কেড বলল, মদ খেলে আমার শরীরের ক্ষতি হবে।

জুয়ানা যেন একটু হকচকিয়ে গেল। তারপর ভেতরে গিয়ে কেড স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে গেছে ওর। গাড়িটা দেখে ও বিচলিত হয়ে পড়েছে। ওদের শোবার ঘরে জুয়ানা আর ডিয়াজ প্রেম করত, এই ভেবে ওর যন্ত্রণা বেড়েই চলেছে। অথচ ও এত অসহায় যে জুয়ানাকে অস্বীকার করার তার ক্ষমতা নেই। এ সম্পর্ক স্থায়ী হবে না, কেড মর্মে মর্মে বুঝছিল। জুয়ানা যেমন শরীর আর টাকা ছাড়তে পারে না সেও জুয়ানাকে না ভালবেসে থাকতে পারে না। তবুও তো ক্ষণিকের জন্যও জুয়ানাকে চোখ

ভরে দেখতে পাবে। জুয়ানা যদি ওকে ছেড়ে দেয় ও নিজেকে আর ধ্বংস করবে না। বড় কষ্ট পেয়েছে সে, আর সে নিজের জীবন নষ্ট করবে না।

দশদিন স্বপ্নের মতন কেটে গেল। এই দশদিন সে নিমেষের জন্য চোখের আড়াল করেনি জুয়ানাকে। একদিন বাগানে বসে জুয়ানা বলল, সোনা তুমি সুখী হয়েছ তো?

কেড বলল, কেন একথা বলছে?

জুয়ানা বলল, কত বদলে গেছ তুমি। কত গম্ভীর। কেমন যেন উদাসীন লাগে তমাকে। তুমি আবার কাজ শুরু করবে না?

হ্যাঁ, সেই কথাই বলছি তোমাকে। আমি নিউইয়র্কে ফিরব তুমিও যাবে আমার সঙ্গে।

নিউইয়র্কে কোথায় থাকব আমরা? আমাদের বাড়ীতে বাগান থাকবে না?

না।

জুয়ানার পরনে বিকিনি। সে পায়ের ওপর পা তুলে বসল। কেডের মনে হল জুয়ানা যেন সৌন্দর্যের জীবন্ত প্রতিমা।

আমার মনে হয় তুমি আগে ফ্ল্যাটটা জোগাড় কর তারপর না হয় আমি যাব। দেখ আমি কেমন হিসেবী হয়ে গেছি।

না, তুমি আমার সঙ্গে যাবে জুয়ানা।

বেশ তো, তুমি যা বলবে ডার্লিং। কবে রওনা হব?

আগামী বৃহস্পতিবার।

তাহলে বুধবার বিকেলেই আমরা গাড়ি চালিয়ে চলে যাব নিউইয়র্ক।

কেড জুয়ানাকে লক্ষ্য করছিল, বলল, নিউইয়র্কে তোমার গাড়ি লাগবে না জুয়ানা। ওখানে পার্ক করবার জায়গা নেই। গাড়িটা আমরা বেচে দিয়ে যাব।

জুয়ানার চোখদুটো রাগে জ্বলে উঠল কিন্তু পরক্ষণেই বলল, ঠিক আছে।

রাতে কেড বার্ডিককে টেলিফোন করল।

বৃহস্পতিবার ফিরবো এড। গিয়েই কাজ ধরব।

বার্ডিক বলল, বেশ তাই হোক। একটা খবর দেবে তো। আমি চিন্তায় মরি। ভাল আছ তো?

খুব। দেখা হলে সব বলব।

ঠিক আছে, একটা কাজ তোমার জন্য ঠিক করেই রেখেছি।

কি কাজ?

হ্যারি ওয়েস্টনের ডিজাইন করা পোষাকে একটা নতুন গানের নাটক শুরু হচ্ছে। শুধু আমরাই এই খবরটা ছাপার ভার পেয়েছি। শুক্রবার বিকেলে শুরু হচ্ছে।

ঠিক আছে। আমি পৌঁছে যাব কেড টেলিফোন ছেড়ে দিল। তারপর ক্রিলের সঙ্গে কথা বলল কেড।

অ্যাডোলফো আমি আর জুয়ানা একসঙ্গে আবার থাকব, ঠিক করলাম। বৃহস্পতিবার আমরা নিউইয়র্ক যাচ্ছি। গ্যারেজে ওর গাড়িটা রেখে দিচ্ছি। বেচে দিতে পারবে?

বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকার পর ক্রিল বলল, কী বললে, আমি ঠিক শুনেছি? তুমি আর জুয়ানা। আবার বলতো?

ঠিক ঠিক আছে। অত উত্তেজিত হয়ো না। আমি যা করেছি ভেবেচিন্তেই করেছি। গাড়িটার ব্যবস্থা করতে পারবে তো?

ক্রিল তখনও স্তম্ভিত হয়ে আছে। কোন রকমে বলল, ঠিক আছে।

ধন্যবাদ, কেড তাড়াতাড়ি ফোন নামিয়ে রাখল।

বুধবার রাতে বাক্স গোছতে গোছাতে হঠাৎ জুয়ানা দু হাতে মাথা টিপে বিছানার ওপর বসে পড়ে।

কেড দৌড়ে ওর কাছে গেল, কি হল সোনা?

জুয়ানা বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। মুখ ব্যথায় শক্ত হয়ে উঠেছে। অনেক কষ্টে জুয়ানা বলল, এই সময় প্রতিমাসে আমার এই নরকযন্ত্রণা। যাও যাও আমাকে একা থাকতে দাও।

কেড বলল, আমি ডাক্তার ডাকছি।

বোকার মতন কথা বোল না। মেয়েদের এরকম হয়। তুমি থোকা নাকি? আমাকে একা থাকতে দাও, ব্যস্।

নিচে গিয়ে কেড অস্থির ভাবে পায়চারি করতে লাগল। তারপর বাগানে গেল। শেষে থাকতে না পেরে আবার উপরে গেল। জুয়ানা তখনও শুয়ে আছে। মুখ একেবারে চকের মতন সাদা। কেডকে দেখে বিরক্তিতে চোখ কুঁচকে বলল, কি হল, বললাম না আমাকে একা থাকতে দাও। এরকম হয় আমার। দু একদিন যন্ত্রণা থাকে তারপরেই ঠিক হয়ে যাব আমি।

কেড তবু বলল, কাল যেতে পারবে তো?

যেতে বাধ্য হলে যাব। এখন তো যাও। জুয়ানা বলল।

কেড বলল, বাধ্য হলে যেতে হবেনা। পরেও গেলে হবে। আমি কি কিছু করতে পারি তোমার জন্য?

না, কিছু না। কাল নাগাদ ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু পরদিন স্বাভাবিকভাবেই জুয়ানা ঠিক হল না। এত সাদা রক্তশূন্য লাগছিল ওকে যে কেড জুয়ানাকে নিয়ে যাওয়ার আশা ছেড়ে দিল। তবু কেন জানিনা মনে হল, ঠিক যাওয়ার সময়েই জুয়ানার অসুখটা হল যেন সাজানো ব্যাপার একটা।

কেড জানে জুয়ানাকে অবিশ্বাস করা উচিৎ। তবু যতদিন পারবে ও জুয়ানাকে নিজের দখলে রেখে দেবে।

বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে কেড জুয়ানাকে বলল, আমি যাচ্ছি। এক ঘণ্টার মধ্যে রওনা দেব। মনে হচ্ছে যেতে পারবেনা না?

তুমি জোর করলে আমি যাব। ব্যথা সহজ করব আমি।

না, না শুয়ে থাক তুমি।

নীচে গিয়ে ক্রিলকে ফোন করল কেড, অ্যাডোলফো খুব তাড়াতাড়ি এখানে আসতে পারবে? তোমাকে আমার ভীষণ দরকার।

দশ মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি।

যেমন কথা, দশ মিনিটের মধ্যেই এসে হাজির ক্রিল। ওর সারা মুখে উদ্বেগ।

কেড ওকে নিয়ে বসবার ঘরে গেল, আমার একটা উপকার করবে ভাই আর কাউকে আমি বিশাস করি না।

বেশ তুমি যা বলবে, করব। কিন্তু জুয়ানার ব্যাপারটা কি? আমি তো তোমাকে সাবধান...

জানি। শোনো আগামী তিনদিন তোমার কোন জরুরি কাজ আছে।

না।

আমি চাই তুমি এ বাড়িতে থাক। তুমি জুয়ানার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। জুয়ানা ভাল হলে তুমি ওকে নিউইয়র্কের প্লেনে বসিয়ে দেবে।

আমি ভাল করে বুঝলাম না।

আমার আর জুয়ানার একসঙ্গে নিউইয়র্কে যাবার কথা ছিল আজ। জুয়ানা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এটা ওর ধাপ্পাও হতে পারে। হয়তো আমার থেকে ও ভাগবার সুযোগ খুঁজছে।

ক্রিল একেবারে বিচলিত হয়ে পড়ল, আমি বুঝতে পারছি না, ও যদি চলে যেতে চায় ওকে যেতে দিচ্ছ না কেন। ওরকম একটা মেয়েমানুষ দিয়ে তোমার কি হবে?

আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না অ্যাডোলফো। ও যে আমায় চায় আমি নিশ্চিত জানি। হয়তো আমাকে ভালবাসে। কিন্তু ওর কাছে টাকার আকর্ষণ সাংঘাতিক। ধরে নাও না একটা যুদ্ধে নেমেছি আমি। দেখি না জয়ী হতে পারি কি না।

তুমি ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে?

হ্যাঁ। তুমি আমার অতি বিশ্বাসী বন্ধু। তুমি আমার জন্য এটুকু করবে?

নিশ্চয়। ওকে আমি নিউইয়র্কের প্লেনে তুলে দেবই, কথা দিচ্ছি।

কেড ওপরে গিয়ে জুয়ানাকে বলল ক্রিল তোমার দেখাশোনা করবে। তুমি সুস্থ হলে ও। তোমায় নিউইয়র্কের প্লেনে তুলে দিয়ে আসবে।

আমার ওপর তোমার একটুও বিশ্বাস নেই না?

না। কিন্তু আমি তোমায় ভালবাসি, আমি তোমাকে ঘরে রাখতে চাই।

হঠাৎ হাসল জুয়ানা, হাত দুটো বাড়িয়ে বলল, আমি যে তোমায় কী ভালবাসি। এরকম ভালবাসা পাওয়া যে কোন মেয়ের ভাগ্যি। আর কেড আমার জন্য এত কষ্ট করেনি।

জুয়ানা আবেগে থরথর করে কাঁপছিল।

আমরা দুজনে মিলে একটা চমৎকার জীবন গড়ে তুলতে পারি জুয়ানা।

নিশ্চয়ই আমরা তা করব।

ব্যাগ হাতে কেড নীচে নেমে এল। ক্রিল নীচে দাঁড়িয়ে ছিল। দুজনে দুজনের হাত ঝাঁকাল।

তোমার জন্য আমি কি করতে পারি অ্যাডোলফো? কেড বলল।

ক্রিল মৃদু হেসে বলল, সময় নিশ্চয়ই আসবে। বন্ধুত্বের মানেই তো হল পরস্পরের কাজে লাগা।

বিদায় অ্যাডোলফো। প্রতিদিন সন্ধ্যা আটটায় আমি ফোন করব। ওর ওপর নজর রেখ।

নিশ্চয়ই কিন্তু এরকম করে তুমি কতদিন চলতে পারবে। তোমার তো সুখ আসবে না।

আমি সুখ কিনতে চাইছি অ্যাডোলফো। আচ্ছা চলি।

বার্ডিক এয়ারপোর্টে এসেছিল। রাস্তায় প্রচুর ট্রাফিক। তার মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে বার্ডিককে জুয়ানার কথা বলার চেষ্টা করল কেড। বার্ডিক ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার ভ্যাল। তবে আমি মনে করেছিলাম তুমি ভিকির ব্যাপারে যথেষ্ট সিরিয়াস। ঠিক আছে তুমি যা ভাল বুঝেছ করেছ। কিছুক্ষণ কি যেন ভেবে বার্ডিক বলল, ভগবান করুন তুমি যা করছ তা ভেবেচিন্তে যেন কর।

কেড ফ্যাকাশে হাসি হেসে বলল, জুয়ানা আমার স্ত্রী এড। বিয়ে ব্যাপারটা আমার কাছে চিরস্থায়ী ব্যাপার। বার্ডিক কাঁধ ঝাঁকাল।

আমার কাছে কোন কিছুই চিরস্থায়ীনয়। আমি হচ্ছি সিনিক। শোন আমি ওয়েস্টনের ডিজাইন শো নিয়ে তোমার সাথে আলোচনা করতে চাই।

এরপর কাজের কথা বলতে বলতে ওরা নিউইয়র্ক সা-এর অফিসে পৌঁছে গেল। সেই থেকে। এমন ভাবে কাজে জড়িয়ে পড়ল কেড যে জুয়ানার খবরই নিতে পারল না।

শহরে একটা বারে ওয়েস্টন, বার্ডিক আর নাটকের দুই প্রধান অভিনেতার সঙ্গে মঞ্চসজ্জা নিয়ে আলোচনা করতে, করতে হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল কেডের। সাতটা পঞ্চাশ বাজে। তখনি ও কাছের একটা টেলিফোন বুথ থেকে মেক্সিকোতে টেলিফোন করল।

ক্রিল বলল জুয়ানা এখনও সুস্থ হয়নি। গাড়ির খদ্দের পেয়েছে একটা। ভালই দাম দেবে।

জুয়ানার সঙ্গে কথা বলা যাবে?

ঘুমোচ্ছ। পাঁচ মিনিট আগেও দেখেছি।

তবে কি ওর সত্যিই অসুখ করেছে?

বলতে পারছি না। ও ওপরে শুয়ে আছে, আমি নীচে বাগানে আছি। চিন্তা কোর না। কাল আবার ফোন কোর।

ওকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নিউইয়র্কে পাঠাও।

কথা দিয়েছি তো। আমার সাধ্যমতন করব।

ফোন ছেড়ে দিয়ে এই প্রথম নিজেকে খুব হাল্কা লাগল কেডের। পরের দিন সারাদিনটা কেটে গেল ব্যস্ততায়। সন্ধ্যার শুরুটা ফিল্ম ডেভেস্তালপ করেই কাটিয়ে দিল কেড। কখন ফোন করবে ভেতরে ভেতের ছটফট করছিল। আটটার সময়ে অন্যদের হাতে প্রিন্ট

করবার ভার দিয়ে ও একটা ফাঁকা অফিস কামরায় গিয়ে মেক্সিকোয় ফোন লাগাল। টেলিফোনের কানেকশনের জন্য অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কেড। অপারেটর জানাল কেড ধরছে না।

কেড আড়ষ্ট হয়ে গেল।

কিন্তু আমি জানি বাড়িতে লোক আছে। আরেকটু দেখুন না। ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা ও অস্বস্তিতে কেড টালমাটাল হতে লাগল। অপারেটর জানাল কোন জবাব নেই। হয়তো ক্রিল জুয়ানাকে নিয়ে এয়ারপোর্টে গেছে। তাড়াতাড়ি এয়ারপোর্টে ফোন করল কেড। এয়ারপোর্ট থেকে জানাল ঘণ্টা দুয়েক বাদে মেক্সিকোর একটা প্লেন আসছে। নিশ্চয়ই ওই প্লেনে আসছে জুয়ানা। কিন্তু অ্যাডোলফো খবর দেবে তো একটা।

একঘণ্টা বাদে ছবিগুলো ম্যাথিসনকে পাঠিয়ে আবার ক্রিলকে ফোন করল কেড। এবারও অপারেটর জানাল কোন উত্তর নেই। এয়ারপোর্টে ফোন করে জানল মেক্সিকো থেকে সবচেয়ে শেষে যে প্লেন এসেছে তাতে জুয়ানা নামের কেড নেই।

এ সময় বার্ডিক ঘরে ঢুকল। কেডের মুখ দেখে চমকে বার্ডিক বলল, কি হয়েছে?

কেড বলল, জুয়ানার কাছ থেকে কোন খবর পাচ্ছি না। ওকে ছেড়ে আসা আমার উচিৎ হয়নি। চুলোয় যাক সব। চল বেরোই, একটু মদ খাই।

থাম, তুমি আবার এসব শুরু করতে পারবে না। চল বাড়ি চল।

কেড একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, চল বাড়িই চল।

পরদিন ভোর ছটায় কেড আবার ফোন করল। এবারও কোন জবাব নেই। এয়ারপোর্টে ফোন করল কেড। সকাল সাড়ে নটায় মেক্সিকো যাবার একটা প্লেন আছে। সামান্য জিনিস ব্যাগে পুরে কেড ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল। তার মনের মধ্যে একটা ঝড় চলছে যেন। তবু নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল কেড। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা ট্যাক্সি নিয়ে পার্কের সেই বাড়িটাতে পৌঁছল কেড। নেমেই দেখল গ্যারাজ ভোলা থান্ডারবার্ড নেই। সদর দরজা হাঁকরে খোলা। কেড প্রায় পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল। দরজা জানলা সব হা হা করছে। একটা ভয়ংকর সর্বনাশের আঁচ পাচ্ছে কেড। নিজেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে ও ওপরে শোবার ঘরে গেল। শোবার ঘরের দরজার পাশে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল কেড। তার বুকের হৃৎপিণ্ডটা সমানে লাফাচ্ছে। শেষে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়ল।

ক্রিল বিছানায় পড়ে আছে। পরনে সাদা গোলাপী ডোরাকাটা পায়জামা। ডান হাতে একটা ২২ রিভলভার আঁকড়ে ধরে আছে ক্রিল। বিছানায় রক্ত গড়িয়ে শুকিয়ে ডেলা হয়ে আছে। কপালে রগের ওপর একটা ছোট কাল গর্ত। কেড বুঝল ক্রিল কিভাবে মরেছে। বাতাসে তখন জুয়ানার সেই বিশেষ এসেন্স ভাসছে। সেদিনই অনেক রাতে নিউইয়র্কে ফিরে এল কেড। বার্ডিক খুবই দুশ্চিন্তা করছিল। কেডকে দেখেই বার্ডিক বুঝল কেড প্রচুর মদ খেয়েছে।

যাক। অদ্ভুত হেসে কেড বলল, সব চুকে গেল।

বার্ডিক কেডের মদ খাওয়া দেখে উদ্বিগ্ন হয়েছিল। কিন্তু সে কথা না বলে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?

কেড আবার অদ্ভুতভাবে হাসল, জুয়ানা ভেগেছে এড। নিজের সব জিনিস গুছিয়ে নিয়ে, থান্ডারবার্ড নিয়ে কেটে পড়েছে। হয়তো আমারই দোষ। আমি বড্ড কড়াকড়ি করছিলাম। গাড়িটা নিয়ে ওকে জবরদস্তি না করলে ও নিউইয়র্কে নিশ্চয়ই আসত। কিন্তু ওর এক প্রেমিকের গাড়ি বলে আমি সহ্য করতে পারিনি। আর তাছাড়া আমি কম রোজগার করি বলে ও ভয়ও পেয়েছিলো।

কিন্তু তুমি তো বলেছিলে ক্রিল ওর দেখাশোনা করছে। ও কি বলল।

কেড প্রায় পাগলের মতন হাসল এবার। তাই দেখে বার্ডিক ভয় পেয়ে গেল।

অতি কর্কশ, বিতৃষ্ণায় ভরা কণ্ঠে কেড বলল, নিশ্চয়ই। দেখাশোনার কথাই তো ছিল। আশ্চর্য, আমি ভেবেছিলাম আমি ক্রিলকে বিশ্বাস করতে পারি। কিন্তু আমি একটা গাধা। তুমি ভাবতে পার ক্রিল জুয়ানার সঙ্গে শুয়েছে?

বার্ডিক জোরে নিশ্বাস টানল। কি বলছ ভ্যাল? ক্রিলকে আমি ভাল লোক বলে জানতাম।

ঠিকই বলছি। আমাদের বিছানায় শুয়েছিল ক্রিল। মূর্খ বেজন্মাটা গুলি করে আত্মহত্যা করেছে।

তারপর চোখ ঢেকে বলল, উঃ আমি ভাবতে পারছি না। জুয়ানার ওপর জবরদস্তি করে, তারপর আমার মুখোমুখি হবার সাহসে কুলোয়নি। হোঁৎকা, একটা নির্বোধ একটা বেশ্যার বাচ্চা...

হা ভগবান। অসম্ভব আঘাত পেল বার্ডিক। ও তাড়াতাড়ি জানলার কাছে গিয়ে আকাশ দেখতে লাগল।

কেডের গলা কাঁপছিল, ক্রিল কথা দিয়েছিল ও জুয়ানাকে প্লেনে তুলে দেবে। বলেছিল আমি যেন ওকে বিশ্বাস করি। আমি হলফ করে বলতে পারি আমি মেক্সিকো ছাড়ার আগেই ও আমাদের বিছানায় গিয়ে জুয়ানাকে পাকড়াও করে। পাজী, হতচ্ছাড়া নরকে যেন ও ঝলসে মরে।

চুপ কর। এবার রাগে ফেটে পড়ল বার্ডিক। তুমি মাতলামি করছ। যা ঘটেছে তোমারই দোষে। তুমিই ক্রিলকে মারলে। ক্রীলের মতন সরল লোককে ঐ রকম একটা মেয়েছেলের খপ্পরে কেড ফেলে আসে? এই মেয়েছেলেটা তোমাকে কতবার বোকা বানিয়েছে? ওই অ্যাডোলফোকে ওর সাথে শুতে বাধ্য করেছে, লোভ দেখিয়েছে। কি করে তোমার মনে হল অ্যাডোলফোর মনের জোর তোমার থেকে বেশী? তুমি যদি পুরুষ হও অ্যাডোলফো পুরুষনয়? ও কি মহাপুরুষ নাকি?

ও তুমি ক্রীলের পক্ষে বলছ। আমি ওকে বিশ্বাস করেছিলাম। পাজী, হোকা, চর্বির গোলা একটা....

বার্ডিক রাগে চীৎকার করে উঠল, তোমার কথা শুনে আমার বমি পাচ্ছে। অ্যাডোলফোকে ওর সত্যিই ভাল লাগত। খুবই নিরীহ আবেগপ্রবণ ভদ্রলোক। অ্যাডোলফোর মৃত্যুর জন্য যে কেড পুরোপুরি দায়ী জানে বার্ডিক। ওই বদমাশ মেয়েছেলেটার জন্য তুমি সেবার নিজেকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলে...তাও শিক্ষা হয়নি তোমার। কি কুৎসিত অপদার্থ নোংরা বেশ্যা মেয়েমানুষ একটা। এখন আবার ঢং করে বোতল ধরেছ। তুমি একটা মেরুদণ্ডহীন পুরুষ। একটা হ্যাংলা ব্যক্তিত্বহীন মেয়েছেলেবাজ। এ পর্যন্ত একথা তোমার মুখের ওপর কেড বলেনি। কিন্তু আমি বলছি। অ্যাডোলফোকে তুমিই মেরেছ। তোমার গুণ আছে তো কি? অ্যাডোলফোর তবু অনেক এলেম ছিল। জুয়ানা ওই বেশ্যাটা ওকে ফাঁসিয়েছে। ও আমাকে অব্দি ফাসাত। অ্যাডোলফো বুঝেছিল। কিন্তু তোমার জন্য নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। তোমার দোষ ষোলআনা–বেচারা তোমাদের এই বেহায়াপনার জন্য নিজের জানটাও খোয়াল।

কেড উঠে দাঁড়াল। আমি ম্যাথিসনকে বলছি, আমার সম্বন্ধে তোমার মনোভাব যখন এরকম, তোমার সঙ্গে আমি আর কাজ করব না...।

মনোভাব? তোমার সম্পর্কে আবার কি মনোভাব থাকবে। তুমি একটা বেহায়া ফালতু লোক। তুমি একটা সত্যিকারের অপদার্থ, গলা কাঁপছিল বার্ভিকের। বলল, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। আমি ফিরবার আগেই তুমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। আমি জানি তুমি এখন মদ খেতেই থাকবে। আমি এসব বরদাস্ত করব না। জিনিসপত্র নিয়ে কেটে পড় এখনই। মদ খাও, মাতলামি কর, আত্মহত্যা কর। আমার কিছু এসে যায় না। যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলে তুমি। ভিকিকে বিয়ে করতে পারতে তুমি, তা না করে ওই নর্দমার বেশ্যাটার পায়ে পায়ে ঘুরতে লাগলে। সেও জাহান্নামে যাক। তুমিও জাহান্নামে যাও।

বলে দরজা ধড়াস করে বন্ধ করে বার্ডিক বাইরে বেরিয়ে গেল।

এরপর পর পর তিন দিন কেডের আর কোন পাত্তাই নেই। বার্ডিক আগেই ম্যাথিসনকে সব জানিয়ে দিয়েছিল। তবুও ম্যাথিসন খুবই ধৈর্যসহকারে কেডের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। বার্ডিককে ইংলন্ডে পাঠিয়ে দিল সাধারণ নির্বাচনের ওপর একটা লেখা লিখতে।

বার্ডিক গভীর ক্ষোভে ম্যাথিসনকে বলল, তুমি ঠিকই বলেছিলে। হয়তো সারাজীবনই ও মাতাল থেকে যাবে। আমি জানি না তুমি ওর সঙ্গে কী করবে তবে ওর সঙ্গে কাজ করে নিজের বদনাম করতে চাই না আমি। ম্যাথিসন শুধু কাঁধ ঝাঁকাল!

বার্ডিককে বলল, ঠিক আছে এড। আমি ওর সাথে কথা বলব এখন। ও ফটোগ্রাফার হিসেবে দারুণ। তুমি আর কেড মিলে কাগজের বিক্রি সাতাশ পারসেন্ট বাড়িয়ে দিয়েছিলে। সেটা কম কথা নয়। তুমি লন্ডনে যাও।

চারদিনের দিন কেড ম্যাথিসনের সঙ্গে দেখা করতে এল। প্রচুর মদ খেয়েছে। তবে বেসামাল হয়নি। বলল আবার কাজ করতে চায়। ম্যাথিসন বলল ও ওকে প্রস রিপোর্টিং-এর কাজ দিতে চায়। কেড তাতেই রাজী হল। এক সর্বনাশা বিভীষিকার মধ্যে তিন সপ্তাহ কাটল। কেডের দ্বিতীয় আত্মহনন। তারপরই ইস্টনভিলের খবর এল।

সরকারী হাসপাতালের সিঁড়ি

০৭.

ইস্টনভিলের সরকারী হাসপাতালের সিঁড়ি দিয়ে আড়ষ্ট পায়ে আস্তে আস্তে নেমে এল কেড। সেই ধুলোমাখা শেভ্রলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল রন মিচেল। কেডের বাঁ চোখের নীচটা ফুলে আছে, চোয়ালে প্লাস্টার লাগানো, মুখটা অসম্ভব বিবর্ণ–এছাড়া কেডকে দেখে কেড বুঝবে না সেন্টার মোটর হোটেলের থেকে বেরিয়ে তিন ডেপুটি পুলিশের কাছে কি অমানুষিক মার খেয়েছে কেড।

সারা শরীরে যন্ত্রণা। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, তবুও মনে একটা গভীর তৃপ্তি নিয়ে কেড হাঁটতে লাগল। মিচেল বলল, মিঃ কেড, গাড়িতে উঠে পড়। প্লেনটা বেরিয়ে যাবে নইলে। এই ক্ষুধে শহরটা দেখার শখ মিটেছে তো তোমার?

হা, কিছুটা। কেড গাড়ীর পেছনের সীটে উঠে পড়ল। অনেক কষ্টে পা দুটো ছড়াতে ছড়াতে কেড ভাবল ফিল্মগুলো নিশ্চয়ই এখন ম্যাথিসনের কাছে যাচ্ছে। দু–এক দিনের মধ্যেই ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন ছবিগুলো পেয়ে যাবে। তারপর এই জানোয়ারগুলো যারা স্মল ও তার বান্ধবীকে মেরে ফেলেছে, তারা উচিৎ সাজা পাবে। তোমার ক্যামেরা পেছনের সীটে আছে কেড। তারপর মুখের কাল দাগের ওপর হাত দিয়ে বলল, খুব বোকা বনেছিলাম। যাক গিয়ে তুমিও ধোলাই খেয়েছ। আমিও খেয়েছি, শোধবোধ। ভবিষ্যতে আর এই শহরে পা মারিও না।

তাই হবে কেড বলল।

ওর ধুলোমাখা প্যান-অ্যাম ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে বুক ধড়াস করল একবার কেডের। এরা ক্যামেরাটা খুলে দেখেনি তো। একরোল ফিল্ম নেই ওতে। হয়তো এটা একটা ফাঁদ। কেড ঘামতে লাগল। হয়তো কোথাও নিয়ে গিয়ে ওরা ফিল্মটার কথা জিজ্ঞেস করবে।

কি ভাবছ এত? মিচেল জিগ্যেস করল।

ভাল লাগছে না। পেটে যা লাথি খেয়েছি।

মিচেল হাসল। কী ভাবতে পারে বলল না।

ওরা কিন্তু এয়ারপোর্টেই পৌঁছাল। মিচেল বলল, যে ফ্রিডম মার্চ নিয়ে তোমার এত উৎসাহ ছিল, তার কথা জানতে চাও না। আমরা পণ্ড করে দিয়েছি ওদের মার্চ। এখন নিগারগুলো আবার গর্তে ঢুকে গেছে।

দেখ তোমার জায়গায় গিয়ে আবার বেশী গল্প, কোরনা। মুখ বন্ধ রেখ।

কেড কোন জবাব না দিয়ে ভারী ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে যন্ত্রণায় বেঁকতে বেঁকতে গাড়ি থেকে নামল। মিচেল বলল বিদায় কেড। এবার তোমার এখানে বেড়ানোটা জমলনা, বড়ই আফশোষের কথা। কেড লবিতে ঢুকে টিকিট দেখাল। কেরাণীটিও প্রায় মুখ

ভেঙ্গানোর ভঙ্গীতে হাসল, ভালয় ভালয় পৌঁছল। কেড কোন কিছু বলল না, আর কয়েক মিনিটের মধ্যে ও পুলিশের আওতার বাইরে চলে যাবে।

হ্যালো, কেড, কেড দেখল ডেপুটি জো স্লাইডার ওর মাংসল নিষ্ঠুর মুখে আধখানা হাসি মেখে ওর দিকে মাস্তানের মতন এগিয়ে এসেছে। কেড ভয় পেল বটে তবে ভাবল আবার যদি শুরু করতে চাস, শুরু কর। কিন্তু তোদর জান আমার হাতের মুঠোয় এখন। তোদর মুখের হাসি ছুটিয়ে দেব আমি।

চললে? স্লাইডার বলল,

সেরকমই তো মনে হচ্ছে, ডেপুটি।

বেশ বেশ। আগে গেলেও তো পারতে। যাবার সময় আর রাগ পুষে রেখ না। কেড চুপ করে রইল।

আরে তোমার রাগ যে পড়ছেই না! আমার ছেলেগুলো আবার ভীষণ উদাসী! কালো পীরিতবাজদের আমরা দেখতে পারি না।

কেড তবু চুপ করে রইল। শোন তোমার জন্য একটা সামান্য উপহার এনেছি।

স্লাইডারের মুখে এবার হাসি ছড়িয়ে পড়ল। চলে যাবে অথচ কোন স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে যাবেনা তাই হয় নাকি?

ও আবার মারবে তাহলে। কেডের যন্ত্রণাকাতর শরীর শক্ত হয়ে গেল। ঠিক আছে এখন আমি মরে যাব। তারপর জিতব আমিই শেষে। এই পচাগলা শহরটা লাটে তুলে দেব।

স্লাইডার কি যেন আলতো করে তুলে দেখাল। দেখে রক্ত হিম হয়ে গেল। ও দেখল ঐ কোডাক ফিমের রোলটা। তুমি তো এই শহরটার কিছুই জানো। এখানে নিগাররাই নিগারদের মাংস খায়। ওই বুড়ো স্যাম নিজে আমায় এই ফিল্মটা এনে দেয়। তুমি নিউইয়র্ক সানে এই ছবিটা পাঠাতে চেয়েছিলে। কিন্তু স্যাম বুঝেছিল এই ফিল্মটার কদর আমি আরো বেশী বুঝব! তাই ও এটা আমায় এনে দেয়।

কেডের অদম্য ইচ্ছে হল ফিল্মটা কেড়ে নেবার। না, কোন আশা নেই।

স্লাইডার বলল, শোন একটা বোঝাপড়ায় আসা যাক। আমরা ফিল্মটা রাখি আর তুমি কার্টিজটা রাখ। ফিল্মটা টেনে বের করে একরাশ তালগোল পাকানো নষ্ট ফিলম ও কেডের– পায়ের কাছে ফেলে দিল। কেড ওর পায়ের কাছে তাকাল। জীবনে সবচাইতে পরাজয়ের মুহূর্ত এটা। আমি শেষ হয়ে গেলাম, ম্যাথিসনকে কিছুই দেখানো গেল না। প্রচণ্ড মার খেলাম, কি ফল হল? জুয়ানা... অ্যাডলফো... এড... ভিকি তারপর এই। কি আর এসে যায়! স্লাইডার হাসতে লাগল, জাহান্নামে যাও। তোমরা নিপাত যাও। তোমাদের এই বেজন্মা শহর নিপাতে যাক। কেড মুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে রেলিং পেরিয়ে প্লেনের দিকে এগোল। স্লাইডারের অট্টহাসি ওর ওপর আগুনের হকার মতন আছড়ে পড়তে লাগল।

তিনঘণ্টা বাদে প্লেনটা যখন কেনেডি এয়ারপোর্টে পৌঁছাল, কেড পুরোপুরি মাতাল। এয়ারহোস্টেস মেয়েটি কেডকে ধরে নিয়ে যেতে বাধ্য হল। অন্য যাত্রীরা কেড মজা পাচ্ছিল, কেই বা ঘেন্নায় মুখ কুঁচকে কেডকে পথ ছেড়ে দিল। এয়ারহোস্টেস মেয়েটি অবশ্য খুব মিষ্টি, ভালো। রিসেপশনের কাছে কেডকে পৌঁছিয়ে দিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, স্যার আপনি সুস্থ বোধ করছেন তো?

দারুণ আছি। হাজার না লক্ষ ধন্যবাদ খুকি।

এই সময় সোফারের পোষাক পরা একটা লম্বা রোগা লোক কেডের দিকে এগিয়ে এল।

মিঃ কেড?

কেড প্রায় টলে পড়ে যাচ্ছিল। কোনমতে লোকটার হাত ধরে নিজেকে সামলাল।

হ্যাঁ।

আমি গাড়ি এনেছি স্যার। আপনার ব্যাগটা আমায় দিন।

তোমার নিশ্চয় ভুল হয়েছে, সর, কেড লোকটাকে ঠেলে সরিয়ে ট্যাক্সির দিকে এগোতে থাকল হোঁচট খেতে খেতে।

লোকটি ওর পেছন পেছন গেল।

মাপ করবেন মিঃ কেড।

ব্যাপারটা কি? কেড জড়িয়ে জড়িয়ে প্রশ্ন করল।

মিঃ ব্র্যাডফ আপনার সাথে দেখা করতে চান, স্যার। আপনার ব্যাগটা আমায় দয়া করে দিন।

এতে যদি তোমরা মজা পাও, তাহলে চল। কিন্তু মিঃ ব্র্যাডফ আবার কে?

এই যে গাড়ি স্যার। একটা হলুদ রঙের রোলস রয়েস দেখিয়ে সোফারটি বলল।

কেড অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, ভুল করলে না তো?

না স্যার। মিঃ ব্র্যাডফ আপনাকেই নিয়ে যেতে বলেছেন।

কেড বুঝল সোফারটি ওকে প্রায় জোর করেই গাড়িতে তুলল। নরম গদির সীটে নিজেকে ডুবিয়ে দিল কেড। তার সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সে সীটের পেছনে মাথাটা হেলিয়ে দিল, আর তারপরই অজ্ঞান হয়ে গেল।

নিউইয়র্ক শহরের বহুতল বিলডিংয়ের চবিশ তলায় মিঃ ব্র্যাডফের ফ্ল্যাট ছাদের ওপর, চারিদিকে বাগান। কেড একটা গাছের ছায়ায় বসেছিল।

লোকটা লম্বা, রোগা গায়ের রঙ তামাটে খুব স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলে। নিয়মিত যোগ ব্যায়াম করে আর সূর্যোপাসনা করে। পঁচাত্তর বছর বয়স আন্দাজ, খুবই শক্ত সমর্থ চেহারা। ছোট ছোট চোখদুটি উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

আমেরিকান ধনীদের মধ্যে পঞ্চম, এই ওর পরিচয়।

হুইসপার নামে কুৎসা-প্রচারকারী সংবাদপত্রের মালিক ব্র্যাডফ। ব্র্যাডফের আরও ব্যবসাপাতি আছে, তবে এই সংবাদ পত্রটিতে এর বিশেষ আগ্রহ। নিষ্ঠুরতা ও নির্দয়তার জীবন্ত প্রতীক এই ব্র্যাডফ। তার পত্রিকা যে কত বিখ্যাত লোককে বিপদে ফেলেছে, তার সংখ্যা নেই। কেডের মুখোমুখি ব্র্যাডফ বসেছিল। কেডের নেশার ঘোর ভাল করে কাটেনি। ব্র্যাডফ সম্বন্ধে কেড আগেই জানত। লোকটা বিপজ্জনক, প্রভাবশালী, অসম্ভব ধনী। ব্র্যাডফ নীচুস্বরে বলল, কেড মনে হচ্ছে তোমার খেলা এখন শেষ।

হ্যাঁ, কেড বুঝেছে সে খুবই বিপদে পড়েছে, ব্র্যাডফের গুহায় এসে পৌঁছেছে। কিন্তু ব্র্যাডফের মতন একটা জঘন্য লোক ওর পিঠ চাপড়িয়ে কথা বলবে কেডের সহ্য হল না। বলল, তাতে তোমার কি এসে যায়?

আমি তোমার সব গতিবিধি জানি কেড। তারপর নিজের হাতের সোনার ওমেগা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, আমি ব্যস্ত মানুষ। আমি একটা কাজের কথা তোমায় বলতে চাই।

কেড মদের গ্লাস নামিয়ে রাখল। তার কোন আগ্রহই নেই। আমি কয়েকটা বিশেষ ধরনের ছবি চাই। তুমি তার জন্য দশ হাজার ডলার পাবে।

তারপর কেড়ের দিকে তাকিয়ে ব্র্যাডফ বলল, অন্যান্য কাগজে সেইসব ছবি ছাপাবার অধিকার তোমার থাকবে। তা থেকেও তুমি পয়সা পেতে পার।

আমায় কেন? আরো তো অনেক ফটোগ্রাফার আছে? আমি একটা অপদার্থ মাতাল দেখতেই তো পাই।

তুমি কে আমি ভালোভাবেই জানি এবং তোমাকেই আমার দরকার। তারপর পায়ের ওপর পা তুলে ব্র্যাডফ বলল, মদ খেলে মানুষের নৈতিক চরিত্র বলে কিছু আর থাকেনা। তার ওপরে তোমার খুব পয়সারও প্রয়োজন। আমার অনেক টাকা আছে। অতএব আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি।

জাপানী পরিচারকটি একটা ছায়ার মতন এসে কেডের গ্লাসে আরো হুইস্কি ঢেলে দিয়ে চলে গেল। কেড বলল, আমার এখনো নিউইয়র্ক সান-এর সঙ্গে কনট্র্যাক্ট আছে।

ব্র্যাডফ ঘাড় নেড়ে বলল, না আমি তোমার কনট্র্যাক্ট কিনে নিয়েছি। ম্যাথিসন কনট্র্যাক্টটা ঝেড়ে ফেলে যেন বাঁচল।

কেড মদের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে রইল। হেনরিকে দোষ দেওয়া যায় না। আমি আর কত নীচে নামব? সে নিজে নিজেকে প্রশ্ন করল। হুইসপারের মতন একটা নোংরা কাগজে যদি আমি কাজ করি তাহলে সেটা হবে আমার অধঃপতনের শেষ ধাপ।

ব্র্যাডফ বলল, তুমি ম্যাথিসনের সঙ্গে তোমার কনট্রাক্টটা খুঁটিয়ে কখনো পড়নি। ওই কনট্রাক্টে ছিল তুমি যদি উল্টো পালটা কাজ কর তাহলে ম্যাথিসন তোমার নামে মামলা ঠুকতে পারে। ম্যাথিসনের দয়ামায়া আছে, আমার কিন্তু নেই। তুমি যদি আমার কাজ আমার নির্দেশ মাফিক না কর তাহলে তোমার নামে এমন মামলা ঠুকে দেব যে জীবনে আর এক ডলারও কামাতে পারবে না, সে যে জাতের ছবিই তোল না কেন।

কেড ব্র্যাডফের দিকে তাকাল। ওর চোখ ঝাপসা, যেন কিছুই ভাল করে দেখতে পারছে। না। আমায় কি করতে হবে?

ব্র্যাডফ বলল, অ্যানিটা স্ট্রেলিকের সম্পূর্ণ জীবনীটা আমি সংগ্রহ করেছি। কয়েকটা ফোটো পেলেই জীবনীটা ছাপানো যায়। তোমার সেই ছবিগুলি তুলতে হবে। অ্যানিটা স্ট্রেলিক একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তাড়কা। ব্রিজিত বার্দো, জীন মোরো, জিনা লোলো ব্রিজিতার সঙ্গে ওর নাম এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করা যায়। কেড কেড অ্যানিটাকে আধুনিক যুগের গার্বো বলে। অ্যানিটার জন্য রাশিয়ায়। বয়স সাতাশ বছর, চোখ ও চুল পাংসুটে সাদা। ও ঠিক সুন্দরী নয় সুশ্রী। গত পাঁচবছর ধরে অ্যানিটার নাম সংবাদপত্রে প্রধান সংবাদ বলে পরিবেশিত হচ্ছে। সে এপাশ ওপাশ ফিরলেও সেটা খবর হয়ে যায়। অত্যন্ত আকর্ষণীয় চরিত্র এই অ্যানিটা। কেড এ সবই জানে। মদটা শেষ করে ও কাঁপা কাঁপা হাতে একটা সিগারেট ধরাল। অ্যানিটা তোমার কি ক্ষতি করল ব্র্যাডফ। আমি তো বুঝতে পারছি সেই জীবনী কীরকম হবে।

অ্যানিটা আমার কী করেছে সে তোমার জানার দরকার নেই। এটা কখনও ভেবেছে অ্যানিটা কখনও বিয়ে করল না কেন?

স্ট্রেলিক সম্বন্ধে আমার কোন আগ্রহই নেই। ও বিয়ে করল না কেন সে নিয়ে আমার মাথা, ঘামাবার দরকার নেই।

ব্র্যাডফ অন্যদিকে পা মুড়ল। এবার থেকে তোমার মাথা ঘামাতে হবে। চিত্রতারকাদের মধ্যে অ্যানিটা একেবারেই অন্যধরনের। পাঁচ বছর হল ও খুবই নাম করেছে। ওর নামে

কোন কে নেই, ওর জীবনে কোন পুরুষের নাম শোনা যায় না। ও সমকামীও নয়। আরে এতো রীতিমত সন্দেহজনক। ও রক্তমাংসের মানুষ তো! আমরা বিশ্বাস করি না অ্যানিটা সাতাশ বছর বয়সেও ভার্জিন রয়ে গেছে। ও যেদিন আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেল সেদিন থেকে আমার লোকজন প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ওর ওপর কড়া নজর রেখেছে অথচ আশ্চর্য এখনো কোন গোপন প্রণয়ীর সন্ধান পাইনি আমরা।

কেড বলল, তোমার জন্য আমার আফশোষ হচ্ছে। তোমার নোংরা কাগজটার পক্ষে এটা একটা আশাভঙ্গ বুঝতে পারছি ব্র্যাডফ। এর জন্য ভবিষ্যতে আমি তোমাকে সহানুভূতি জানাব।

ব্র্যাডফ মড়ার খুলির মতন ভাবলেশহীন মুখ করে বলল, অথচ আমার এই নোংরা পাকমাখা কাগজটায় তুমি এখন কাজ করছ।

তাতে কি এসে যায়?

শোন কাজের কথা শোন। মে মাসে স্ট্রেলিক সুইজারল্যান্ডে যায়। ওখানে আমার নোক ওকে অনুসরণ করে। লোজানে স্ট্রেলিক হঠাৎ বেপাত্তা হয়ে যায়। লোকটি ওকে আর খুঁজে পায়নি। আবার সেপ্টেম্বরে স্ট্রেলিক সুইজারল্যান্ডে যায়। আমার লোকটি খুবই চালাক চতুর কিন্তু মরোক্স অব্দি গিয়ে ওর নজর থেকে স্ট্রেলিক হাওয়া হয়ে যায়। ও আমাদের লোকদের ধাপ্পা দিচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু কেন এই সতর্কতা? আমার ধারণা সুইজারল্যান্ডে ওর কোন গোপন প্রণয়ী আছে। আমার জানা দরকার সে কে। আমি ওদের দুজনের একসঙ্গে ছবি চাই। এটাই তোমার কাজ কেড। তুমি আমাকে ছবি

দাও, আমি তোমাকে দশ হাজার ডলার দেব। যদি ছবি তুলতে না পার তোমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব। এমন প্যাঁচে তোমায় ফেলব যে একটি ডলার রোজগার করতে চাইলে আমাকেই সেটা দিতে হবে।

কেড সব শুনছিল। বলল, এখন স্ট্রেলিক কোথায়?

প্যারিসে। কাল সকালে তুমি প্যারিস যাবে। আমার লোক ওর্লি এয়ারপোর্টে থাকবে। সেই সব ব্যবস্থা করে দেবে। আর একটু মদ চাই?

কেড হাসল, মন্দ কি! তুমি যেন কি বলছিলে, মদ খেলে মানুষের নীতিজ্ঞান চলে যায়। হ্যাঁ, আমি আরেকটু মদ খাব।

ওর্লি এয়ারপোর্টের রিসেপশনের বাইরে হুইসপারের প্রতিনিধি কেন শেরম্যান অপেক্ষা করছিল। লোকটা চৌকো বেশ গাট্টাগোট্টা খুব ব্যস্তবাগীশ ধরণের। ওকে দেখে কোন মাঝারি জাতের সেলসম্যান মনে হয়। ওর শার্টটা নোংরা, জুতোটাও ধুলোমাখা। দুজনে চুপচাপ ৩৭। শেরম্যানের সিমকা গাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। যে চওড়া রাস্তাটা গিয়ে ওতোরুৎ ডু সদে পড়েছে, সেটা দিয়ে প্যারিসের দিকে যেতে যেতে শেরম্যান বলল, যে কোনো মুহূর্তে স্ট্রেলিক রওনা হতে পারে। হতচ্ছাড়া বৃষ্টি। এবার আমাদের চোখে এখনও স্ট্রেলিক ফাঁকি দিতে পারে নি। ওর গ্যারাজের লোকটাকে আমি হাত করেছি। ওর বাড়ির দারোয়ানটাও আমাদের টাকা খাচ্ছে। ওর হেয়ারড্রেসার খবর দিয়েছে অ্যানিটা বাসপত্র গোছাচ্ছে। যেই না খবর পাব স্ট্রেলিক রওনা দিয়েছে তুমি এরোপ্লেনে জেনিভা চলে যাবে। সেখানে বোম্যান্ তোমার সব বন্দোবস্ত করে দেবে। আমি

মোটরেঅ্যানিটার পিছু নেব। ওর গাড়ি হচ্ছে অ্যাস্টন মার্টিন। ও গাড়ি চালায় খ্যাপার মন। তাই আমাকে আবার ভড়কি দিতে পারে। যাইহোক, তুমি আর বোম্যাণ ওর জন্য ভালোরবিতে অপেক্ষা করবে। সেখানে ওকে বর্ডার পেরোতে হবে। লোজান থেকে মরোক্স যাবার পথে দু দুবার ও আমাদের চোখে ধুলো দিয়েছে। লোজান আর ভেডের মাঝপথে দুটো চালাকচতুর ছোকরাকে দুটো তেজী গাড়ি দিয়ে মোতায়েন করে রেখেছি। এবারও যদি ও আমাদের এড়িয়ে যায় তাহলেই গেছি। এস. বি. কাজ পণ্ড হওয়া পছন্দ করেন না।

কেড মুখ খুলল না। একটা ডবল হুইস্কি, খানিকটা বরফ এই শুধু ভাবছিল ও। এখানকার কাজে ওর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। সে ছবি তুলতে রাজী আছে কিন্তু এত কষ্টভোগ করতে সে রাজী নয়।

এরকম মড়ার মন মুখ করে থেক না দোস্ত। আমি তোমার সব খবর রাখি। তুমি জব্বর ছবি তুলতে পার জানি। কিন্তু এখন আমার সঙ্গেই তোমাকে কাজ করতে হবে। ভেবনা সব সাজিয়েগুছিয়ে তোমার কাছে এনে দেব আর তুমি পায়ের ওপর পা তুলে ছবি তুলবে।

কেড বলল, চুলোয় যাও। বলে চোখ বুজল।

শেরম্যান এবার চুপচাপ গাড়ি চালাতে লাগল। সেইননদীর বাঁ দিকে রুদ্য ভোজিরো ছাড়িয়ে একটা তৃতীয় শ্রেণীর হোটলে এসে গাড়ি থামাল।

ব্যাগটা নামাও, কেড। নামটা লেখাও। আমি ততক্ষণ অ্যানিটার দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলে আসি। তুমি আসবে?

কেড ব্যাগটা নামাল। তুমি যার সঙ্গে কথা বলতে চাও বল, আমার অন্য কাজ আছে।

কেড হোটেলের ভেতরে ঢুকে গেল। শেরম্যান হতাশ হয়ে কাধ ঝাঁকাল তারপর চলে গেল।

সন্ধ্যাটা কেড বিছানায় শুয়ে কাটাল। হাতের কাছে এক বোতল স্কচ হুইস্কি আর নিউইয়র্ক ট্রিবিউন কাগজটা। রাত নটার কাছাকাছি একটা হোটেল থেকে খেয়ে এল। আগে অনেকবার প্যারিসে এসেছে। কিন্তু আজ তার এ শহরটা ভাল লাগছে। সে একলা থাকতে চায় সঙ্গে শুধু মদ থাকলেই হয়।

রাত সোয়া এগারটা নাগাদ টেলিফোনটা বেজে উঠল। শেরম্যান ফোন করছে। কাল অ্যানিটা বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি তোমার জন্য জেনিভার টিকিট কেটেছি। তুমি সকাল নটা চোদ্দ মিনিটের প্লেন ধরবে। আমি তোমাকে সকাল আটটায় হোটেল থেকে তুলে নেব। জেনিভায় বোম্যান্ তোমার সঙ্গে দেখা করবে।

সে–ও হু বলে সম্মতি জানাল। ফোন নামিয়ে ও গম্ভীর হতাশায় কাধ ঝাঁকাল তারপর ঘরের বাতি নিভিয়ে দিল।

অন্ধকারে জুয়ানার ছবি তার কাছে ভেসে উঠল। বিছানায় শোওয়া কালো চুলের রাশি দিয়ে, ঢাকা জুয়ানার সেই অপূর্ব ভঙ্গিমা। সে নিজেকে গাল দিতে দিতে বিছানায় উঠে

বসল। এখন তার চাই নির্জলা অন্ততঃ তিন গ্লাস মদ। এই অভিশাপ থেকে তার মুক্তি নেই।

পরদিন সকালে শেরম্যান কেডকে ওর্লি এয়ারপোর্টে নিয়ে গেল। কেডের ওরকম উদাসীন ভাব দেখে শেরম্যান ক্ষেপেই গেল। এ কাজটা আমার কাছে জীবনমরণের মতন। সারাক্ষণ মদে ডুবে থাকলে তুমি এ কাজটা করতে পারবে কি করে?

যাও যাও, কেড বলল। তার মাথায় খুবই যন্ত্রণা হচ্ছে।

এস বির নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে নইলে এরকম একটা পাড় মাতালকে এই কাজের ভার দেয়। এদিকে কাজটা ভণ্ডুল হলে আমারই সব দোষ হবে।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে শেরম্যান কেডকে টিকিট দিল, বলল, ওহে বোম্যানকে সামলে চলবে। ও আমার মতন এত নরম নয়।

আর শোন, অত কপচিও না। বোম্যানের মাকে গিয়ে ওর সম্পর্কে গুনগান করো। বোম্যানকে কে পরোয়া করে আর ব্র্যাডফকেই বা কে পরোয়া করে। বলতে বলতে কেড এলিভেটরের দিকে এগিয়ে গেল।

প্লেন যখন জেনিভায় পৌঁছল কেড বেশ মাতাল হয়ে পড়েছে। সুইস কাস্টমসের কর্মচারীরা ওর সঙ্গে খুবই কঠিন ব্যবহার করল। হর্সর্ট বোম্যান্ কাস্টমসের বেড়ার ওপারে অপেক্ষা করছিল। লোকটি সুইস। জুরিখে থাকে। বেঁটে আঁটসাঁট চেহারা। চোখদুটিতে ধূর্তমি ঠাসা। কেডের সম্বন্ধে ও আগেই জানত, তাই কেডকে মাতাল দেখে

অবাক হল না। বোম্যারে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস। সে মনে করে সে সবরকম অবস্থা সামাল দিতে পারে। পাঁচবছর হল ও হুইসপার কাগজের সুইস প্রতিনিধি। সুইজারল্যান্ডে কোন ট্যাক্সের ঝামেলা নেই। তাই বহু বড়লোকের ভরসা সুইজারল্যান্ড। এবং এদের গোপন রহস্য টেনে বের করেই হুইসপারের এত নামডাক। এটা প্রমাণিত যে, বোম্যান্ কেচ্ছাসন্ধানীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্ধানী।

ভালোরবিতে পৌঁছতে অ্যানিটার তিন চার ঘন্টা লাগবে। আশাকরি ততক্ষণে তোমার নেশা কেটে যাবে। এখন কেড তুমি মদ ছুঁতেও পারবে না। তোমার সামনে এখন কাজ, আর সেই কাজ না করলে আমি তোমাকে ভালরকম বেগ দেব।

কেড ওর পালোয়ান চেহারার দিকে একবার তাকাল।

তাই বুঝি? নাও, আমার ব্যাগ নাও। তোমার মনিব ভালভাবেই জানে কাজটা আমার দ্বারাই সম্ভব তারজন্যই ও কনট্রাক্ট কিনে নিয়েছে। যাও, বকবকানি থামাও।

বোম্যান্ ব্যাগটা নিল। বেশ ঠাণ্ডা, কনকনে আবহাওয়া। ওরা বোম্যানের জাগুয়ার গাড়ির দিকে এগোল।

ভালোরবির কাস্টমস্ ঘাঁটির কাছে গিয়ে বর্ডারের বিশমিটার দূরের ছোট একটা হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল বোম্যান্। ততক্ষণে কেডের নেশা অনেকটা কেটে গেছে। বোম্যান্ একটা ঘর ঠিক করেই রেখেছিল। ওরা দুজনে সেই ঘরে গেল। বোম্যান্ ওদের ঘরে এক লিটার কালো কফি পাঠিয়ে দিতে বলল। ঘরের জানলা থেকে বর্ডার পোস্ট দেখা যায়। বিছানায় ধপ করে বসে কেড দুহাতে মাথা টিপে ধরল।

একটা ডবল স্কচ আর বরফ। তাড়াতাড়ি। আমার মদ চাই–ই চাই।

বোম্যান্ নিজের ভারী কোটটা খুলে ফেলল। জানালা খুলে দিল। চারিদিক ধোঁয়াশায় ভরতি বোঝাই যায় এখনি বরফ পড়বে। বাতাস এত ঠাণ্ডা যে হাড়ে কাপুনি লেগে যাচ্ছে।

জানলা বন্ধ কর, কেড বলল।

বোম্যান্ কেডের সামনে এসে দাঁড়াল, আমার দিকে তাকাও।

কেড ভুরু কুঁচকে বোম্যানের দিকে তাকাল। জানলা বন্ধ কর শিগগির। কেড বলল।

হঠাৎ বিদ্যুৎগতিতে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে বোম্যান্ কেডকে গালে চড় মারল। কেড বিছানায় চিত হয়ে পড়ে গেল। উঠবার চেষ্টা করতেই বোম্যান্ আবার চড় মারল। কেড নিশ্চপ। ওর মুখ জ্বালা করছে। নেশার ঘোর পুরো কেটে গেছে। ইস্টনভিলে মিচেলের প্রতি যেমন ঘৃণা হয়েছিল সেরকম অসীম ঘৃণা নিয়ে বোম্যানের দিকেও তাকাল।

বোম্যান্ বলল ঘন্টায় ঘন্টায় আমি মার চালাতে পারি জান। আমি বলছি তুমি মদ ছোঁবে না, ব্যস। বুঝেছ?

কেড নিজেকে তৈরী করছিল। হঠাৎ ও বিছানা ছেড়ে নেমে বোম্যানের মুখে এলোপাথাড়ি ঘুষি চালাতে লাগল। অত্যন্ত পেশাদারী দক্ষতার সঙ্গে বোম্যান মাথা সরিয়ে কেডের খুঁষি এড়াল। তারপর সমস্ত শরীরের শক্তি দিয়ে এক জব্বর ঘুষি মারল কেডের হৃৎপিণ্ডের

ঠিক নীচে। কেড একটা কোৎ করে শব্দ তুলে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। বোম্যান তারপর চুলে হ্যাঁচকা টান মেরে কেডকে উঠিয়ে মুখের ওপর এলোপাথাড়ি এমন চড় মারতে লাগল যে কেড সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ল। এ সময় ওয়েটার কফি নিয়ে এল। কেড ওর শেষ শক্তি শেষ আত্মসম্মান সংহত করে টলতে টলতে বোম্যানের দিকে এগিয়ে এল। বোম্যান্ খুবই তাচ্ছিল্য সহকারে আবার এক পেল্লায় ঘুষি মারল কেডের মুখে। কেড ধপ্ করে মাটিতে পড়ে গেল। বোম্যান্ বসল, এক প্যাকেট সিগারেট বের করল। একটা ধরাল। কেড কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, এবার কোনরকমে শরীরটা টেনে তুলে পরম ঘৃণা ভরে বোম্যানের দিকে চাইল।

মনে হচ্ছে তোমার জন্মের ঠিক নেই, কেড বলল।

বোম্যান্ হাসল। যা বলেছে। নাও এখন একটু কফি খাও। উঠে পেয়ালায় কফি ঢালল বোম্যান।

চিনি?

না।

বোম্যান্ কেডকে কফির পেয়ালা দিয়ে আবার বিছানায় বসল। এত ঘুষি চড় থাপ্পড় খেয়ে কেডের সারা শরীরে যন্ত্রণা হচ্ছে। হঠাৎ কেডের মনে হল সে একটা পাঁড়মাতাল, সারা মুখে কালসিটে, জামাকাপড় কুঁচকানো এই তত বোম্যান্ দেখতে পাচ্ছে। ওর সবরকম হার হয়ে গেছে। ওর আত্মসম্মানের শেষ স্ফুলিঙ্গটা আবার জ্বলে উঠল। কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে ও গরম কফি খেল, তারপর আরো কফি ঢালল পেয়ালায়।

সিগারেট? বোম্যান ম্যারোকেইন-এর প্যাকেট বাড়িয়ে দিল।

ধন্যবাদ।

কেড সিগারেট ধরাল। আরো কফি খেল। তারপর বাথরুমে গিয়ে ভালো করে মুখ ধুল। নিউইয়র্ক ছাড়ার পর এই প্রথম নিজেকে বেশ ঝরঝরে লাগল কেডের। ঘরে এসে ও খোলা জানলা দিয়ে বর্ডার-পোস্টের দিক থেকে বুক ভরে ঠাণ্ডা বাতাস টানতে লাগল।

বোম্যান্ বলল, এখনো তিনঘণ্টা আছে অ্যানিটার এখানে পৌঁছতে। খাবে কিছু?

না।

আমার ইচ্ছে করছে। যদি খেতে চাও, ঘন্টা বাজিও। ওরা তোমাকে মদ দেবে না, তাই সে চেষ্টা কোর না। পরে দেখা হবে।

বোম্যান্ বেরিয়ে গেল। কেড আর এক কাপ কফি খেল, তারপর ইজি চেয়ারে বসে রইল। একা থাকলে তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ পর বিরক্ত হয়ে ও উঠে পড়ল, ঘর থেকে বেরোল লবিতে। ওভারকোট গায়ে দিয়ে ও বুটিকে চলে গেল। বড় বড় স্কচের বোতল সাজানো দেখে কেডের চোখ আটকে গেল। কিন্তু মদ কেনবার ইচ্ছেটা সে জোর করে মন থেকে সরিয়ে ফেলল। এক প্যাকেট মদ ভরা চুইংগাম কিনল কেড। বোম্যাকে হোটেল থেকে বেরোতে দেখে ও এগিয়ে গেল। বোম্যান বলল, তোমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে? বেশ স্টেক বানায় এখানে। তোমার কিছু খাওয়া দরকার।

খেলেই হয়।

কেডের পাজরগুলো এখনো টনটন করছে। কিন্তু ওর আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে ভীষণ ইচ্ছে করছে।

লাঞ্চ খাওয়া হলে বোম্যান্ বিল মিটিয়ে দিল। দুজনে অন্ধকারে বেরিয়ে গিয়ে জাগুয়ারে বসল। গাড়ির মুখ বর্ডার ঘাঁটির উল্টোদিকে। বর্ডার–ঘাঁটিতে অ্যানিটা স্ট্রেলিক পৌঁছল সন্ধ্যা পাঁচটা পঞ্চাশে। ততক্ষণে চারিদিকে ঘন অন্ধকার হয়ে গেছে কিন্তু বর্ডারের উজ্জ্বল আলোয় সহজেই অ্যানিটাকে ওরা চিনতে পারল। বোম্যান্ বলল, এসে গেছে। কাস্টমস্ পেরোতে ওর পাঁচ মিনিট লাগবে না। চল আমরা রওনা দিই।

লোজার রোডের দিকে বোম্যান্ গাড়ি চালাল। পেছনের জানলা দিয়ে কেড দেখল একটি লম্বা মেয়ে, স্কি করার প্যান্ট আর সাদা চামড়ার জ্যাকেট পরা সাদা হেলমেটে চুলগুলো ঢাকা, অ্যাস্টন মার্টিনের পাশে দাঁড়িয়ে একদল সীমান্ত রক্ষীর সঙ্গে কথা বলছে। একটুক্ষণ তারপরেই ওকে আর দেখা গেল না।

সহসা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে গেল কেড। অনেক অনেক মাস পরে এমন উত্তেজনার অনুভূতি বোধ করল কেড। বোম্যান্ বলল, আমরা পথ ছেড়ে দেব।

কিছুক্ষণ বাদেই অধীর হর্নের আওয়াজে বোম্যান্ পাশ দিল। ঘণ্টায় একশো কিলোমিটারেরও বেশি স্পীডে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল লাল অ্যাস্টন মার্টিন।

বোম্যান্ অ্যাকসিলেটারে মৃদু চাপ দিয়ে বলল, এইসব সরু রাস্তায় এমন স্পীডে কেড গাড়ি চালায়। ড্যাশবোর্ডের শর্টওয়েভ রিসিভিং সেটের সুইচ টিপে দিয়ে বোম্যান্ মাইক্রোফোনটা তুলে নিল।

হর্সট ওয়াই আরকে ডাকছে। কাম ইন ওয়াই আর।

লাউড স্পীকারে একটি পুরুষের গলা ভেসে এল, শুনছি হর্সট।

পার্টি লোজানে যাচ্ছে। তুমি কোথায়?

গ্রপর পাশে।

এখানে আসবে। তোমার গাড়ি সামনে রেখে নজর রাখবে, তবে সাবধান ভীষণ স্পীডে গাড়ি যাচ্ছে।

লোজানের শহরতলীতে পৌঁছবার আগে ওরা অ্যাস্টন মার্টিনটা দেখতে পেল না। এই সব। রাস্তা বোমাত্রে হাতের তালুর মতন চেনা। যখনই সিধে রাস্তা পেয়েছে ও উদ্ধশ্বাসে গাড়ি চালিয়েছে, বাঁকের মুখে সাবধান হয়ে স্পীড কমিয়েছে। লোজানে ঢোকবার মুখে গাড়ির জঙ্গলে অ্যানিটার লাল অ্যাস্টন মার্টিন আবার দেখা গেল। গাড়ির স্রোতের মধ্য দিয়ে ওরা গ্রুপ পেরিয়ে চলল। অ্যাস্টন মার্টিন আবার চোখের আড়ালে। গাড়ির ভীড়ের মধ্যে এঁকেবেঁকে অ্যানিটা দ্রুত গাড়ি চালিয়ে উধাও হয়ে গেছে।

শর্টওয়েভ সেটে আবার কথা শোনা গেল।

ওয়াই আর বলছি। অ্যানিটার গাড়ি ঠিক আমার গাড়ির পেছনে, পাশ কাটাবার চেষ্টা করছে। আমরা এখন কেডের পথে অ্যাভন ডু লির্মতে।

বোম্যান বলল ওকে আটকে রাখ। আমি ধরে ফেলছি।

আচ্ছা। তারপরে একটা গাল দিয়ে ওয়াই আর বলল বেরিয়ে গেল আমায় কেটে। একে বেঁকে আমার পাশ কাটিয়ে একটা ট্রাকের মুখোমুখি ধাক্কা লাগাতে লাগাতে চো করে বেরিয়ে গেল। এদিকে আমি জ্যামে আটকে আছি।

বোম্যান্ মুখ খিঁচিয়ে বলল, তুমি নিজেকে ড্রাইভার বল? বলে গাড়ির স্পীড অসম্ভব বাড়িয়ে বিপজ্জনক ভাবে গাড়ির জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ও বেরিয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ও একটা গাড়ির পাশ দিয়ে সাঁকরে বেরিয়ে গেল ড্রাইভারকে হাত দেখিয়ে। ড্রাইভারও হাত নাড়ল।

উত্তেজনায় টানটান হয়ে সারাক্ষণ বসে কেড। বোম্যান্ যেরকম দক্ষতার সঙ্গে গাড়ি চালাচ্ছে দেখে প্রশংসা না করে ও পারল না। বোম্যান্ আপন মনে বলল ও যদি মনে করে আমাকে কাটাবে ও ভুল করেছে। মাইক্রোফোনটা তুলে নিল ও। গ্রাডকে ডাকছি। শিগগির গ্রাড। লাউডস্পীকারে আরেকটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, বল হসটু।

আমাদের পার্টি তোমার দিকে এগোচ্ছে। তুমি এখন ঠিক কোন জায়গায় আছ?

ফ্লার আর মরোক্স-এর মাঝামাঝি লেক রোডে।

নজর রাখ। পার্টি ভীষণ স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছে।

বেশ।

লোজান পেরিয়ে ওরা লেক রোড দিয়ে যেন উড়ে চলল। পথে গাড়ির মেলা। বোম্যান কোনটিকে পাশ কাটিয়ে কোনটা আশ্চর্য দক্ষতায় ওভারটেক করে বেরিয়ে যেতে লাগল। এদিকে লেক থেকে হালকা কুয়াশা উঠে আসছে। সামনের গাড়িগুলোর হেডলাইটে চোখ ধাঁধানো আলো। বোম্যান্ চিন্তায় পড়ল। এই আলোতে ও আমাদের কলা দেখাতে পারে। গ্রাড যদি ওকে ধরে রাখতে পারে।

ভেভে ছাড়িয়ে মর্যোক্সে যাবার সোজা পথে যখন গাড়ি ছুটছে, তখন কেড হঠাৎ বলল, আরে তুমি ওকে ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছ। ওর গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। নিজেকে একটা গালাগাল দিয়ে বোম্যান ব্রেক কষল। ফুটপাথের ধারে গাড়ি দাঁড় করাল।

তুমি ঠিক দেখেছ?

কেড মুখ বাড়িয়ে অন্ধকারে দেখল।

হ্যাঁ, পুলিশের সাথে কথা বলছে। পুলিশ ওকে ফাঁসিয়েছে। মাইক্রোফোন তুলে নিল বোম্যান, এ্যাড, বেপরোয়া গাড়ি চালানোর জন্য পাটির গাড়ি দাঁড় করিয়েছে পুলিশ। এখনি আসবে। আমার ধারণা এবার ও সমঝে চালাবে।

আচ্ছা।

আমাদের নজর রাখতে হবে। এই জায়গাতেই আমরা আগে ধোঁকা খেয়েছি। কি হচ্ছে বলতো এখানে?

কেড তখনো পেছনে চেয়ে আছে। যা হয়, পুলিশ টিকিট দিচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে কিন্তু ও বেরিয়ে যাবে।

বোম্যান্ ঘণ্টায় ষাট কিলোমিটার স্পীডে গাড়ি ছেড়ে দিল।

আসছে, কেড বলল।

অ্যাস্টন মার্টিনটা ওদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। ওই গাড়ির পেছনের আলো দুটো দেখে দেখে বোম্যান এখান থেকে মর্যোল্ল ভিনোভ ও আজিল অবধি অনুসরণ করল।

বোম্যান্ বলল, ও কি ইটালীর সীমান্তের দিকে যাচ্ছে না কি পাহাড়ের পথে ছুটছে? এই বরফ পড়ল বলে। বোম্যান ওয়াটপারের সুইচ টিপল। বোম্যানদের পেছন থেকে একটা গাড়ির হেডলাইট জ্বলল নিভল।

বোম্যান বলল গ্রাড। ও মাইক্রোফোন তুলে বলল পাটি ঠিক আমার সামনে। এড, আমায় এবার টেককর, ওর সামনে যাও। খেয়াল রেখ, ইটালী যাবার দু মুখো রাস্তায় ও যেন তোমায় ধোকা না দেয়। ও ভিলারও যেতে পারে।

আচ্ছা।

বিশ মিনিট পরে। গ্রাড অ্যাস্টন মার্টিনটার ক মিটার আগে, বোম্যান্ ক মিটার পেছনে। এই সময়ে অ্যানিটার গাড়ি বাঁ দিকে ঘুরল। বোম্যান্ সঙ্গে সঙ্গে স্পীড বাড়াল। ও ভিলারে যাচ্ছে। পথ এবার খুব খারাপ। বরফও পড়বে।

এক কিলোমিটার যেতে না যেতেই বরফ পড়তে লাগল। অ্যাস্টন মার্টিনের স্পীড বেড়ে গেল। খুবই বিপজ্জনক বাকগুলো খুব নিপুণ হাতে কাটিয়ে কাটিয়ে গাড়িটা জোরে চলতে লাগল। বোম্যান গাড়ির আলো নিভিয়ে অ্যাস্টন মার্টিনটার খুব কাছাকাছি চলে এল। ওর ভয় এই পথে ওকে ফাঁকি মেরে কোথায় না চলে যায় অ্যানিটা। গ্রাড ইটালিয়ান রোডে চলে গিয়েছিল। আবার গাড়ি ঘুরিয়ে ওদের পিছু পিছু আসতে লাগল। একটা ছোট্ট মতন গ্রাম হুমোজের কাছাকাছি সরু রাস্তায় অ্যানিটার গাড়ি হঠাৎ স্পীড কম করল। বোম্যান্ ব্রেক কষল নইলে ধাক্কা খেত।

বলল আমাদের দেখেনি তো, ওই আবার যাচ্ছে। না গাড়ি চালাতে জানে বটে ও। ঝড়ের বেগে খাড়া চড়াই পথে ও সেজিয়ের গ্রামে উঠে এল। চারিদিকে কুয়াশা আর বরফ। নির্জন গ্রাম। অ্যাস্টন মানিটা এখন একশো মিটার আগে। হঠাৎ জাগুয়ারটা পিছলে গেল। মনে হল জাগুয়ারটা ডানদিকে পাক নেবে। বোম্যান সামলে নিল। কেড নিরুৎসাহ গলায় বলল, চলে গেছে।

এতক্ষণ কেড সামনের দিকে ঝুঁকে বসছিল। অ্যানিটার গাড়ির লাল আলোর উপর চোখ বিধিয়ে রেখেছিল। আর আলো দেখা যাচ্ছে না। বোম্যান্ বলল, ভিলারে যাচ্ছে আর কোন যাবার জায়গা নেই এখানে। গাড়ির গতি কমিয়ে ও চড়াই পেরোতে লাগল। সামনে শহর।

কেড বলে উঠল, তোমার ডানদিকে। ওই তো, ভেতরে ঢুকে গেল। দুটো গেট। দুটো লোক এসে গেট বন্ধ করল।

বোম্যান কয়েক মিটার এগিয়ে গিয়ে গাড়ি থামাল। গ্রাডের ল্যানসিয়া গাড়িও এসে দাঁড়াল পাশে। গ্রাড গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাল। ওর সবুজ টুপি আর বর্ষাতি বরফ পড়ে সাদা হয়ে যাচ্ছিল। গ্রাড বোম্যাহৈ বয়সী। চওড়া কাঁধ, দেখেই বোঝা যায় সুইস।

বোম্যান্ বলল, মনে হয় কারো জমিদারীতে ঢুকল। চিনতে পেরেছিলে তো ওকে?

না, এই বরফে কাউকে চেনা যায় না।

বোম্যান গাড়ি থেকে নেমে বলল, এখানে অপেক্ষা কর। তারপর বরফের ঝাপটা থেকে নিজেকে বাঁচাতে বাঁচাতে ও পেছনদিকে হেঁটে গেল। গ্রাড সিগারেট ধরিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এল।

তুমিই কেড? আমি তোমার কথা খুব শুনেছি।

কেড নিস্পৃহ গলায় বলল, আমিও শুনেছি। ও গ্রাড-এর কাছ থেকে সরে বসল। সিগারেট খুঁজতে লাগল।

গ্রাড বলল, সত্যিই ছবি তুলতে জান বটে তুমি। আমি তোমার সব ছবির সম্বন্ধে জানি।

আমিও, কেড বলল।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর গ্রাড বুঝল কেড ওর সঙ্গে কথা বলতে একান্তই অনিচ্ছুক। তাই নিজের গাড়িতে ফিরে গেল। পাঁচ মিনিট বাদে বোম্যান্ ফিরল।

বলল, ওখানেই গেছে। খুব উঁচু পাঁচিল। গাড়ি যাবার রাস্তাটা খুবই লম্বা। বাড়ির চিহ্নও দেখলাম না। গ্রাড তুমি এখানে থাক। গেটের ওপর নজর রেখ। আমরা ডিনারে যাচ্ছি। এ জায়গাটার খোঁজ খবর নিতে হবে।

বোম্যান জাগুয়ারে উঠে বসে ভিলারের দিকে গাড়ি চালিয়ে দিল।

.

০৮.

এখন রাত আটটা। বেলভিস্তার হোটেলের লাউঞ্জ একদম জনশূন্য। যে কজন খেলার মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই চলে এসেছে তারা ডাইনিং রুমে। চুন্নীতে কাঠের আগুন গনগন করছে। নকশা কাটা কাঠের মেঝেতে চকচকে পালিশে লালচে আভা বেরাচ্ছে। বেশ ঘরোয়া, সুন্দর পরিবেশ। ফায়ারপ্লেসের খানিকটা দূরে একটা আরাম কেদারায় চোখ বুজে কেড বসেছিল। খুবই মদ খেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু নিজেকে দমন করল ও। ব্র্যাডফের এ কাজটা ওকে খুবই আকৃষ্ট করেছে। নিজের কাছে প্রমাণ করতে চাইল যে ভাল ফটো তোলার ক্ষমতা এখনও ওর আছে।

দরজা ঠেলে বোম্যান ঢুকল, শেরম্যান ওর পেছনে পেছনে। কেড শেরম্যানের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কোত্থেকে?

আর বোল না। শেরম্যান শিউরে উঠে বলল, প্যারিস থেকে ওই মেয়েছেলেটার পেছন নিতে গিয়ে মরেছিলাম আর কি। এখনও মাথা ঝিমঝিম করছে।

বোম্যান্ অধৈর্য হয়ে বলল, জান তোকার পাল্লায় পড়েছ।

তারপর কেডের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি খবর নিলাম। অ্যানিটা জেনারেল ফ্রিৎস্ ফল সুডউইগের ফোর্টে গিয়ে লুকিয়েছে। জান তো এই জেনারেল কে? আলিনগ্রাদে উনিশশো তেতাল্লিশ সালে রুশদের কাছে তিনি সৈন্যসহ আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এই বাড়িতে তিনি গত বিশ বছর ধরে বাস করছেন অবসরের পর। কি মনে হয় বল তো এর থেকে?

কেড কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, কিছু না। তোমার কি মনে হচ্ছে?

শেরম্যান বলল, লোকটা হিটলার বিরোধী প্রচার চালাত। অনিটা তো জন্মসূত্রে রাশিয়ান, তাই না?

বোম্যান্ বলল, তা বটে, তবে আমাদের ধারণা ছিল ও ওর গুপ্তপ্রণয়ীর সঙ্গে দেখা করতে সুইজারল্যান্ড আসে, এক আশি বছরের বুড়ো জার্মান জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে আসে শুনলে ব্র্যাডফ খুবই হতাশ হবে।

বোম্যান বলল, মনে হচ্ছে ভেতরে কোন ব্যাপার আছে। আজ রাতে আমরা বাড়িটা দেখতে যাব।

শেরম্যান বলল, কিন্তু বরফে পায়ের ছাপ পড়বে। তুমি কি অ্যানিটাকে জানাতে চাও আমরা। ওকে অনুসরণ করছি?

বোম্যান বলল, এই রকম বরফ যদি পড়তে থাকে তাহলে কোন চিন্তা নেই। বরফে সব ঢেকে যাবে, দেখবে তুমি। গ্রাডকে গিয়ে বরং ছেড়ে দাও। ও দুঘণ্টারও বেশী আটকে আছে। শেরম্যান গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল।

বোম্যান্ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, এস. বির একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। প্রেম-টেমের থেকে এটা আরো জমাটি ব্যাপার হতে পারে। বুড়ো জার্মান জেনারেল, রুশদের প্রতি যার সহানুভূতি আছে এবং তার সঙ্গে গোপনে দেখাসাক্ষাৎ করছে একজন বিখ্যাত চিত্রতারকা। আমি আর তুমি ঠিক সব বের করে ফেলব কেড।

কেড চুপ করেই রইল। বোম্যান বলল, চল কিছু খাওয়া যাক। সামনে কাজ, আবার বেজায় ঠাণ্ডা।

ডিনারের পর দুজনেই নিজের নিজের ঘরে চলে গেল। কেডের জন্য ও একটা স্কি-পোষাক ঠিক করে রেখেছিল। স্কিবুট আর দস্তানা পরে ওরা চাকরের বেরুবার দরজা দিয়ে বেরিয়ে গাড়ি চালিয়ে শেরম্যানের কাছে গেল। বেচারা শেরম্যান ওর সিমকা গাড়িতে বসে ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছিল। এ সময় কনকনে বাতাস বইতে শুরু করল। ঠাণ্ডায় ওদের হাড়ে কাপুনি ধরে গেল। বোম্যান্ বলল, চল একটু দেখেশুনে আসি।

শেরম্যান বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি যাও। আমার দরকার নেই।

কয়েক মিনিট অনেক কষ্টে হেঁটে কেড আর বোম্যান উঁচু লোহার গেটটার সামনে এসে দাঁড়াল। ওপাশে একটা ছোট বাড়ির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বোম্যান বলল, চল আমরা ওদিক দিয়ে যাই। পাঁচিল ঘেঁষে ওরা পা টিপে টিপে চলতে লাগল।

চল আমরা পাঁচিল টপকাব।

খানায় নেমে গেল বোম্যান্। বরফে ওর জুতো ডুবে গেল।

পাঁচিলে হেলান দিয়ে ও দাঁড়াল।

দাঁড়াও, আগে তোমায় তুলে দিই।

বোম্যান দু হাত জোড়া করল। কেড ওর জোড়া হাতের চেটোয় পা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বোম্যান্ ওকে ঠেলে ওপরে তুলে দিল। কেড পাচিলটা আঁকড়ে পাঁচিলের ওপর উঠে পড়ল। পাঁচিলের ওপর বসে ও বোমাত্রে দিকে চাইল। বোম্যান্ এত বেঁটে যে কেডের বাড়ানো হাতই ধরতে পারল না। রেগে গিয়ে একটা গাল দিল।

যাকগে। আমি এখানেই থাকি। তুমি দেখতে বাড়িটা যদি দেখতে পাও।

কেড নরম গলায় বলল, কি করে ভাবছ তুমি, আমি নিজেই পাঁচিল টপকে যেতে পারব।

এত ভাল লাগছিল তার এই দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চার যে বলবার নয়। সে খুবই উত্তেজিত বোধ করছে। কিন্তু বোম্যাকে বুঝতে দিল না।

দাঁড়াও দড়ি আনছি। বেনের গাড়িতে দড়ি আছে। আমার খেয়াল করা উচিৎ ছিল। তুমি এখানে অপেক্ষা কর, আমি দেরী করব না। বোম্যান্ অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পাঁচিলের ওপর গুটিসুটি মেরে কেড বসেরইল। গায়ে মাথায় সমানে বরফ পড়ছে। পাঁচিলের ওপর থেকে খানিকটা বরফ ফেলে দিল ও। তারপর বরফের মধ্যে লাফিয়ে নামল। নরম তুষারে পড়ল বলে ব্যথা লাগল না কিন্তু আচমকা আঘাত লাগল একটা। পায়ের পাতা জ্বলে যাচ্ছে, হাঁটুটাও যেন মড়মড়িয়ে উঠছে। এই অবস্থাতেই কেড গাছের সারির ভেতর দিয়ে সাবধানে পা টিপে টিপে এগোতে লাগল। শেষে একটা বড় সমতল বরফে ঢাকা জায়গায় এল। এবার ও বাড়িটা স্পষ্ট দেখতে পেল। কেমন এলোমেলো ছড়ানো বাড়িটা, মাঝে মাঝে বুরুজ আছে। দেখেই বোঝা যায় সুইজারল্যান্ডের বিশেষ ধরনের দুর্গপ্রাসাদ এটা। তেতলা বাড়িটার গায়ে গায়ে ছোট জানলা। কোন কোন ঘরে আলো জ্বলছে। সহসা কেড থমকে গেল। ও বিপদের গন্ধ পাচ্ছে। একটু পিছিয়ে বরফঢাকা একটা দেবদারু গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ও বাড়িটাকে দেখতে লাগল। নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে ও বাড়িটা লক্ষ্য করতে লাগল। মাথার ওপর সমানে বরফ পড়ছে। খেয়ালই হল না কেডের। ওর মনে হল বাড়িটার খুব কাছে না গিয়ে ও বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। হঠাৎ ও দেখল বাড়িটার কাছে কি যেন নড়ছে-চড়ছে। বরফের বৃষ্টির মধ্য দিয়ে কেড দেখল একটা লোক মাথা নিচু করে হেঁটে বেড়াচ্ছে বাইরে। তারপর আরেকজনকে দেখা গেল। আস্তে আস্তে অন্ধকারে চোখ সয়ে গেল কেডের। দেখল দেওয়ালের গায়ে

হেলান দিয়ে একটু একটু ফাঁক রেখে সারি সারি সশস্ত্র সান্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। ওদের মুখ কেডের দিকে। চেহারাগুলো এমন ভয়ংকর যে কেড সভয়ে পিছিয়ে গেল। আরো বিশ মিনিটও প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। হাত পা এদিকে ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে। যথেষ্ট দেখেছে ও এই মনে করে পাঁচিলের যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকে চলল। পাঁচিলের ওপর বরফ সরিয়ে একটা চিহ্ন রেখেছিল কেড। কিন্তু এখন বরফ পড়াতে সেটা খুঁজে পেতে অসুবিধা হল কেডের।

বোম্যান্। ও আস্তে ডাকল।

এই যে।

পাঁচিলের ওপার থেকে সাড়া এল আর সাপের মত পিছলে একটা দড়ি বেয়ে কেডের পায়ের কাছে পড়ল। দড়ি বেয়ে উঠতে কেডের খুবই কষ্ট হল। পাঁচিলের ওপর উঠে ও ঘড় ঘড় করে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। হৃৎপিণ্ডটা যেন পাঁজরার গায়ে আছড়াতে লাগল। বহুকষ্টে নিজেকে সামলে কেড বোম্যা েপাশে লাফিয়ে পড়ল। বোম্যান ক্ষেপে গেছে। আমার জন্য অপেক্ষা করনি কেন?

জানি। চল, যাওয়া যাক এখান থেকে।

গাড়ির মধ্যে বসে একটু আরাম পেল কেড। গাড়ির ভেতরটা দিব্যি গরম বাইরের তুলনায়। হোটেলের দিকে গাড়ি চালাতে চালাতে বোম্যান্ বলল, ব্যাপারটা কী?

ব্যাপার আছে একটা। হোটেলে গিয়ে বলছি। কয়েক মিনিটের মধ্যে ওরা হোটেলে পৌঁছে গেল। হোটেলের লবিতে পৌঁছতেই মোটাসোটা হাসিখুশী ম্যানেজার বোমাত্রে দিকে এগিয়ে এল।

হর্সট, তুমি তোমার বন্ধু আর মিঃ শেরম্যান পুলিশ কার্ড লেখাওনি।

ভুলে গিয়েছিলাম একদম। আমায় দাও আমি নিয়ে যাই ঘরে। তা ওকে কার্ডগুলো দিল। বসার ঘরে গিয়ে বোম্যান্ স্কির পোষাক খুলতে লাগল।

এবার বল। এত রহস্য করার দরকার নেই।

কেড জ্যাকেট খুলে ফায়ারপ্লেসের সামনে গিয়ে হাত পা আগুনে সেঁকতে লাগল।

কেড বলল, প্রায় বারোজন সশস্ত্র লোক বাড়িটার চারিদিকে টহল দিচ্ছে। অন্তত দুজনের কাছে অটোমেটিক রিভলবার আছে।

বোম্যানের মুখ হাঁ হয়ে গেল। ঠিক?

আমি বিশ মিনিট ধরে সব লক্ষ্য করেছি। একদম ঠিক বলছি।

কি ব্যাপার বলতো? কিন্তু পাহারা কেন?

কেড ঘাড় নাড়ল। ঠাণ্ডা কি রকম? ব্যারোমিটার কি বলছে?

বোম্যান্ উঠে টেলিফোনে আবহাওয়ার খবর নিল। তারপর বিরক্তিভরা স্বরে বলল, টেম্পারেচার উঠছে। কাল দিনটা ভাল হবে মনে হয়।

কেড বলল, বাড়িটার মুখোমুখি জঙ্গলের কিনারে একটা বড় অবোলা পাইন গাছ আছে। একমাত্র ওখান থেকেই আমি ছবি তুলতে পারি। তেতলায় একটা ঝুলন্ত বারান্দা আছে। কাল দিন ভালো হলে অ্যানিটা বারান্দায় আসতে পারে। এছাড়া তো ফটো তোলার আর কোন উপায় দেখি না। আমার একটা ছশো মিলিমিটার টেলিয়োকোর লেন্স দরকার। কোথা থেকে পাব?

সশস্ত্র পাহারা আছে বললে যে?

থাকুক। লেনসের কি করবে তাই ভাব।

একটু ভেবে নিয়ে বোম্যান ঘড়ি দেখল। রাত বারোটা বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে।

কাল এনে দিতে পারি।

ভাল করে আলো ফোঁটার আগেই আমি ক্যামেরার সাজসরঞ্জাম নিয়ে গাছে উঠে পড়তে। চাই।

বোম্যান্ ভ্রূ কোঁচকাল। তারপর একটা নম্বর ডায়াল করল। একটু অপেক্ষা করে নিচু গলায় কাকে যেন কী বলল, কেড বারান্দার ছবি কী ভাবে তুলবে তার সুবিধে অসুবিধে ভাবতে লাগল। রোদ যদি চড়া হয় আর অ্যানিটা বারান্দায় বেরোয়, রোকোর লেন্স পেলে

ও ভাল ক্লোজআপ নিতে পারবে। বোম্যান্ ফোন নামিয়ে বলল, আমি গ্রাডকে পাঠাচ্ছি। মর্যোঙ্গে আমার এক বন্ধুর ফটোর দোকান আছে। তার কাছে লেন্স আছে। গ্রাড তিন ঘন্টার মধ্যে নিয়ে আসতে পারবে।

গ্রাডের শোবার ঘরে গিয়ে ও গ্রাডকে টেনে ওঠাল। এখন মর্যোঙ্গে যেতে হবে বলে প্রচণ্ড গাল দিল গ্রাড। তারপর জামাকাপড় পরে একটু বাদেই ও বেরিয়ে গেল। কেড শোবার ঘর থেকে বসার ঘরে ক্যামেরার যন্ত্রপাতি এনে ওর মিনোটায় ফিম ভরতে লাগল।

দেখ বারো ঘণ্টা চালাতে পারি এই পরিমাণ স্যান্ডউইচ আমার দরকার। তাছাড়া কফি, আধ বোতল ব্র্যান্ডি, খানিকটা সরু দড়ি, তিন মিটার গিট বাঁধা দড়ি, একটা ভালো শিকারের ছুরি আর চড়াইয়ে ওঠার লোহার নাল চাই। গাছে ওঠা অত সহজ হবে না। তবে একবার উঠে পড়তে পারলে আমায় আর কেড দেখতে পাবে না।

বোম্যান্ মাথা নাড়ল। ওর মধ্যে প্রথম খুশির ভাব দেখল কেড।

আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। আর কিছু চাই?

গাছে ওঠার পর আমার একা থাকাই ভাল। তবে নামবার সময় হুড়মুড় করে নামতে হবে। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব কি ভাবে?

আমার একটা রেডিও আছে। তাতে কথা বলা যায়, শোনাও যায়। এটাই যোগাযোগ রাখার একমাত্র উপায়।

চমৎকার। তুমি আমার সঙ্গে পাঁচিল অবধি আসবে। যদি বরফ পড়া থেমে যায় তোমাদের নিজেদের পায়ের ছাপ মুছে ফেলতে হবে। তোমাকে আমার মালপত্র বইতেও সাহায্য করতে হবে। তারপর তুমি হোটেলে চলে আসতে পার।

পরদিন সকাল ছটার একটু বাদে কেড আর বোম্যান্ হোটেল থেকে বেরোল। গ্রাড ইতিমধ্যে রোকোর লেন্স নিয়ে এসেছে। মালপত্র সব একটা রুকস্যাকে ওরা ভরেছে। বরফ পরা এখন বন্ধ। চাঁদের রুপোলীআলোয় ভরে গেছেচারিদিকটা। তুষারকণা ঝরছে। তাপমাত্রা শূন্যের অনেক নীচে। পথ খুবই পিছল। শেরম্যানের সিমকা তখনো পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দুজনে শেরম্যানকে সশস্ত্র সান্ত্রীদের পাহারা দেবার কথা বলল। শেরম্যান চমকে গেল, খুব সিরিয়াস মনে হচ্ছে ব্যাপার।

তাই দেখতেই যাচ্ছি। বোম্যান্ বলল, তুমি পাচিলের এপারে থাক। আমি যখন ফিরতে চাইব, তুমি আমায় দড়ি ছুঁড়ে দেবে।

বোম্যান্ পাঁচিলের কাছে গিয়ে কেডকে ঠেলে তুলল। শেরম্যান এবার বোম্যাকে ঠেলে তুলে দিল। দড়ির এক প্রান্তে রুকস্যাক, কেডের ক্যামেরার সরঞ্জাম আর শটওয়েভ রিসিভার সেটটা বেঁধে দিল শেরম্যান। বোম্যান্ সেগুলো টেনে তুলল। দুজনে পাঁচিল বেয়ে নেমে খুব সন্তর্পণে অন্ধকার জঙ্গল দিয়ে চলতে লাগল। কেড যেখানে পা ফেলল ওর পায়ের ছাপের ওপরই বোম্যান্ পা ফেলতে লাগল। শেষ অবধি কেড বলল, এখান থেকে দেখা যাবে।

গাছের ফাঁক দিয়ে বরফ ঢাকা লনটা দেখা গেল। চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে লনটা। রাতে যে অরোলা পাইন গাছটা দেখেছিল সেটার কাছে খুব ধীর পায়ে কেড হাঁটতে লাগল। লনের দিকে ইঙ্গিত করে কেড বোম্যাকে বলল, দেখতে পাচ্ছ ওদের? সান্ত্রীদের দেখে বোম্যান জোরে নিঃশ্বাস টানল। কালো কালো নিশ্চল সব মূর্তি, হাতে রাইফেল, চোখ জঙ্গলের দিকে নজর রাখছে। কেড পিছিয়ে অন্ধকারে চলে এল। ও চড়াইয়ে ওঠার জন্য লোহার নাল জুতোয় আঁটতে লাগল। আঙুল একেবারে হিম হয়ে গেছে। বোম্যান্ জিজ্ঞেস করল, কি ছাই ওরা পাহারা দিচ্ছে?

কে বলল, তুমি ভাব গিয়ে। কেড পিঠে বাধা দড়িটা খুলে একটা মুড়ো সবচেয়ে নিচু ভালটায় বেঁধে অন্যমুভোর ফাসটা চেপে ধরে ও গাছের গুঁড়িতে জুতোর নীচে আঁটা লোহার নাল বিধিয়ে দিল। তারপর অনেক কষ্টে ও ওপরে উঠতে লাগল। তলার দিকে একটা ঘন ডালের ওপর উঠে ও মুখ বাড়িয়ে বোমাকে বলল, ঠিক আছে। জিনিসপত্রগুলো আমায় দিয়ে তুমি সরে পড় এখন। আর পায়ের ছাপগুলো মুছে ফেল।

বোম্যান অন্যান্য জিনিসপত্র দড়ির মাথায় বেঁধে দিল। কেড সেগুলো টেনে ওপরে না তোলা পর্যন্ত চেয়ে রইল বোম্যান। তারপর চাপা গলায় গুডলাক বলে অন্ধকারে মিশে গেল। একটা ফার গাছের ডাল ভেঙ্গে সযতে ওদের পায়ের ছাপ মুছে ফেলেছিল ও। কেড খুব সন্তর্পণে ওপরে চড়তে লাগল। অবশেষে গাছের প্রায় মগডালে উঠে ও দেখল, এখন উচ্চতা বড় বারান্দার সমান পৌঁছিয়েছে। এই বড় বারান্দার ঠিক নিচেই ঢাকবার বিশাল দরজা। হালকা তেপায়া টেবিলটার পায়াগুলোও গাছের ডালে বাঁধল। রুকস্যাকটা আরেকটা গাছে বাঁধল। এবার ও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে পারে। আধঘণ্টা চুপচাপ

বসে ও শর্টওয়েভ রিসিভারের সুইচ টিপে বোম্যাকে ডাকল। বোম্যান সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল, শুনছি।

আমি অপেক্ষা করছি। আমি প্রস্তুত। লাইন কেটে দিল কেড। কেড গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে চোখ বুজল। এখন চারঘণ্টা অন্ততপক্ষে কিছু করার নেই। বেলা এগারটা হতে না হতে রোদ এমন চড়ে গেল যে কেড ওর গায়ের ভারী জ্যাকেটটা খুলে ফেলল। এরমধ্যে কয়েকটা স্যান্ডউইচ আর ব্র্যান্ডি মেশানো কফি খেয়ে নিয়েছে ও। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে সান্ত্রীদের বেশ পরিষ্কার দেখতে পেল কেড। নজন সান্ত্রী। বিশাল জোয়ান চেহারা লোকগুলোর। এদের গায়ে কালো বর্ষাতি পায়ে রবারের বুট, মুখে কালো প্লাস্টিকের মুখোশ।

কেড ওর ছশো মিলিমিটার লেন্স দিয়ে দেখতে দেখতে ভাবল এমন গুণ্ডা চেহারার লোজন ও কখনো দেখেনি। রোদ বাড়তে ওদের ছজন প্রাসাদে ঢুকে গেল। আরো তিনজন টহল দিতেই লাগল। এরা খুবই হুঁশিয়ার আর সতর্ক।

সকাল দশটা নাগাদ বারান্দা ও বাড়ির মাঝের দরজাগুলো খুলে গেল। কানাকা উলের টুপি আর পুরোনো একটা ওভারকোট পরা এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এল। ওর হাতে লম্বা হাতল দেওয়া, ঝাড় বারান্দা থেকে বরফ ঝেটিয়ে পরিষ্কার করতে লাগল সে। তারপর বারান্দার ওপর চারটে আরাম কেদারা পেতে দিল আর সামনে একটা কাঠের টেবিল পাতল। এবার কেডের একটু ভরসা হল। একটা চেয়ারের ওপরে ও ওর ক্যামেরার মুখ ঘোরাল। খুবই স্পষ্ট ছবি উঠবে নিশ্চিত হয়ে কেড লেসে ঢাকা পরিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। দশটা থেকে এগারটার মধ্যে চারিদিক যখন নিশ্চপ তখনই ওর গাছের নীচে দুজনকে

জার্মান ভাষায় কথা বলতে শুনল। ডালপালার ফাঁক দিয়ে নীচে ওদের দেখা অসম্ভব। বেজায় ভয় পেল কেড, কিন্তু ওদের দেখতে পেল না বলে বিরক্তিতে তার মন ভরে গেল। সূর্য যখন মাঝখানে হঠাৎ বারান্দায় খানিকটা প্রাণচাঞ্চল্যও দেখা গেল। দরজা খুলে হঠাৎ বারান্দায় বেরিয়ে এল অ্যানিটা স্ট্রেলিক। টেলিস্কোপিক লেনস দিয়ে ও অ্যানিটা স্ট্রেলিককে খুব মন দিয়ে দেখতে লাগল। অ্যানিটার পরনে আঁটো টুকটুকে লাল প্যান্ট আর সাদা সোয়েটার। ওর ছোট ছোট কোকড়া চুলের রুপোলি গুচ্ছো রোদে ঝলমল করছে। একটু পিছু হেলে হাঁটুর ওপর হাত রেখে কেড অ্যানিটাকে দেখতে লাগল। অ্যানিটা একটা চেয়ারে। বসে এক প্যাকেট সিগারেট আর লাইটার বের করল। যখন ও সিগারেট ধরাচ্ছে তখন একটি লোক বারান্দায় বেরিয়ে ওর কাছে এল। লোকটির পরনে কালো স্কি-প্যান্ট, কালো গোলগলা সোয়েটার। লোকটা মাঝারি রকম লম্বা, ধূসর চুল ছোট ছোট করে কাটা, চৌকো কাঁধ, হাঁটা চলা উদ্দীপ্ত সৈনিক সুলভ। লোকটার দিকে পলকহীন চোখে কেড তাকিয়ে রইল। লোকটা অ্যানিটার কাছে গেল, অ্যানিটা হাত তুলল, হাসল। লোকটা অ্যানিটার হাতের আঙ্গুলে চুমো খেল। কেড নিজের অজান্তেই যেন অন্তর থেকে নির্দেশ পেয়ে শাটার টিপল। এক নম্বর ছবি তোলা হল। লোকটাকে কেড দেখতেই থাকল, দেখতেই থাকল। কোথায় যেন দেখেছে ওকে, অসম্ভব চেনা লাগছে। কোন বিখ্যাত ব্যক্তি সন্দেহ নেই। এবার উত্তেজনায় কেড প্রায় পাগল হয়ে যেতে বসল। কেড চিনতে পেরেছে এই বিখ্যাত ব্যক্তিটিকে। কেড ওর রোদেপোড়া মুখ লেসে ফোকাস করল লেন্স জুড়ে। দুবছর আগের কথা। কেড তখন পূর্ব বার্লিনে। ডেইলি টেলিগ্রাফের সাপ্তাহিকীর জন্য কতগুলো ছবি তুলছে। ওর মনে পড়ল কিভাবে পূর্বজার্মানীর সিক্রেট পুলিশের সর্বময় কর্তা জেনারেল এরিখ হার্ডেনবুর্গের আসবার আশায় ও তিনটি ক্লান্তিকর ঘণ্টা অপেক্ষা করছিল। তারপর জেনারেল যখন এলেন

জ্বলন্ত চোখে কেডের দিকে তাকালেন, কিছুতেই ছবি তোলার অনুমতি দিলেন না, ওর মনে আছে। সেই হার্ডেনবুর্গ এখানে! হিটফলারের পরে সবচেয়ে বিপজ্জনক, ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর জামান। টেলিস্কোপিক লেসের মধ্য দিয়ে দেখতে দেখতে ভয়ের একটা তুষার শীতল স্রোত কেডের পিঠের শিরদাঁড়া দিয়ে নামতে লাগল। হার্ডেনবুর্গ! এখানে অ্যানিটা স্ট্রেলিকের সঙ্গে। এমন চমকপ্রদ খবর পৃথিবীতে আর বুঝি হয়নি। ব্র্যাডেফ সত্যিই অসাধারণ। ব্র্যাডেফ ঠিকই বুঝেছিল। সেইজন্যই প্রাসাদ ঘিরে এত সশস্ত্র সান্ত্রী। ওরা হার্ডেনবুর্গের গুপ্ত পুলিশবাহিনীর লোক। সেই বিখ্যাত গুপ্তবাহিনী। কেড সভয়ে ওদের দেখল। কেড বুঝল সারা জীবনে সে এর থেকে বেশী বিপজ্জনক কাজ আর করেনি। ওই লোকগুলি যদি ওকে দেখে তাহলে কুকুরের মতন গুলি করবে। একটি প্রশ্ন করবে না। আবার ও বারান্দার দিকে তাকাল। সেই বৃদ্ধ লোকটি একটা খাবার বোঝাই ট্রে আর রুপোর কফি পট এনে টেবিলে রেখে চলে গেল। অ্যানিটা আর হার্ডেনবুর্গ খুবই নিবিষ্ট মনে কথা বলছে। হার্ডেনবুর্গ উঠে কফি ঢালতে লাগল। কেড একটার পর একটা ছবি তুলতে লাগল। এই উজ্জ্বল রোদে ছবি যে খুব ভাল আসবে ও বুঝতে পারছিল।

হঠাৎ দরজাগুলো সপাটে খুলে গেল। দুটো লোক বেরিয়ে এল বারান্দায়। একটি লম্বা হাড় বের করা শক্ত কঠিন চেহারা। হার্ডেনবুর্গের মতন পরনে স্কি-পোষাক। সে একটি হুইলচেয়ার ঠেলছে তাতে একটি বুড়ো, মোটা লোক বসে আছে।

কেড দেখেই চিনল লম্বা লোকটা হচ্ছে হার্ডেনবুর্গের ডান হাত হার্মান লিয়েভন। কিন্তু বৃদ্ধটির দিকে কেড চেয়েই রইল। লম্বা লেন্সটা দিয়ে দেখতে দেখতে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিস্ময় যেন ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। কেড স্থির জানত বোরিস ডুসলওস্কির মত দেখতে আরেকটা লোক এই পৃথিবীতে নেই। সেই স্কুল, মাংসল মুখ, মুখে বর্বর

নিষ্ঠুরতা। এখন বুড়ো হয়ে গিয়েছে। তবু মুখের সেই ঔদ্ধত্য ব্যঙ্গ ভাব যায়নি। একসময় ও স্তালিনের পুলিশের সর্বময় কর্তা ছিল। ইহুদীরা ওর ভয়ে কাঁপত। বেসেনের সেই জানোয়ারটার মতনই ওর নাম সারা পৃথিবীতে ঘৃণা ও আতঙ্ক জাগিয়ে তুলেছিল। কেড বুঝল ও একটা ঐতিহাসিক ঘটনা দেখছে। এই নিষ্ঠুর, নির্মম লোকগুলোর সঙ্গে এক বিশ্ববিখ্যাত চিত্রতারকার যোগাযোগ। এ যে পৃথিবী কাঁপানো খবর। পূর্ব বার্লিনের হর্তাকর্তা, রুশ সরকারের তথাকথিত এক মিত্রের সঙ্গে বর্তমান রুশ সরকারের এক প্রধানতম শত্রর গোপন আঁতাত!!! উত্তেজনা আর বিস্ময় যত চরমেই উঠুক কেড ঠিক একটার পর একটা ছবি তুলে যেতে লাগল।

হার্ডেনবুর্গ আর ডুসলওস্কি টেবিলে এসে বসেছে। লিয়েভন ভেতরে চলে গিয়েছিল। এখন ও একটা ব্যাগ বোঝাই কাগজ নিয়ে টেবিলে রাখল। অ্যানিটা উঠে হার্ডেনবুর্গের পেছনে দাঁড়িয়ে অভ্যস্ত সম্পর্কের স্বচ্ছন্দতায় ওর কাঁধে হাত রাখল। হার্ডেনবুর্গ ব্যাগ থেকে একটা ম্যাপ বের করে টেবিলে বিছিয়ে রাখল। কেডের লেনটা এত শক্তিশালী যে ও ম্যাপটার খুঁটিনাটি পর্যন্ত দেখতে পেল। ম্যাপটা পশ্চিম বার্লিনের। হঠাৎ কেড দেখল ও এক রোল ফিল্ম খরচ করে ফেলেছে। আবার ক্যামেরায় ফিল্ম ভরল ও।

দুজনে খুব মনোযোগ দিয়ে ম্যাপটা দেখছে আর কথা বলছে। কেড ক্যামেরার শাটার টিপতেই লাগল। ও বুঝেছিল এক ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে ও দাঁড়িয়ে আছে। যে ছবিগুলো কেড তুলছে পয়সা দিয়ে তার মূল্যায়ণ হয় না। এ ছবি হুইসপারের থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ ছবি এখনি সেক্রেটারি অফ স্টেটের হাতে পৌঁছান দরকার। তিনি দেখার আগে এ ছবি আর কারও দেখা উচিৎ নয়। এ ছবির জোরে আমেরিকা রাশিয়ার সঙ্গে কিনা করতে পারে। এ বোঝার রাজনৈতিক জ্ঞান কেডের আছে। কেডের দ্বিতীয়

রোলটাও ফুরিয়ে গেল। বাহাত্তরটা ছবি তুলেছে কেড, একেকটা বারুদের গোলা। এখন ওর একমাত্র চিন্তা কি করে এখান থেকে পালিয়ে হোটেলে পৌঁছান যায় আর জেনেভায় আমেরিকান রাষ্ট্র প্রতিনিধির হাতে ফটোগুলি তুলে দেওয়া যায়। এবার ও টের পেল ওর হাত কাঁপছে। তাড়াতাড়ি ব্রান্ডির বোতলটা নিয়ে চুমুক দিতেই বিপত্তি। বোতলটা কেডের আড়ষ্ট জমে যাওয়া আঙুল থেকে পিছলে গিয়ে গাছের তলায় বরফের উপর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ঠাণ্ডা মেরে গেল কেড। আতঙ্কে তার হৃদপিণ্ডটা লাফালাফি করতে শুরু করল। যদি কোন সান্ত্রী এখান দিয়ে যায়, সব শেষ তাহলে। তাড়াতাড়ি শর্টওয়েভ রিসিভারের সুইশ টিপল ও। বোম্যান্? অস্থির ভাবে কেড বলল, না শেরম্যান বলছি, বল কি ব্যাপার। আমার প্রয়োজনীয় ছবি সব তুলে নিয়েছি। এখন দরকার এখান থেকে সরে পড়া।

অন্ধকার না হলে তুমি বেরোতে পারবে না। একঘণ্টা আগে আমি ওখান থেকে গাড়ি চালিয়ে গিয়েছি। গেটে দাঁড়িয়ে দুটো লোক পাঁচিলের ওপর নজর রেখেছে। অন্ধকার না হওয়া অবধি তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমার হাতে এখন ডিনামাইট।

কিছু করা যাবে না। তোমাকে সবুর করতেই হবে।

ঠিক আছে, হাল ছেড়ে দিল কেড। বারান্দার দিকে আবার তাকাল। মিটিং শেষ। হার্ডেনবুর্গ ডুসলওস্কির চেয়ার ঠেলে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। পেছন পেছন অ্যানিটা যাচ্ছে। ওর হাতে কাগজভর্তি ব্যাগ। দরজাগুলো বন্ধ হয়ে গেল, এবার বারান্দা খালি। কেড

ক্যামেরা খুলে সযত্নে ওর রুকস্যাকে ভরল। তেপায়া টেবিলটা তুলে ভাঁজ করে ব্যাগে রাখল। আমেরিকান রাষ্ট্রপ্রতিনিধি এই ছবিগুলো নিয়ে কি করবেন কেড তা ভাবছে না। এই ছবিগুলো তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব সম্পর্কে ও নিশ্চিত, ওকে এটা করতেই হবে। গাছের ডালে হেলান দিয়ে ও অন্ধকার হবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

সোওয়া পাঁচটার একটু পরে বরফ পড়তে আরম্ভ করল, ঠাণ্ডা সাংঘাতিক বেড়ে গেল। অচিরেই গভীর অন্ধকার নেমে এল চারিদিকে। প্রাসাদটা অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গেল শুধু তিন চারটি আলোকিত জানলা অন্ধকারের মধ্যে ফুটে রইল। কেড সান্ত্রীদের দেখতে পাচ্ছিল। ওরা সমানে টহল দিচ্ছে, এ ওর সাথে কথা বলছে। যখন অন্ধকার আরও ঘন হল কেড শর্টওয়েভ রিসিভারের সুইচ টিপল।

বোম্যান?

আছি। ঠিক আছে আমরা যাচ্ছি। যে জায়গাটা দিয়ে ঢুকেছিলাম খুঁজে পাবে?

চেষ্টা করব। খুবই শক্ত অবশ্য।

কিছু হল?

দুর্দান্ত সাংঘাতিক ব্যাপার। পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম সংবাদ। যখন এখানে পৌঁছবে হেডলাইট জ্বালিও। তা দেখে আমি পথ চিনে নেব।

বৃহত্তম-সংবাদ মানে?

সময় নষ্ট করছ। আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও। কেড সুইচ বন্ধ করল।

কেড সাবধানে নামতে লাগল। সারা শরীরে ব্যথা, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর। বহু কষ্টে শেষ অবধি ও বরফের ওপর নামল। মালপত্র তুলে নিয়ে কান পাতল। বাতাসে কান্নার মতন আওয়াজ, গাছপালার মর্মর ধ্বনি এ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না ও। যে পাঁচিল দিয়ে ও নেমেছে সেটা কোথায় আবছা বুঝতে পারছে। সেদিকে সন্তর্পনে এগোতে লাগল ও।

মালের বোঝা দুঃসহ রকমের ভারি লাগছে কেডের। হঠাৎ ওর পা কিসে যেন বাধল। হোঁচট খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল কেড। বরফে ওর নাক মুখ ডুবে গেল, প্রথমে খুবই ভয় পেয়েছিল। এবার হাঁটু আর হাতে ভর দিয়ে কেড উঠে পড়ল। চারিদিকে একটু নরম আলো। এবার পেছন দিকে চাইতেই চুল খাড়া হয়ে গেল কেডের। আতঙ্কে তার হৃদস্পন্দন প্রায় থেমেই গেল। সমস্ত প্রাসাদটায় ঝলমলে আলো জ্বলে উঠল। এক দীর্ঘ নিশ্বাস বন্ধ করা মুহূর্ত। তারপরই ঘোর অন্ধকারে কেডকে ডুবিয়ে দিয়ে সব আলো নিভে গেল। একটা তীক্ষ্ণ, তীব্র ঘণ্টা বাজছে।

কেড বুঝছে ও তারে হোঁচট খেয়েছে এবং তাই অ্যালার্ম বাজছে। সর্বনাশ, এমন আতঙ্ক জীবনেও আর ওর হয়নি। ও যদি কোনরকমে সান্ত্রীরা এখানে আসার আগে পাঁচিলটার কাছে পৌঁছতে পারে। শর্টওয়ভ রিসিভারটা ও ফেলে দিল। তারপর রুকস্যাকটা আঁকড়ে ধরে অন্ধকারে গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খেতে খেতে ও অন্ধের মতন ছুটল। হঠাৎ কেড দেখল ওর ডানদিকে পনের মিটার দূরে টর্চ জ্বলল এবং নিভল।

কেড থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে এদিকে কান পাতল। ঝোঁপের মধ্যে খসখসে শব্দ। রুকস্যাকটা ওর হাত পিছলে হরকে গিয়ে পড়ল। বুক ধড়াস ধড়াস করছে। হঠাৎ একটা টর্চের আলো ওর ওপর এসে পড়ল। একটা সান্ত্রী চমকিত বিস্ময়ে অস্ফুট আর্তনাদ করল। তারপরেই কেড ওর পা ধরবে বলে সান্ত্রীটার উরুতে গিয়ে ধাক্কা খেল। দুজনেই বরফে পড়ে গেল। ভয়ে দিশেহারার মতন কেড অদৃশ্য মুখটাকে এলোপাথারি ঘুসি ছুঁড়ে আঁচড়াতে লাগল। সান্ত্রীটা একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। প্রথমে খানিক চমকে গিয়ে ওর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে কেডের আনাড়ি হাত সবেগে সরিয়ে কেডকে একেবারে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কেড হাঁচড় পাঁচড় করে উঠবার চেষ্টা করতেই ও কেডের ওপর আবার এসে পড়ল। কেডের শাসনালীতে ওর ইস্পাতের মত আঙ্গুলগুলো চেপে বসেছে। কেড বুঝল ও এখনি মরবে। হঠাৎ ওর কোমরের বেলটে শিকারীদের ছুরির কথা মনে পড়ল। ও কোনরকম হাতড়ে ছুরিটা বার করে সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুরিটা গেঁথে দিল। সাম্রীটার জামাকাপড় ভেদ করে শরীরে ঢুকে গেল ছুরিটা, কেডের হাতে কাঁপুনি আর ধাক্কা উঠে এল। হাতটা যেন অসাড় হয়ে গেল। একটু নিশ্বাসের জন্য আকুল কেড গড়িয়ে সরে এল। তার পর উঠে দাঁড়াল। কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে কাছেই। সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল ওর থেকে দশ মিটার দূরে পাঁচিলটার গা দিয়ে আলো ঝলকে উঠল। ছুরিটা আঁকড়ে ধরে পাগলের মতন কেভ সেদিকে ছুটল। ঘড়ঘড় করে নিশ্বাস পড়ছে। হৃদপিণ্ডটা ফেটে যায় আর কি।

কেড? বোম্যানের গলা।

কেডের গলা দিয়ে একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোল। হঠাৎ ওর পিঠের ওপর সপাৎ করে কি পড়ল। দড়ির মুড়ো। ওদিকে জঙ্গল হড়মুড় করে সব ছুটছে কেড টের পেল। এই

ঠাণ্ডায় ও ভয়ে ঘামতে লাগল। পেছন ফিরে দেখল প্রায় বারোটা টর্চ জ্বলছে, চমকাচ্ছে। দড়িটা আঁকড়ে ও ছুরিটা ফেলে দিল তারপর দেয়ালে পা ঠেকিয়ে পাঁচিলের ওপরে উঠল। পাঁচিলের ওপর দিয়ে ক পা হেঁটে বোম্যান্ যেখানে দাঁড়িয়েছিল তার কাছাকাছি বরফের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কেড। হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে ও বোমাকে বলল, চল জলদি। ওরা আমাকে তাড়া করেছে। কেড যে ভীষণ ভয় পেয়েছে তা বোঝার মন বুদ্ধি ব্যেম্যাত্রে আছে। ও কেডকে জাপটে ধরে ঠিক করে দাঁড় করিয়ে দিল তারপর অর্ধেক ঠেলে, অর্ধেক টেনে কেডকে ওর জাগুয়ারে তুলল।

গাড়িটা যখন চলছে, ক্লান্ত বিধবস্ত কেড ঘড় ঘড় করে নিশ্বাস টানতে লাগল। বোম্যান্ বলল, কি হয়েছে কি?

কেডের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। সান্ত্রীটার শরীরে ওর ছুরিটা গেথে যাচ্ছে এই দৃশ্যটাই চোখের উপর ভাসছিল কেডের। সান্ত্রীটা মরে যায় নি তো?

কেড?

কেড কোনমতে বলল, কথা বল না, চালাও।

মরিয়া হয়ে গাড়ি চালিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে হোটেলে পৌঁছে গেল বোম্যান।

কেড হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, সদর দরজা দিয়ে আমাকে নিয়ে যেও না! আমার সারা শরীরে রক্ত। উজবুক কোথাকার।

বোম্যান গলা চড়িয়ে বলল, কি হয়েছেটা কি?

আমায় উপরে নিয়ে চল।

বোম্যান্ গাল পাড়ল। তারপর কেডকে শক্ত করে ধরে হোটেলের পেছন দিকে নিয়ে গেল। সার্ভিস লেখা লিফট দিয়ে ওরা তেতালায় উঠল। কেডকে আঁকড়ে ধরে বোম্যান্ বসার ঘরে নিয়ে এল। শেরম্যান অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল। গ্রাড বিরক্তিভরা মুখ নিয়ে চেয়ারে বসেছিল। কেডকে দেখে লাফিয়ে উঠে বলল, কেডের গা দিয়ে রক্ত ঝরছে। শেরম্যান হাঁ করে কেডকে দেখছিল। রক্তে মাখামাখি জ্যাকেটটা গা থেকে খুলে ফেলল কেড। রেগে আগুন হয়ে ও বোম্যাকে বলল, জাহান্নামে যাও তুমি। মদ দাও আমাকে। মদ দাও শিগগির।

বোম্যান ঘাবড়ে গিয়ে মদ ঢালল।

নির্জলা হুইস্কি গলায় ঢেলে কেড বলল, ধ্বস্তাধস্তির সময় একজন সান্ত্রীকে আমায় ছুরি মারতে

ওরা তিনজনে হাঁ করে কেডের দিকে তাকিয়ে রইলো তারপর বোম্যান্ চেঁচিয়ে বলল, হা ভগবান....তুমি ওকে খুন করেছ?

কেড রুমাল দিয়ে ওর রক্তমাখা আঙ্গুল পরিষ্কার করল। তারপর বলল, ওকে ছুরি না মারলে ও মেরে ফেলত আমায়। বোম্যান্ চল, দেরী কোর না। আমেরিকান কনসালের

কাছে এ ছবি পৌঁছাতে হবে। এ একেবারে ডিনামাইট চল, আমাদের জেনেভা যেতে হবে এক্ষুনি।

বোম্যান্ চেঁচিয়ে উঠল, আরে উজবুক কি ব্যাপার আমি কিছু এখনো জানিইনা। বল আমাকে।

দুঃখিত কেড বলল। ব্যাপার বিরাট। বিরাটতম। জেনারেল হার্ডেনবুর্গ আর বোরিস ডুসলওস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎকার হচ্ছিল। আমার কাছে ওদের ছবি আছে। বোম্যান্ অবিশ্বাসী চোখে কেডের দিকে তাকিয়ে রইল। ভাবল কেভ বোধ হয় পাগল হয়ে গিয়েছে।

ডুসলওস্কি? কি বলছ তুমি যা-তা। দশবছর আগে ডুসলওস্কি আত্মহত্যা করেছে।

আমিও তাই জানতম। কিন্তু ও বেঁচে আছে। তাই জন্যই তো ওরা এত সান্ত্রী রেখেছে। ওরা সবাই হার্ডেনবুর্গের লোক।

আরে নেশা হয়ে গেছে নাকি তোমার? কি বলছ তুমি?

টেবিলে ঘুষি মেরে কেড বলল, ডুসলওস্কি বেঁচে আছে। আমার কাছে ওদের ছবি আছে।

বোম্যান্ কেডের সাদা রক্তশূন্য মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। ও কেডের চোখ দেখে বুঝল কেড সত্যি কথা বলছে।

তা যদি হয়, আমায় ফিল্মগুলো দাও। আমি এস বিকে পাঠিয়ে দিই।

কেড মাথা নাড়াল।

না এ ছবি এত গুরুত্বপূর্ণ যে ব্র্যাডেফকে দেওয়া যাবে না, এগুলো এক্ষুনি আমেরিকান কনসালের হাতে দিতে হবে।

বোম্যানের মুখ কঠিন হয়ে গেল।

তোমার কনট্রাক্ট এস. বির সঙ্গে। তুমি যে ছবিই তুলে থাক, তা এস. বির সম্পত্তি। আমাকে দাও ছবিগুলো।

কনসাল ছাড়া আর কেড এ ছবি পাবেনা, বোম্যান্।

বোম্যানের মুখ রাগে অন্ধকার হয়ে গেল।

একটা মাতালের সঙ্গে কাজ করতে গেলে এই-ই হয়। ও এবার রাগে ফেটে পড়ল। শেরম্যানকে বলল, তুমি কি ওর সঙ্গে একমত নাকি?

মোটেই না। এসবিকে ফোটো দিতে হবে। ও ফোটো নিয়ে যা করবে ওর ব্যাপার।

সেই কথা। ছবিগুলো আমায় দাও। আমরা তিনজন তুমি একলা। দরকার হলে আমরা জোর খাটাব।

কেড ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল। সত্যি তার যদি আর একটু সাহস থাকত, মদ যদি ওকে এভাবে শেষ না করত। তবুও ভয় পেলেও কোথা থেকে একটা শক্তি পেল কেড। এই ফিলমগুলো এই গুণ্ডাটার হাতে কিছুতেই দেওয়া চলবে না।

কেড কাঁচের ছাইদানীটা তুলে নিল।

যদি জোর কর জানলা দিয়ে এটা ছুঁড়ব।

বোম্যান অবজ্ঞার হাসি হাসল। দুজনের মধ্যে কথা হচ্ছে জানলা ভাঙ্গলে তাতে কি এসে যায়। দাও কেড, ফিল্মগুলো আমাকে দাও। তুমি নিশ্চয়ই অতটা মাতাল হওনি। দাও।

শেরম্যান আর গ্রাড কেড়ের দিকে এগোতে লাগল। হঠাৎ দরজায় জোরে ধাক্কা মারল। তিনজনেই থমকে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

বোমাত্রে দুচোখে ভয়, কে?

পুলিশ। দরজা খুলুন। ধমকে কে বলল।

কেড পেছোতেই লাগল, পেছোতেই লাগল। ওর শোবার ঘরের দরজাটা খুলে গেল দুম করে। সুইস পুলিশের ছাইরঙা ইউনিফর্ম পরে একজন দীর্ঘ, বলিস্ট দেহ লোক ঘরে ঢুকল।

যে যেখানে আছে তেমন দাঁড়িয়ে থাক। বন্দুকের বাঁটে হাত দিয়ে ও বলল।

পুলিশটার পেছনে কালো বর্ষাতি আর কালো টুপি পরে একটা বেঁটে জোয়ান লোক ঢুকেছিল। সে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে দিল। আরো দুজন লোক ঘরে ঢুকল। কেড দেখেই চিনল, ওরা হার্ডেনবুর্গের লোক।

বোম্যান্ সুইস পুলিশটিকে তড়পে বলল, এ সবের মানে কী?

আপনাদের পাসপোর্ট? আপনারা এ হোটেলে নাম রেজিস্ট্রি করাননি। সেটা দণ্ডনীয় অপরাধ।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল বোম্যান্।

ও, দুঃখিত। আমরা ব্যস্ত ছিলাম। এই যে আমার পাসপোর্ট। আমার সঙ্গীদের পাসপোর্ট ওদের কাছে। কেড সবই লক্ষ্য করছিল। সে এই ভাওতায় ভুলল না। হার্ডেনবুর্গের লোক যখন এখানে আছে, তখন ওদের গ্রেপ্তার করে খানাতল্লাসী হবেই।

শেরম্যান আর গ্রাড দুজনেই পাসপোর্ট দেখাল। কেড গলাটা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলল, আমার শোবার ঘর থেকে পাসপোর্ট নিয়ে আসছি। শোবার ঘরের দিকে ও আস্তে আস্তে এগোতে লাগল। শরীর ভয়ে আড়ষ্ট, বুক ধড়পড় করছে।

পুলিশটা হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, এই দাঁড়াও। শরীর ভয়ে কুঁকড়ে গেছে তবু কেড এগোতেই লাগলো। পেছনে পায়ের শব্দ, কোনমতে দরজাটার পাল্লা ধরে ও সান্ত্রী দুটোর মুখের ওপর আছড়ে বন্ধ করল। একজন কাধ ঢুকিয়ে দিয়েছিল, কেড ঠেলে সরিয়ে দরজায় চাবি দিয়ে দিল। তারপর একলাফে ঘর টপকে ও ঢাকা বারান্দার দরজাটা

খুলল। তারপর দরজার পাল্লা টেনে নিয়ে পেছনে লুকোল। দরজা আর দেয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় ও দাঁড়িয়ে থাকল। বসার ঘরের দরজা ধড়াস করে খুলে গেল, লোকটা ভাগল। জলদি। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল।

দুটো লোক বারান্দায় ছুটে বেরিয়ে এসে লিফটের দিকে ছুটল। কেড স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। বাইরের ঘরে পুলিশটা বলছে, তোমাদের গ্রেপ্তার করা হল।

বোম্যান উত্তেজিত হয়ে প্রতিবাদ করল। খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তির আওয়াজ। তারপর বোম্যান্ বলল, ঠিক আছে, আমরা যাচ্ছি।

তারপর পুলিশটা আর দুজন সান্ত্রী বোম্যান্, গ্রাড আর শেরম্যানের সঙ্গে খোলা দরজা পেরিয়ে ঢাকা বারান্দা দিয়ে চলে গেল। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কেড ওদের জুতোর মচমচ শব্দ শুনল। লিফট নীচে নেমে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করল কেড। তারপর একটা গরম কোট গায়ে গলিয়ে দরজার দিকে ছুটে গেল। দরজা খুলে ঝুল বারান্দায় এসে ও দরজাটা বন্ধ করল।

কম্পাউন্ডে তিনটে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। পাশে দুজন সুইস পুলিশ। কেডেরনীচেই আরেকটা ঝুলবারান্দা। কেড রেলিং টপকে নীচের বারান্দায় লাফিয়ে পড়ল। ঝুলবারান্দা থেকে ঘরে ঢোকার দরজার পেছনে অন্ধকার। দরজা খুলে অন্ধকার ঘরে ও ঢুকে পড়ল। তারপর দরজার পর্দা টেনে হাতড়ে হাতড়ে সুইচ খুঁজে বের করে টিপল ও। আলোতে দেখল সামনেই বিছানা। একটি মেয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করছে। দেখেই রক্ত জমে গেল কেডের। কেড মেয়েটি চেঁচাবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর মুখ চাপা দিল। মেয়েটি ওকে

সরাবার চেষ্টা করল। কেড মরিয়া হয়ে ফিসফিস করে বলল, ভয় পেওনা। চেঁচিও না। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না।

মেয়েটি কেডের অস্বাভাবিক দৃষ্টি দেখে বুঝল কেড খুবই ভয় পেয়েছে। ও আস্তে করে কেডের হাতটা ওর মুখ থেকে সরাল।

কি হয়েছে বলুন তো?

মেয়েটির শান্ত কণ্ঠস্বর কেডকে খানিক আশ্বস্ত করল। মেয়েটি বলল, তুমি আমায় প্রায় পিষে ফেলেছ।

কেড তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল, বলল দুঃখিত।

মেয়েটি বলল, ভয়ে আমার প্রাণ প্রায় উড়ে গিয়েছিল।

কেড বলল তোমার থেকে আমি অনেক বেশী ভয় পেয়েছিলাম। আচ্ছা তোমার কাছে একটু মদ আছে?

মেয়েটি ওর দিকে তাকিয়েই রইল। তারপর বলল, আচ্ছা, তুমি ভ্যাল কেড, না? আমি নিশ্চিত তুমি কেড।

হ্যাঁ, আমি কেড। কি করে জানলে?

সম্ভবতঃ আমি তোমার সবচাইতে বড় ভক্ত।

কেড ধপ্ করে ইজিচেয়ারে বসে পড়ল। এত স্নায়ুর চাপ তার সহ্য হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। ও নিজের হাতের দিকে তাকাল। যেন রক্ত লেগে আছে ওতে। কেড মুখ ঢাকল।

মেয়েটা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে ততক্ষণে। কেডের হাতে একটা গ্লাস গুঁজে দিয়ে বলল, খেয়ে নাও এটা।

কেড প্রায় অচৈতন্যের ঘোরের মধ্যে ছিল। ইস্কির ঝাজে ওর চেতনা ফিরে এল। চো চো করে এক ঢোকে হুইস্কি শেষ করতেই গ্লাসটা ওর হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, এবার বলবে ব্যাপারটা কী?

মেয়েটির স্থির শান্তভাব দেখে কেড অবাক হয়ে গেল।

তুমি কে?

মেয়েটি বলল, আমি? আমার নাম জিনেৎ দু প্রা। আমি ফরাসী। মর্যোয়ে একটা ট্রাভেস্তাল এজেন্সীতে কাজ করি। ছুটি কাটাতে এখানে এসেছি।

তোমার গাড়ি আছে?

হ্যাঁ, নীচের গ্যারেজে...ভক্সওয়াগন।

দেখ, আমাকে জেনিভায় যেতেই হবে, কেড মরিয়া হয়ে বলল।

এখনি যেতে হবে?

হা।

কিন্তু আমার তো গাড়ির দরকার হবে। চল আমি তোমায় জেনিভায় নিয়ে যাচ্ছি।

কেড বলল, দেখ তোমাকে আমি এ ব্যাপারে জড়াতে চাই না। আন্তর্জাতিক গুরুত্বের ব্যাপার এটা। তোমার প্রাণ সংশয় হতে পারে।

মেয়েটির চোখ জ্বলে উঠল। তুমি কোন ছবি তুলেছ? তাই এত গোলমাল।

কেড বলল, হ্যাঁ।

তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করবই। আমি এখনই রেডি হয়ে নিচ্ছি। মেয়েটি জামাকাপড় নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল।

কেড এখনও ঠিক ধাতস্থ হয়নি। সে গ্লাসে আরও. ইস্কি ঢালল। তারপর এক চুমুকে গ্লাস শেষকরে আলো নিভিয়ে দরজা খুলে ঝুলবারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। ওর ঠিকনীচেই একদল লোক। চারজনের পরনে সুইস পুলিশের পোষাক, বাকি দুজন হার্ডেনবুর্গের লোক। একটা পুলিশ মাইক্রোফোনে কথা বলছে। ও পালিয়ে যেতে পারে, আমরা সারা হোটেলে তল্লাসী চালাচ্ছি। শহরের ওপর নীচের সব রাস্তা বন্ধ কর। বেশী দূর পালাতে পারবে না, নজর রাখ, লোকটা বিপজ্জনক।

কেড তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এল। ওর আগেই বোঝা উচিৎ ছিল এত সহজ হবে না। কেড বিভ্রান্তের মতন দাঁড়িয়ে রইল। এখন কী করবে ও? জিনেৎ এই সময় প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এল।

আমার হয়ে গেছে। শুধু পেছনের জীপটা...

কেড বলল, নীচে পুলিশ। ওরা সব রাস্তা করে দিয়েছে।

পুলিশ।

এই সময় দরজায় ধাক্কা পড়ল।

.

০৯.

আবার দরজায় ধাক্কা পড়ল। কেভ আর মেয়েটি পরস্পরের দিকে তাকাল। পাগলের মতন কেড একটা লুকোবার জায়গা খুজছিল। ফিলমের রোলদুটো ও প্যান্টের পকেটে আঁকড়ে ধরল।

বাথরুম। মেয়েটি ফিসফিস করে বাথরুমের দিকে আঙ্গুল দেখাল। তারপর গলা তুলে বলল, কে?

পুলিশ

কেড বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

বাথরুম থেকে পালানোর কোন রাস্তাই নেই। বুকের মধ্যে হাতুড়ির আওয়াজ। ও রুদ্ধশ্বাসে দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

ও শুনল জিনেৎ দরজা খুলে দিচ্ছে। একজন লোক বলছে, আমরা একটি লোককে খুজছি..লোকটি মারাত্মক...অপরাধী।

ওঃ, জিনেতের গলায় ভয়। এখানে আমি ছাড়া তো কেড নেই। বেরোব বলে জামাকাপড় পরছিলাম।

আপনার পাসপোর্ট?

লোকটি ভারী পায়ের আওয়াজ তুলে পোবার ঘরে গেল।

জিনেৎ বলল, এই যে আমার পাসপোর্ট। লোকটা কি করেছে?

খুন

এবার লোকটি হাতল ঘুরিয়ে বাথরুমের দরজা খুলে ভেতরে চাইল। ভয়ে কুঁকড়ে কেড দেয়ালের গায়ে লেপটে থাকল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কেড নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারল না।

খুন। তবে ও সান্ত্রীটাকে মেরে ফেলেছে। কেডের সারা ইন্দ্রিয় জুড়ে এখন ভয় আর ভয়। জিনেৎ বলল, ঠিক আছে চলে গিয়েছে ওরা। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে কেড শোবার ঘরে এল। জিনেৎ কেডের দিকে তাকাল। ওর চোখে ভয় আর সংশয়।

কি হয়েছে আমাকে বল। ওরা বলছে তোমাকে ওরা খুনের ব্যাপারে খুঁজছে।

আর কোন উপায় নেই। কেড আস্তে আস্তে একটা চেয়ারে বসল। তারপর ক্লান্ত ভাবে একটানা বলে গেল সব। ব্রাডেফ...অ্যানিটা স্ট্রেলিক, প্রাসাদের বারান্দায় ওকী দেখেছে...একে একে সব। জিনেৎ গভীর মনোযোগ দিয়ে সব শুনল।

সান্ত্রীটির সঙ্গে ধস্তাধস্তি, ওর ছুরি মারার কথা বলে চলল। আমি ছুরি না মারলে ও আমাকে মেরে ফেলত। ওরা নিশ্চয় বুঝেছিল আমি ফটো তুলেছি। ওরা নিশ্চয় আমার ক্যামেরা খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু আমি হাল ছেড়ে দিতে পারি না। এটা আন্তর্জাতিক ব্যাপার। আমাকে আমেরিকান কনসালের কাছে পৌঁছতেই হবে।

ছবিগুলো কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে কেড বলল, আমার তো তাই মনে হয়। আজকাল গুপ্তচর চারিদিকে। এ খবর যদি এখনো কেড না জানে তাহলে এটার গুরুত্ব আন্তর্জাতিক পর্যায়ে।

আমি তো জেনেভায় যেতে পারি। আমার তো মোটরে যেতে কোন বাধা নেই। মেয়েটি বলল।

কেড মেয়েটির দিকে তাকাল। আপাতদৃষ্টিতে এটা একটা দারুণ সমাধান, কিন্তু ইস্টনভিলের বুড়ো স্যামের বিশ্বাসঘাতকতার কথা ওর মনে পড়ল।

এই মেয়েটি কে? কোন্ বিশ্বাসে ওকে এত গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দেবে কে? তাছাড়া গাড়ি থামিয়ে ওকে যদি ওরা তল্লাসী করে? মেয়েটি তাহলে ভীষণ বিপদে পড়বে। না কেডের কোন অধিকার নেই মেয়েটিকে এই বিপদের মুখে ঠেলে দেবার।

কেড বলল, না, কাজটা আমাকে নিজেকেই করতে হবে। তুমি এ জায়গাটা চেন? অন্য কোন পথে জেনিভায় পৌঁছা যায়

মরোক্স পর্যন্ত রেলরাস্তা আছে। জেনিভা যাবার ট্রেন পেতে পার তুমি। তবে আমার মনে হয় ওরা স্টেশনেও নজর রাখবে। একটু ভেবে নিয়ে ও বলল, তুমি স্কি করতে পার?

ভাল পারি না। তবে চালিয়ে নিতে পারি।

স্কি চড়ে আমরা তাহলে যেতে পারি। আমি রাস্তা চিনি। অনেকবার স্কি করে গেছি সাইলে। সেখান থেকে আমরা লেকে যেতে পারি তারপর স্টীমারে জেনেভা?

কেড ভেবে দেখল মেয়েটিকে নিয়ে যাবার জন্য ওর উদ্বেগ হচ্ছে।

আমি আশা করতে পারি না যে তুমি... বলে ও থেমে গেল। তারপর বলল, আমাদের কাছে স্কি নেইও।

আমি স্কি জোগাড় করতে পারি।

কেড বলল, কিন্তু এ কাজে বুঝতেই পারছ খুবই বিপদ আছে। আমি তোমাকে এর মধ্যে টেনে আনতে চাই না। আমাকে বল কোথায় স্কি জোগাড় করতে হবে...

মেয়েটি বলল, তুমি খুঁজে পাবে না। আমার এক বন্ধুর বাড়ি। চল আমরা নীচে গিয়ে দেখি পুলিশ কী করছে। পুলিশ যদি চলে গিয়ে থাকে তবে আমরা বাগান দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারব। ওরা যদি হোটেলেই থাকে তাহলে আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।

জিনেৎ মনে হয় কোন বাধা শুনবে না। কেড হুইস্কির বোতল খুঁজছিল। খানিকটা নির্জলা হুইস্কি গলায় ঢেলে দিল।

তারপর একটু ধাতস্থ হয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

দশ মিনিটের মধ্যে জিনেৎ ফিরে এল। বলল, ওরা হোটেল ছেড়ে চলে গেছে। হোটেলের বাইরে একটা পুলিশ মোতায়েন আছে বটে তবে আমরা পেছন দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারি। ওখানে কেড নেই।

কেড বলল, আমার যে তিনজন বন্ধু গ্রেপ্তার হল তাদের কি হল?

হোটেলের মালিক মিঃ বা বললেন ওদের পুলিশের গাড়িতে নিয়ে গেছে।

কেড মুখ বিকৃত করল। জিনেৎ একটা খাটো উলের কোট গায়ে দিয়ে বলল, চল যাই।

কেড জিনেতের কাছে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখল, কেন তুমি নিজেকে বিপদের মধ্যে জড়াচ্ছ। একটা লোককে আমি খুন করেছি। ধরতে পারলে পুলিশ আমাকে খুন করবে। ভগবান জানে তুমি আমার সঙ্গে থাকলে কি হবে।

জিনেতের নীল চোখ দীপ্ত হয়ে উঠল। ও বলল, কেননা আমি তোমার ভক্ত। আর এর চেয়ে উত্তেজক ঘটনা আমার জীবনে আর ঘটেনি।

বেশ, কেড বলল, চল তাহলে যাওয়া যাক।

কেডের দিকে খানিকক্ষণ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিনেৎ বলল তোমার মধ্যে কোন রোমান্স নেই, না?

কেড হুইস্কির আধখালি বোতল পকেটে রাখল। জিনেরে পেছন পেছন ঢাকা বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ি অবধি ওরা হেঁটে গেল। আধাআধি নেমে জিনেৎ হাত তুলল। ও এগিয়ে গিয়ে জনশূন্য বসার ঘরটা দেখে নিয়ে কেডকে ইশারা করতে কে নেমে এল।

জনাকীর্ণ খাবার ঘর, একটা ঢাকা বারান্দা, একটা কাঁচের দরজা ঠেলে ওরা একটা বারান্দায় এল। বাইরে শক্ত বরফের আস্তরণের উপর দিয়ে ওরা হেঁটে গেল। খুব জোর ঠাণ্ডা বাতাস যেন ওদের চোখ মুখে কেটে বসতে লাগল। মেয়েটি ভালই রাস্তা চেনে। ওকে অনুসরণ করতে লাগল কেড। দেবদারু গাছের সারি দিয়ে খানিক চলে একটা

পাচিলের কাছে এল। জিনেৎ বলল, ওদিকে আরেকটা পথ আছে। বাড়িটা অবধি চলে গেছে। দস্তানা পরা হাতে কেড জিনেতের পা ধরে পাঁচিলে তুলে দিল। তারপর পাঁচিল টপকে জিননেত নামল। কেড তাড়াতাড়ি পাচিল পেরিয়ে ওর কাছে গেল। একটা অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ওরা হাঁটতে লাগলো। কিন্তু জঙ্গলের বাইরে বিরাট মাঠ চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। কেড মুখ ফিরিয়ে দেখল। বরফের উপর ওদের পায়ের কালো ছাপ। কেডের দুশ্চিন্তা হল। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মিনিট দশেক হেঁটে ওরা একটা বাড়ির খিড়কি দরজায় পৌঁছল। বাড়িটা কাঠের তৈরী, ছোট দোতলা। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে জিনেতের পেছন পেছন উঠল কেড। সদর দরজার ওপরের ঢালু ছাদে হাতড়ে কি যেন খুজল জিনে। তারপর বলল পেয়েছি, বলে চাবি দিয়ে দরজা খুলল। একসঙ্গে পা ফেলে ওরা একটা ঠাণ্ডা, বড় হলঘরে এসে ঢুকল। কেড দরজা বন্ধ করল। জিনেৎ আলো জ্বালল।

জানলা বন্ধ। কেড দেখতে পাবে না।

কেড উদ্বিগ্নভাবে বলল, আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে। হার্ডেনবুর্গের লোকরা আমাদের পায়ের ছাপ দেখে এখানে চলে আসবে ঠিক।

আমি স্কি আনছি। তুমি এখানে দাঁড়াও।

কেড বলল, আমি তোমাকে সাহায্য করি।

জিনেৎ বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি এখানে দাঁড়াও, আমিই আনছি।

কেড অস্থির ভাবে অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর কোটের পকেটে হাত ঢাকাতেই ওর রক্ত হিম হয়ে গেছে। এ পকেট ও পকেট হাতড়াতে লাগল। দুটো পকেটই খালি। ফিমের রোল নেই।

ভয়ে যন্ত্রণায় দীর্ণ হতে হতে কেড স্তম্ভিতের মতন দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধড়াস ধড়াস বুকে সিঁড়ির মাথায় গিয়ে একটা ঢাকা বারান্দার দিকে চোখ রেখে জিনেৎকে খুঁজতে লাগল।

জিনেৎ, কেড আকুতিভরা গলায় ডাকল।

কোত্থেকে যেন জিনেৎ সাড়া দিল, এক মিনিটও লাগবে না। দাঁড়াও...

অন্ধের মতন কেড সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। তারপর ঢাকা বারান্দা পেরিয়ে একটা খালি গ্যারাজে গিয়ে পৌঁছল। একটা ব্র্যাকেটে সারি সারি স্কি ঝুলছে। জিনেৎ কেডকে দেখে চমকে উঠল।

কি হল?

ফিলমের রোল দুটো নেই। হোটেলেও ছিল।

জিনেৎ বলল, তা হতে পারে না। ভাল করে দেখেছ?

দস্তানা খুলে কেড আবার পাগলের মতন পকেট হাতড়াল। তারপর চরম হতাশায় শূন্যে ঘুষি ড়ল।

যাতে হাত দিই তাই পণ্ড হয়ে যায়, চরম হতাশায় খান খান হয়ে কেড বলল।

দেখ পাঁচিল টপকাতে গিয়ে হয়তো ফেলে দিয়েছ, আমি গিয়ে দেখছি।

কেড বলল, চল আমি তোমার সঙ্গে যাই। কেড ছুটল।

ভ্যাল। অপেক্ষা কর।

জিনেৎ কেডের পেছনে ছুটে এল। দরজার হাতলে হাত রাখল কেড। কি হল? কেড অধীর হয়ে বলল।

তুমি ওখানে যাবে না, ভ্যাল। ওখানে তোমার বিপদ হতে পারে। ওরা যদি আমায় দেখে আমি বলতে পারি আমি খিড়কির দরজা দিয়ে হোটেলে ফিরছিলাম। তুমি এখানে অপেক্ষা কর। আমার পাঁচ মিনিটও লাগবে না।

না না, আমি তোমার সঙ্গে যাব। রোলদুটো খুবই দরকারী জিনিস। কেড দরজা খুলতে যেতেই জিনত ওর পাশকাটিয়ে এসে দরজা বন্ধ করল।

আমি ওগুলো ঠিক খুঁজে পাব। একটু বুদ্ধি খাটাও। কেন বেকার ঝুঁকি নেবে?

জিমেতের দিকে ফ্যাকাসে সাদা মুখে প্রেতের মতন হাসল কেড।

হয়তো আমি এখনও শেষ হয়ে যাইনি। হয়তো এখনও আমি অত মাতাল উজবুক নই। হোটলে যখন তুমি আমার খুব ভক্ত বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়েছিলে তখনই পকেট থেকে রোজ দুটো সরিয়েছ তুমি। আমি প্রায় মজে যাচ্ছিলাম আর কি।

জিনেৎ আহত মুখ করে বলল, আমি! আমি তোমার ফিল্ম সরিয়েছি? আমি তোমায় এত সাহায্য করলাম আর তুমিই আমাকে দায়ী করছ। ঠিক আছে চল আমরা দুজনেই গিয়ে খুজি। জিনে দরজা খুলে বেরোতে গেল। কেড বিদ্যুৎগতিতে এসে দরজা ধাক্কা দিয়ে বন্ধ করল। আমায় ফিল্মগুলো দাও, কেডের গলার স্বর মরিয়া, ভয়ঙ্কর। রোলগুলো না দিলে দেখ না তোমার কি হাল করি।

কেডের উন্মত্ত ভয়ংকর চোখের দৃষ্টি দেখে জিনত শিউরে উঠল। জোর করে হাসবার চেষ্টা করে বলল, সত্যি, ভেবেছিলাম বেরিয়ে গেছি প্রায়। এই নাও রোলগুলি। বলে জিনেৎ কোটের পকেটে হাত দিয়ে একটা পয়েন্ট থাটি এইট স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন অটোমেটিক রিভলবার বের করে কেডের বুকের দিকে তাক করল।

নড় না, মিঃ কেড। জিনেতের চোখ ঠাণ্ডা, কঠিন।

কে বলল তুমি কে? আমার বোঝা উচিৎ ছিল তুমি এত সময় মতো সুবিধেমত হাজির হলে কি করে?

পিছিয়ে যাও, ঘরে ঢোক। আরাম করে বসে থাক। আর বীরত্ব দেখাতে যেও না।

গভীর বিতৃষ্ণায় কেড মুখ কোঁচকাল। কোন উপায় নেই। বসবার ঘরে ঢুকেও আলো জ্বালল ঘরের একদিকে বিরাট ফায়ার প্লেস। তাতে বোঝাই করা কাঠ। কেড লাইটার জ্বালিয়ে কাঠ ঘেঁরে আগুন জ্বালল। কাঠের আগুন দপদপ করে জ্বলে উঠল। জিনেৎ সোফার উপর আধখালি হুইস্কি বোতল ছুঁড়ে মারল। বলল, ওটা নিয়ে মজে ঋক। আমাকে টেলিফোন করতে হবে। বলে পেছোতে পেছোতে সাইড বোর্ডের ওপর টেলিফোন তুলে একটা নম্বর ডায়াল করল। কেড হইস্কিতে একটা লম্বা চুমুক দিল। তার সারা শরীর হঠাৎ শিউরে উঠল।

জিনেৎ ফোনে বলল নিকি আছে? দশ মিনিট বাদে আসবে? আমাকে বলবেন ফোন করতে। আমি ওর বাড়িতে আছি। বলবেন খুবই জরুরি দরকার।

কেড গরম কোর্টটা খুলে রাখল। তারপর দুইস্কির বোতলটা নিয়ে সোফায় বসল।

জিনেতের দিকে তাকিয়ে কেড বলল, তুমি কি রাশিয়ানদের হয়ে কাজ করছ?

কেডকে দেখে জিনেৎ একটু হাসল।

হয়তো। আমি একটু পরেই চলে যাচ্ছি। জানি না তোমার কী হবে। হয়তো এখানে থাকাই তোমার পক্ষে নিরাপদ।

সত্যি। আমার জন্য তোমার উদ্বেগ দেখে আমি খুবই নাড়া খেয়েছি। একটা কথা ভাবছি আমি, আমার ফি যখন পেয়ে গেছ তখন এ ব্যাপারে কি করে কলে না বলার কোন কারণ নেই। আমার কৌতূহল হচ্ছে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে জিনেৎ ঘাড় নাড়ল।

না, খুলেই বলছি। অ্যানিটা স্ট্রেলিক আর আমি অনেকদিন ধরেই একসঙ্গেকাজ করছি। আমরা হার্ডেনবুর্গের বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ হাতাতে চেয়েছি। অ্যানিটা ওর প্রেমে পড়ার ভান করে ওকে মজিয়েছে। অ্যানিটা ওকে বুঝিয়েছে যে আমরা বর্তমান রুশ গভর্নমেন্টের বিরোধী। হার্ডেনবুর্গ অ্যানিটার প্রেমে এতই উন্মত্ত হয়েছে যে ও বিশ্বাস করল যে ও ভুসলওস্কিকে ক্ষমতায় ফেরার চেষ্টা করছে। সমস্ত ব্যাপারটা এমন আষাঢ়ে গল্পের মতো অবাভব মনে হল যে হার্ডেনবুর্গ যে বিশ্বাসঘাতক তা প্রমাণ করবার আমরা তথ্য হাতে চাইলাম। হুইসপারকাগজের মিঃ ব্র্যাডেফকে টোপ ফেলতে কোন অসুবিধে হল না অ্যানিটার। মিঃ ব্রাডে কোন ব্যাপার আছে মনে করে তোমায় পাঠালেন ফটো তুলতে। আমরা নিজেরা ছবি কিছুতেই যোগাড় করতে পারতাম না। হোটেলে তোমার ঘরের ঠিক নীচে একটা ঘরভাড়া করে আমি আশায় আশায় বসে থাকলাম তুমি ছবি তুলেছ, এখন সেগুলি আমার হাতে। অঙ্কটা জলের মতন সহজ, তাই না?

যেভাবে আমি তোমার ঘাড়ের ওপর পড়েছিলাম তুমি কী জানতে?

না না ওটা আমার সৌভাগ্য বলে ঘটে যায়। তুমি যখন ঘরে ঢুকলে আমি তো আমার ভাগ্যকে বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না।

নিকি কে?

নিকি এই বাড়িটার মালিক। ও তোমার একটা রোল নিয়ে যাবে মোটরে। আমি আর একটা রোল নিয়ে যাব ট্রেনে।

আর আমি বসে বসে আগুনে হাত পা সেঁকব যতক্ষণ না হার্ডেনবুর্গের গুরা এসে আমায় মেরে ফেলে, তাই না? কেড গলায় বিষ ঢেলে বলল।

জিনেৎ নিস্পৃহভাবে কাঁধদুটো ঝাঁকাল।

তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। একবছর আগে হলে আমি তোমাকে বিপদে ফেলতাম না। কিন্তু তুমি এখন বস্তা পচা মাল। তুমি নিজেকে ফালতু ছাড়া আর কিছু বতে পার?

কেড কিছু বলল না।

জিনেৎ একটু ঝুঁকে বলল, আচ্ছা তুমি তো বিরাট একজন ফটোগ্রাফার। তোমার ছবি আমি দেখেছি। আচ্ছা একথা কি সত্যি যে মেক্সিকোর একটা বেশ্যার জন্য তুমি তোমার জীবন নষ্ট করেছ?

কেড বলল, গুপ্তচর হিসেবে তুমি বেশ মজার স্বীকার করছি। কিন্তু তোমার ওই নোংরা নাক দিয়ে আমার অতীত জীবন শোকা বন্ধ কর দয়া করে।

জিনেৎ লাল হয়ে উঠল।

আমি দুঃখিত। আমি সত্যিই জানতে চাইছি।

বেশ। তোমার এটা বিকৃত কৌতূহল বুঝতে পারছি। আমি জানি আমার সম্বন্ধে লোকে কি ভাবে। আমি এখন জাদুঘরের একটা মরা জিনিস। কিন্তু বলতো আমার মতন মাতালের ওপর তোমাদের এই বিশ্বাস কি করে হল যে আমি ছবিগুলো তুলতে ভণ্ডুল করিনি। তোমরা এত চালাক আর চৌকস হয়েও আমার ওপর বিশ্বাস রাখছ কি করে তাই আমি ভাবছি।

জিনেৎ হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল। ওর চোখ বড় বড় হয়ে গেছে।

কি বলছ তুমি?

কেড বলল, খুকি তোমার জন্য আমার সত্যিই কষ্ট হচ্ছে। তোমার আশায় আমি জল ঢেলে দিলাম। জেনারেল দ্য গলের ছবি তুলতে আমি কেমন বেরিয়েছিলাম শোন নি?

তুমি কি ভাবছ আমি মদ না খেয়েই গাছে উঠেছিলাম।

যে ফিল্ম পেয়েছে সেগুলি প্রিন্ট করে তারপর বীরত্ব দেখাও।

ছবিগুলো আমার থেকেও বাজে হবে বাজী রেখে এ কথা আমি বলতে পারি।

জিনেতের মুখ মড়ার মতন সাদা দেখাল। তাড়াতাড়ি ও কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফিল্মগুলো স্পর্শ করল

কেড বলল, তোমার রাশিয়ান মনিবটিকে আমি জানি না। কিন্তু তিনি যখন জানবেন এরকম জরুরি কাজের জন্য আর সব ফটোগ্রাফার বাদ দিয়ে আমাকে বাছা হয়েছে তিনি মোটেই খুশী হবেন না।

জিনেৎ খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে বসেছিল। তারপর বলল, তুমি কথা বলায় খুব ওস্তাদ, তাই না? আমি বলতে পারি তোমার যতই নেশা হক ফটো তুমি ঠিকই তুলেছ। তুমি হলে কেড, এরকম জরুরি ব্যাপার তুমি বুঝবে না এ হতে পারে না।

কেড জিনেতের দিকে তাকিয়ে হাসল, বেশ প্রিন্ট করেই দেখ। আমার নিজের ওপর তো এত বিশ্বাস নেই।

এ সময় টেলিফোন বেজে উঠতেই দুজনে চমকে উঠল। জিনেৎ কেডের দিকে রিভলবার তাক করে রিসিভার তুলল, এখনি আসবে নিকি? অসম্ভব জরুরি দরকার। যা চেয়েছিলাম তা আমি পেয়ে গেছি। তুমি যত তাড়াতড়ি পার এখানে এস।

কেড আবার বোতল খুলে লম্বা একটা চুমুক দিল। জিনেৎ খেঁকিয়ে বলল, তুমি মদ খাওয়া থামাতে পার না?

কেডের হাত থেকে বোতলটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। ওর এখন খুব নেশা জমে গেছে।

নিজের কথা ভাব খুকুমণি। বন্ধুর সঙ্গে যখন কথা বলছিলে দোস্তরা তখন এসে গেছে।

দোস্ত? কি বলব তুমি!

বাইরে জুতোর মচমচ শব্দ শোনা যাচ্ছে। কে যেন বারান্দায় হাঁটছে। কেড আর জিনেৎ দুজনেই কান পাতল। বাইরে বাতাস জোরে বইছে। ছাদ থেকে বারান্দায় বরফ খসে পড়ল। জিনেৎ চমকে উঠল।

কেড ইশারা করে জিনেতকে কথা বলতে বারণ করল। তারপর কেড দরজাটা ফাঁক করে খুলে ধরল, জিনেৎ সামনে ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করল। হঠাৎ কেড জিনেতের কবজিতে সজোরে মারল। জিনেতের হাত থেকে রিভলবার খসে পড়ল। এত জোরে ধাক্কা মারল কেড ওকে যে ও চরকি খেতে খেতে ঘরের মাঝখানে চলে গেল। বন্দুকটা তুলে কেড হাসল।

তুমি অ্যামেচার মনস্তাত্বিক হওয়া ছাড়। ভেবেছিলে আমার খুব নেশা হয়েছে না? আমি ভান করেছিলাম। আমি ততটা উজবুক নই।

জিনেতের চোখ জ্বলতে লাগল।

নাও আবার গোড়ায় ফিরে যাওয়া যাক। ফিল্মগুলো আমায় দাও।

জিনেৎ পেছনে হটে গেল কিন্তু কেড বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গিয়ে ওর হাতের কবজি মুচড়ে দিল। তারপর ওর দোমড়ানো হাত কাঁধের কাছে নিয়ে গিয়ে আরও মুচড়ে দিল। জিনেৎ যন্ত্রণায় কাতরে উঠল।

কেড হিংস্রভাবে বলল, দাও ফিল্মগুলো দাও। কেড ওর দোমড়ানো হাত আবার মুচড়াতে গেল তখন জিনেৎ তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ফিল্মগুলো বের করে কেডের হাতে

দিল। এবার জিনেতকে ধাক্কা দিয়ে সোফার উপর ফেলে দিল কেড। তারপর ফিল্মগুলো নিয়ে কেড ইজিচেয়ারে বসল। হাতের তোল দুটোর দিকে তাকিয়ে কেড বলল, একটা কথা জান। আমি অনেক ভেবেছি। হার্ডেনবুর্গ, ওর বাজে ষড়যন্ত্র এসব নিয়ে আমি কেন এত উত্তেজিত হয়েছিলাম। মনে হচ্ছে আমার গভর্নমেন্ট-এ নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন? চালাক না হার্ডেনবুর্গ, যত ইচ্ছে চালাক। আগে এরকম পরিস্থিতিতে আমি উত্তেজিত হতাম এখন হইনা।

ইস্টনভিল নামে একটা শহরে আমি দুজন অসহায় নিগ্রো তরুণ তরুণীকে খুন হতে দেখেছিলাম। তাই দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। মনে হয়েছিল মানব সভ্যতা বুঝি শেষ হয়ে গেল। কিন্তু আমি জানি তা ঠিক নয়। আজ আমি জানি নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে অন্য মানুষের মরা দরকার। নিগ্রো হত্যার ফটোগুলি আমার কাছে ছিল। আমি ভেবেছিলাম আমার ফটোর জোরে আমি পাঁচটা বেজন্মা বিবেকহীন পাষণ্ডকে শাস্তি দেব। কিন্তু আরেকটা পাষণ্ড আমার সেই ফিলমগুলো নষ্ট করে দেয়। ডেপুটি স্লাইডারের তাচ্ছিল্য ভরা হাসি মনে পড়ল কেডের। মনের কোণায় জ্বালা করে উঠল। বলল,

তুমি মনে করছ হার্ডেনবুর্গ যে বেইমান এই কথা পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করলে একটা বিরাট ব্যাপার হবে। তোমার বয়েস কম তাই বুঝছ না, পৃথিবী যেমন চলছে তেমনই চলবে। পৃথিবীতে বিশ্বাসঘাতকতাই হচ্ছে আমাদের জীবনে সবচেয়ে স্বাভাবিক একটা ঘটনা। তাই আমি তোমাদের ব্যাপারে থাকব না। ফিল্মগুলো আমার। আমি এ নিয়ে যা খুশী করব।

এবার স্থির অকম্পিত হাতে ডেপুটি স্লাইডার যেমন করে কার্তিজ থেকে ফিল্মগুলো টেনে বার করছিল, কেড সেইভাবেই ফিল্ম টেনে টেনে বার করতে লাগল।

জিনেৎ আর্তনাদ করে বলল, না না এরকম কর না।

কেড পায়ের কাছে ফিমের ফিতের কুণ্ডলীটা দেখে বলল, এই নাও জিনেৎ কার্তিজটা তোমায় উপহার দিচ্ছি। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে দাও এটা। অত দুঃখী দুঃখী মুখ কর না জিনেৎ। তুমি ভুল ঘোড়ার ওপর বাজী রেখেছিলে।

কেড এবার বোতল থেকে একটা লম্বা চুমুক দিল, এটা আমার খুব জরুরী ছিল। তুমি গুপ্তচর হিসেবে খুব চতুর নও জিনেৎ, তোমার দেখা উচিৎ ছিল আধবোতল মদ এখনও রয়েছে। জিনেৎ রাগে দুঃখে চীৎকার করে বলল, তোমার মতন মেরুদণ্ডহীন মাতালের থেকে আমার কিছু আশা করাই ভুল হয়েছিল। যাও, তোমার মেক্সিকোর সেই বেশ্যার কাছেই যাও, দেখ ও যদি তোমায় ঠাই দেয়।

কেড হাসল, বেশ, আমি মেরুদণ্ডহীন। বেশ, সে বেশ্যা। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য হলেও আমরা পরস্পর পরস্পরের থেকে এমন কিছু পেয়েছিলাম তুমি তা কখনো পাবে না। স্পষ্ট বুঝতে হবে তোমার মতন মেয়ের সেরকম একটা ভালবাসা দরকার যা কোন পুরুষ আজ পর্যন্ত তোমায় দেয়নি। এই যে জীবন যাপন করছি আমরা এই জটিল জীবন বাঁচার কী কৌশল জান? ভাল মুহূর্তগুলো তারিফ করা আর বাজে মুহূর্তগুলোকে ছেটে ফেলা। আমার সমস্যা এখানেই। খারাপ মুহূর্তগুলো আমাকে হারিয়ে দিল। আমি হেরে

গেলাম। শোন, এইসব গুপ্তচর, ষড়যন্ত্র এসব ভাওতা ভুলে যাও। একজন পুরুষকে খুঁজে নাও, তাকে ভালবাস, বিয়ে কর সন্তানের মা হও। মেয়েরা এই জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে।

জিনেৎ চেঁচিয়ে বলল, চুপ কর। তোমার মতন মাতালের থেকে আমি পরামর্শ চাই না।

কেড ওর চুলে হাত দিয়ে বলল, ঠিকই বলেছ। যারা নিজেদের জীবনের হিসেবে ভুল করে ফেলে তাদের উপদেশ দেওয়া বৃথা। আচ্ছা আমি চলি, তোমার বন্ধু না আসা অবধি বসে থাক আরাম করে। ও দরজার কাছে পৌঁছতে জিনেৎ বলল, বোকামি কর না। ওরা বাইরে সব ওৎ পেতে আছে তোমার জন্য।

আমার ভবিষ্যত বলতে কিছু নেই। এখন জীবিকা অর্জনের আর কোন পথই রইল না। যে জীবনে আমার কোন আগ্রহ নেই, তার দাড়ি টানার অধিকার আমার আছে। যত ইচ্ছে এবার নাটুকেপনা করব আমি, আর মনে মনে হাসব।

ঘর থেকে বেরিয়ে গ্যারাজে গেল কেড়। পায়ে স্কি বাঁধতে বাঁধতে জুয়ানার কথা হঠাৎ মনে পড়ল কেডের। জুয়ানা এখন কী করছে? হয়তো এই মুহূর্তে কোন ধনকুবের স্থূলদেহ আমেরিকানের পাশে শুয়ে আছে, জুয়ানার চারপাশে সূর্য তার জ্যোতি ছড়িয়ে রেখেছে। স্কি বাঁধা হল। হঠাৎ চলচ্চিত্রের সিনের মতন পরপর কয়েকটা মুখ ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। স্যাম ওয়ান্ড, এড বার্ডিক, ম্যাথিসন, ভিকি মার্শাল। গভীর দুঃখে আর বিস্ময়ে মাথা নাড়ল কেড। ওরা কেমন যেন ছায়া ছায়া হয়ে গেছে ওর কাছে। যেন অলীক, অবাস্তব সিনেমার ছবির মন। তারপর, গ্যারাজের দরজা খুলতে খুলতে অ্যাডোলফো ক্রিলের মুখ ভেসে উঠল কেডের সামনে। সেই মোটাসোটা

মেলিকান, জামায় খাবারের দাগ। ওর কৃতার্থ হাসি, ওর বিনয়, ওর মমতা, ওর বিশ্বস্ততা, সব নিয়ে অসম্ভব বাস্তব হয়ে গেল ওর মুখ। মনে হল এই মুহূর্তে কেডের খুব কাছেই আছে ক্রিল।

জ্যোৎস্নায় মাখামাখি বরফের উপর কেড এসে দাঁড়াল। আইলে যাবার ঢালু পথে ও নামতে শুরু করল, স্কির গতি বেড়ে গেল ওর। আর ঠিক তখনই বাইরে চারিদিকে ওৎ পেতে থাকা হার্ডেনবুর্গের সাত্রীদের মধ্যে একজনের চোখে পড়ে গেল কেড। রাইফেল উঁচু হল, আঙ্গুল ট্রিগারে উঠল, গুলি ছোঁড়ার শব্দ। গুলিটা ছুটে এল মৃত্যুর বার্তা নিয়ে। কেডের স্কি বরফে পাক খেতে খেতে ঘুরে ঘুরে ছিটকে যেতে লাগল আর বরফের ওপর লিখে যেতে লাগল কেডের মৃত্যু সংবাদ।